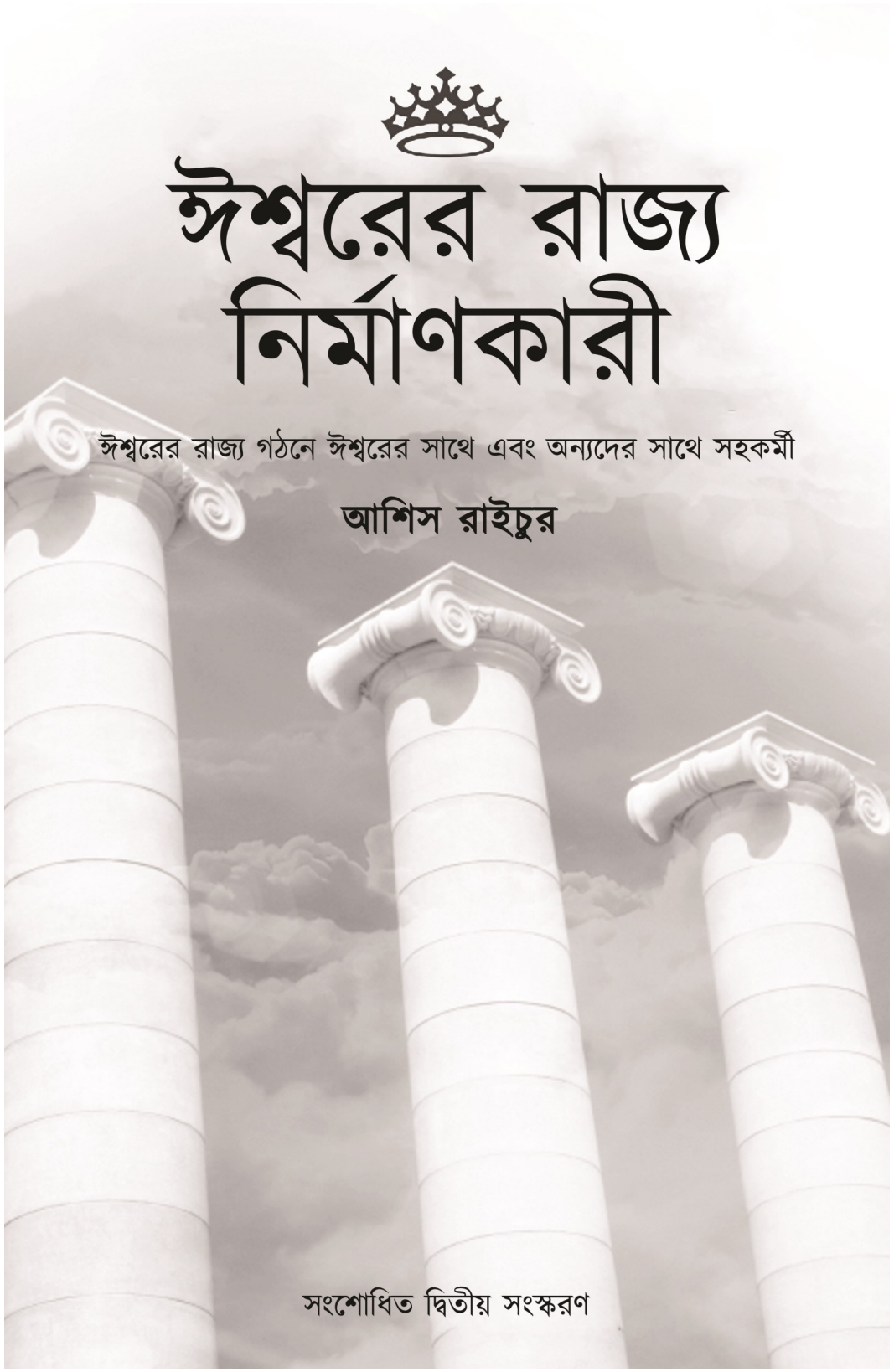

ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারী

ঈশ্বরের রাজ্য গঠনে ঈশ্বরের সাথে এবং অন্যদের সাথে সহকর্মী

আশিস রাইচুর

সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY

Printed and Distributed by All Peoples Church & World Outreach, Bangalore, INDIA.
First Edition Printed: Month YYYY

Contact Information:
All Peoples Church & World Outreach,
319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560 043
Karnataka, INDIA

Phone: +91-80-25452617
Email: contact@apcwo.org
Website: apcwo.org

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are taken from the Holy Bible, New King James Version. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc., Used by permission. All rights reserved.

FINANCIAL PARTNERSHIP
Free distribution of this publication has been made possible through the financial support of members, partners and friends of All Peoples Church. If you have been enriched through this free publication, we invite you to contribute financially to help with the printing and distribution of free publications from All Peoples Church. Please visit apcwo.org/give or see the page "Partner With All Peoples Church" at the back of this book, on how to make your contribution. Thank you!

MAILING LIST
If you would like to be included in our mailing list to receive new publications when they are printed, please kindly email your correct postal address to: contact@apcwo.org

FREE BULK ORDERS WITHIN INDIA
We are happy to send free copies for distribution in your local church, Bible study group, Bible College, Seminars, Conferences, Book Store, Business, etc. Please send an email to contact@apcwo.org indicating the number of copies and the postal address to send them to.

ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারী

ঈশ্বরের রাজ্য গঠনে ঈশ্বরের সাথে এবং অন্যদের সাথে সহকর্মী

ANCIENT OF DAYS

Written By : Gary Edward Sadler, Jamie Harvill

Blessing and honor, glory and power
Be unto the Ancient of Days
From every nation, all of creation
Bow before the Ancient of Days

Every tongue in heaven and earth shall declare Your glory
Every knee will bow at Your throne in worship
You will be exalted, oh God
And Your kingdom will not pass away
Oh, Ancient of Days
Oh, Ancient of Days

Your kingdom shall reign over all the earth
Sing to the ancient of days
For none can compare to your matchless worth
Sing to the ancient of days

সূচীপত্র

অধ্যায় ১ - ঈশ্বরের রাজ্য এবং মণ্ডলী **৫**

ঈশ্বরের রাজ্য ৫

ঈশ্বরের রাজ্য এবং মণ্ডলী ৬

মণ্ডলীর স্বাভাবিক বিস্তার ৭

অধ্যায় ২ - খ্রীষ্ট—রাজ্যের রাজা **১৩**

রাজার সাথে আমাদের সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ১৪

রাজ্য আমার অথবা আপনার নয়, কিন্তু তাঁর ১৫

আমরা যেন শুধু ঈশ্বরকেই মহিমান্বিত করার অন্বেষণ করি ১৬

এই পৃথিবীতে আমাদের কর্তৃত্ব নির্ভর করছে রাজার অধীনে আমাদের সমর্পণের উপর ১৯

আমরা যেন মানুষে শ্লাঘা না করি ২০

ঈশ্বরের প্রতি আমরা দায়বদ্ধ, যিনি সকল কিছু বিচার করবেন ২১

একজন রাজ্য নির্মাণকারীর হৃদয় গঠন করুন ২৩

অধ্যায় ৩ - পবিত্র আত্মা—আমাদের পরিচালক **২৯**

যারা ঈশ্বর পিতার ইচ্ছা সাধন করে—তারা অনন্তকালে পুরস্কৃত ২৯

পৃথিবীতে পবিত্র আত্মা আমাদের কাছে পিতার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ৩০

যা মাংস থেকে জাত, তা মাংসই এবং যা আত্মা থেকে জাত, তা আত্মাই ৩১

যা মাংস থেকে জাত, তা আত্মায়ে জাত বিষয়ের প্রতিরোধ করে ৩৩

যা মাংস থেকে জাত, তা কোন উপকার সাধন করে না ৩৪

আত্মায় গমনাগমন করুন, তাহলে মাংসের বিষয়কে জন্ম দেবেন না ৩৫

সমর্পণতায় এবং ভগ্নতায় গমনাগমন করুন ৩৫

দুটি পরিক্ষামূলক প্রশ্নঃ আমাকে কী অনুপ্রেরণা দেয়? কে মহিমান্বিত হন? ৩৬

পবিত্র আত্মা প্রকাশ করেন ‘কোথায়’, ‘কখন’ এবং ‘কীভাবে’ ৩৬

আত্মার মন্ত্রণা বিভিন্ন ভাবে আসে ৩৯

পবিত্র আত্মার সাথে একটি অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ স্থাপন করা অপরিহার্য ৪০
আত্মার সময়েকে বুঝতে পারা অপরিহার্য ৪১
আত্মায়ে প্রার্থনা করা আমার আত্মাকে প্রস্তুত করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে বুঝতে পারার জন্য ৪২
আত্মায়ে প্রার্থনা করা আমার ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে একমত করে ৪২
আত্মার কাজকে জন্ম দেওয়া - মরিয়মের জীবনে অলৌকিক কাজ থেকে কিছু শিক্ষণ ৪৪
১, নিরূপিত সময়ে আত্মার কাজকে এই পৃথিবীতে প্রকাশ করা হয় ৪৪
২, সাধারণ মানুষদের মধ্যে দিয়ে আত্মার কাজকে প্রকাশ করা হয় ৪৫
৩, আত্মার কাজে কোন ভেজাল থাকে না—সম্পূর্ণ তাঁর আত্মা দ্বারা জাত ৪৬
৪, আত্মার কাজ লজ্জার কারণও হতে পারে ৪৬
৫, আত্মার কাজ সাধারণ প্রাকৃতিক পদ্ধতির দ্বারা প্রকাশ পায় ৪৭
৬, ঈশ্বরের নিরূপিত স্থান পর্যন্ত পৌঁছানোর আগে আমাদের বন্ধ দরজার সম্মুখীন হতে হবে ৪৮
৭, আত্মার কাজ, প্রায়ই ক্ষুদ্র এবং নম্র ভাবে শুরু হয় ৪৯
৮, আত্মার কাজকে রক্ষা করতে হবে এবং যত্ন নিতে হবে ৪৯

অধ্যায় ৪ - একটি ঈশ্বরদত্ত দর্শনের বৈশিষ্ট্য ৫৫
একটি ঈশ্বরদত্ত দর্শন হল একটি ঐশ্বরিক আদেশ এবং স্বীকৃতিদান ৫৬
একটি ঈশ্বরদত্ত দর্শন প্রায়ই আমাদের হৃদয়ে সামান্য মন্থন দ্বারা উপলব্ধ করতে পারি ৫৯
একটি ঈশ্বরদত্ত দর্শনের শুরু এবং কার্যকারী হওয়ার নিরূপিত সময় আছে ৬১
একটি ঈশ্বরদত্ত দর্শনের প্রস্তুতির প্রয়োজন ৬২
ঈশ্বরদত্ত দর্শন আমাদের প্রত্যাশার থেকে ভিন্ন হতে পারে ৬৯
ঈশ্বরদত্ত দর্শনের 'কাইরস' মুহূর্তে বিলম্ব হয়ে যখন আমরা নিজেরা প্রচেষ্টা করি ৭০
একটি ঈশ্বরদত্ত দর্শন সকলে উপলব্ধি নাও করতে পারে ৭২
একটি ঈশ্বরদত্ত দর্শন মন্দ আত্মার আক্রমণের মধ্যে পড়বে ৭৪

একটি ঈশ্বরদত্ত দর্শন ব্যক্তির চেয়ে অনেক বৃহৎ হয় ৭৬
একটি ঈশ্বরদত্ত দর্শনে অংশগ্রহণ করে অন্যান্য মানুষেরা তাদের আহ্বান উপলব্ধি এবং পূর্ণ করতে পারে ৭৮
খ্রীষ্টের দেহে স্বপ্ন এবং দর্শন একে অপরের সাথে যুক্ত ৭৮
ঈশ্বরের কাছে একটি বড় হৃদয়ের জন্য যাচঞা করুন, বড় দর্শন নয় ৭৯

অধ্যায় ৫ - ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারীদের জীবনশৈলী ৮৫
ঐশ্বরিক চরিত্র খুব গুরুত্বপূর্ণ ৮৫
চরিত্র কেন গুরুত্বপূর্ণ? ৮৯
১, ঈশ্বরের রাজ্যে পরিচর্যার জন্য ঐশ্বরিক চরিত্র একটি পূর্বশর্ত ৮৯
২, আপনার নৈতিক চরিত্রই হল আপনার প্রকৃত শক্তি ৯১
৩, আপনার চরিত্র আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তাকে প্রকাশ করবে ৯১
৪, আপনার চরিত্র আপনার স্থায়িত্ব নির্ধারণ করে ৯২
আত্মিক পরিপক্কতা—আত্মিক বরদানের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ৯২
আত্মিক পরিপক্কতার সাতটি বৈশিষ্ট্য ৯৩
১, আত্মিক পরিপক্কতা হল খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে বৃদ্ধি পাওয়া ৯৩
২, আত্মিক পরিপক্কতা হল ঈশ্বরের সকল ইচ্ছায় সিদ্ধ এবং সম্পূর্ণ হওয়া ৯৪
৩, আত্মিক পরিপক্কতা হল প্রত্যেক উত্তম কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া ৯৫
৪, আত্মিক পরিপক্কতা হল কঠিন খাদ্য গ্রহণ করার সক্ষমতা ৯৬
৫, আত্মিক পরিপক্কতা হল ভালো ও মন্দকে চিহ্নিত করার জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়কে প্রশিক্ষিত করা ৯৭
৬, আত্মিক পরিপক্কতা হল শিশুভাব ত্যাগ করা ৯৮
৭, আত্মিক পরিপক্কতা হল আপনার জিহ্বা এবং শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করা ৯৮
রাজ্যের ধনাধ্যক্ষতা ৯৯
ঈশ্বরের রাজ্যে একটি উত্তম ধনাধ্যক্ষের বৈশিষ্ট্য ১০১
১, একটি উত্তম ধনাধ্যক্ষ সঠিক কর্তব্যপালন সুনিশ্চিত করে ১০১
২, একটি উত্তম ধনাধ্যক্ষ লাভজনকতা সুনিশ্চিত করে ১০১
৩, একটি উত্তম ধনাধ্যক্ষ জবাবদিহিতা সুনিশ্চিত করে ১০১
৪, একটি উত্তম ধনাধ্যক্ষ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে ১০২

৫, একটি উত্তম ধনাধ্যক্ষ ধারাবাহিকতা সুনিশ্চিত করে ১০২
৬, একটি উত্তম ধনাধ্যক্ষ বিশ্বস্ত এবং বুদ্ধিমান ১০৩
৭, একটি উত্তম ধনাধ্যক্ষ অল্প বিষয়েও বিশ্বস্ত থাকে ১০৫
৮, একটি উত্তম ধনাধ্যক্ষ অর্থ পরিচালনাতেও বিশ্বস্ত থাকে ১০৫
৯, একটি উত্তম ধনাধ্যক্ষ আরেকজনের বস্তুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে ১০৬

অধ্যায় ৬ - আত্মার দ্বারা মানুষদের গঠন করা ১১১
রাজ্য গঠন করার অর্থ হল মানুষদের গঠন করা ১১১
রাজ্য নির্মাণকারীদের হৃদয়ে যেন অবশ্যই মানুষেরা বাস করে ১১২
আমরা আত্মার দ্বারা মানুষদের গঠন করি ১১৩
অসিদ্ধ মানুষদের দ্বারা ঈশ্বর অসিদ্ধ মানুষদের সিদ্ধ করেন ১১৪
আত্মার দ্বারা মানুষদের গঠন করার কিছু বাস্তবিক চাবিকাঠি ১১৪
#১, সেই ব্যক্তির জীবনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য চিহ্নিত করুন ১১৫
#২, ঐশ্বরিক ক্ষমতা মুক্ত করার জন্য লোকেদের অবস্থিত করুন ১১৬
#৩, তাদের প্রতিভা ও বরদান আবিষ্কার করুন ও গঠন করুন ১১৮
#৪, জীবন দিয়ে জীবনের যত্ন নিন ১১৮
#৫, নিরাপত্তাহীনতাকে দূর করুন ১১৯
#৬, যখন প্রয়োজন, অনুযোগ করুন ১২৩
#৭, সকল ক্ষেত্রে পরিপক্কতা নিয়ে আসুন ১২৯
#৮, তাদের আহ্বানে তাদের মুক্ত করে দিন ১৩০
#৯, প্রয়োজনে, তাদের আত্মিক সহায়তা প্রদান করতে থাকুন ১৩১
#১০, যারা পড়ে যায়, তাদের তুলে ধরুন ১৩১
#১১, যারা পড়ে গেছে, তাদের সাথে যথাযথ আচরণ করা ১৩২

অধ্যায় ৭ - অংশীদারিত্ব—ঈশ্বরের রাজ্যে সহকর্মী ১৩৭
একটি বিভক্ত রাজ্য দুর্বল ও শক্তিহীন ১৩৭
আত্মায়ে একতা বজায় রাখার জন্য আমরা আহূত ১৩৮
ঈশ্বরের রাজ্য-মনা হওয়া ১৩৮
ব্যক্তিগত পরিচর্যার অগ্রগতির আগে ঈশ্বরের রাজ্যের বৃদ্ধিকে রাখুন ১৩৯

আমরা যেন অন্যদের সাথে যোগাযোগে থাকতে এবং এক সঙ্গে কাজ করতে শিক্ষা লাভ করি ১৪০
ঐশ্বরিক সংযোগ আনার জন্য ঈশ্বরকে অনুমতি দিন ১৪৫
আমরা যেন একে অপরকে বিচার না করি ১৪৭
প্রত্যেককেই ভিন্ন ভাবে বরদান প্রদান করা হয়েছে ১৪৮
সামান্য বিষয়গুলিতে গুরুত্ব দেবেন না ১৪৯
ঈশ্বরের রাজ্যে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব ১৪৯
যে বিষয়গুলি ঈশ্বরের রাজ্যে অংশীদারিত্বে বাঁধা দেয় ১৫০

অধ্যায় ৮ - শহরব্যাপী মণ্ডলী ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন করে ১৫৭
একতার জন্য আহ্বানঃ একটি দেহ—অনেক মণ্ডলী ১৫৭
নেতৃত্ব দিয়ে শুরু করা ১৫৮
শহরের পরিবর্তনের জন্য অংশীদারিত্ব ১৫৯
শহরব্যাপী ঐক্য সমাবেশ ১৬১
শহরব্যাপী মণ্ডলী শহরে কাজ করে ১৬২
তাড়নার প্রতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাড়া দেওয়া ১৬৪
একতা এবং আনুগত্যের চুক্তি ১৬৪

অধ্যায় ৯ - ভ্রাতারা এবং পিতারা (বোনেরা এবং মায়েরা) ১৭১
ভ্রাতা, সহকর্মী এবং ঈশ্বরের পরিচারক ১৭১
কঠিন সময়ের জন্য জন্ম নেওয়া ১৭২
একটি ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ ১৭৩
যখন একজন ভ্রাতা পড়ে যায় ১৭৪
জ্যোতি এবং ঘৃণা একসঙ্গে মিশতে পারে না ১৭৪
অতীতকে আমাদের পিছনে ফেলে আসা ১৭৫
রাজ্যে যেন পিতারা ও মায়েরা উত্থাপিত হয় ১৭৬

অধ্যায় ১০ - ঈশ্বরের রাজ্যে সেবাকাজের জন্য পরবর্তী প্রজন্মকে উত্থাপিত করা **১৮১**

কীভাবে 'তীমথিয়দের' উত্থাপিত করতে হয়ঃ 'পৌল-তীমথিয়' সম্পর্ক থেকে কিছু শিক্ষণ ১৮২

১, একটি ঐশ্বরিক সংযোগ চিহ্নিত করুন ১৮৩

২, একটি যত্নশীল সম্পর্ক গঠন করুন ১৮৪

৩, ঘনিষ্টতা এবং স্বচ্ছতা গঠন করুন ১৮৫

৪, নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী প্রদান করুন ১৮৫

৫, উৎসাহিত, প্রণোদিত এবং সংশোধন করুন ১৮৬

৬, মূল্য সম্পর্কে অবগত করুন ১৮৬

৭, মর্যাদা দিন, গঠন করুন, সম্মানের সাথে আচরণ করুন ১৮৭

৮, দায়িত্ব দিন এবং ক্ষমতা প্রদান করুন ১৮৮

৯, ইতিবাচক ভাবে সুপারিশ করুন ১৮৯

১০, ঈশ্বরের আহ্বানে তাদের মুক্ত করুন ১৯০

যখন আপনি বৃদ্ধ এবং পক্ক-কেশযুক্ত হবেন ১৯০

ভূমিকা

ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করেছেন তাঁর সাথে সহকর্মী হওয়ার জন্য, এটা বিবেচনা করা একটি দারুন চিন্তাভাবনা। আমাদের আহ্বান হল তাঁর রাজ্যের নির্মাণকারী হওয়া।

ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণ করার অর্থ কী? একজন রাজ্য নির্মাণকারী, এমন একজন ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণ করার জন্য তাঁর সাথে সহ-কার্যকারী হিসাবে কাজ করে, এমন একজন ব্যক্তি হতে গেলে কী প্রয়োজন? যেহেতু আমরা সকলে ঈশ্বরের সাথে কাজ করছি, এর অর্থ এটাও, যে আমরা একে অপরের সাথেও একসঙ্গে কাজ করছি, তাঁর রাজ্য গঠন করার জন্য। আমাদের মধ্যে এতো পার্থক্য, আমাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তাহিনতা, ব্যর্থতা এবং দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে আমরা এটা সম্পন্ন করতে পারব?

ঈশ্বরের রাজ্যের সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে, রাজ্য নির্মাণকারী হওয়ার যাত্রা শুরু করি, প্রথমে ব্যক্তিগত স্তরে শুরু করার দ্বারা—অর্থাৎ, আমাদের হৃদয়। আমরা আবিষ্কার করব যে রাজার সাথে একজন সহকর্মী হওয়ার অর্থ কী এবং কীভাবে একজন রাজ্য নির্মাণকারীর হৃদয় গঠন করতে পারব। আমরা একজন প্রকৃত রাজ্য নির্মাণকারী হতে পারব না, যদি আমাদের সেইরূপ হওয়ার হৃদয় না থাকে। আমাদের ঈশ্বরের আত্মার অধীনে নিজেদের সমর্পণ করতেও শিখতে হবে, কারণ তিনি রাজ্যের কাজকে পরিচালনা করেন।

আমরা তারপর এই বিষয়ে জানবো যে কীভাবে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবে গ্রহণ করেন এবং তাঁর রাজ্য বিস্তারের দর্শন পরিপূর্ণ করেন।

রাজ্য গঠন করা হল মানুষদের গঠন করা, হৃদয় এবং জীবন আকৃতি দেওয়া। এটি একটি সংগঠন তৈরি করা অথবা কোন একটি অট্টালিকা নির্মাণ করার থেকে অনেক আলাদা। আমরা আত্মা দ্বারা মানুষদের গঠন করি, এবং সেটা করার জন্য আমরা সাধারণ কৌশল সম্বন্ধে শিক্ষা নিই।

ঈশ্বরের রাজ্যে স্বপ্ন এবং দর্শন একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আমার হৃদয়ের স্বপ্নকে পূর্ণ করার জন্য, ঈশ্বর প্রায়ই আমাকে আহ্বান করবেন, যেন আমি এগিয়ে এসে সেই স্বপ্নের সাধনের জন্য কাজ করি, যা ঈশ্বর আমার হৃদয়ে বপন করেছেন। এই প্রক্রিয়ায়, আমার হৃদয়ের মধ্যে যা আছে, সেটাও পূর্ণতা লাভ করবে। আমরা শিখি কীভাবে ঈশ্বরের রাজ্যে অংশীদারিত্বে করা যেতে পারে, একসঙ্গে পরিশ্রম করা ও কাজ করা যেতে পারে।

আমরা আলোচনা করব যে রাজ্য নির্মাণকারী হিসাবে আমাদের সম্প্রদায় অথবা শহরের প্রতি আমাদের দলগত দায়িত্ব কী।

তারপর আমরা নিজেদের স্মরণ করাব, আমাদের রাজ্যের দায়িত্ব, যা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি আছে, একটি উত্তরদায় ছেড়ে যাওয়া এবং সুনিশ্চিত করা যাতে আগামী প্রজন্মগুলিতে ঈশ্বরের রাজ্যের কাজ আরও শক্তিশালী ভাবে অগ্রসর হয়।

সকলেই যদি ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারী হিসাবে কাজ করে, আমরা তাহলে যেকোনো শহরে, যেকোনো স্থানে, যেকোনো দেশে খ্রীষ্টের দেহের মধ্যে আত্মিক বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করব।

আসুন, প্রথমে আমরা তাঁর রাজ্যের বিষয়ে সচেষ্ট হই। একসঙ্গে আমরা তাঁর রাজ্যকে গঠন করি। আসুন, আমরা যেন ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারী হই! প্রভু, তোমার রাজ্য আসুক!

আশিস রাইচুর

অধ্যায় একঃ

ঈশ্বরের রাজ্য এবং মণ্ডলী

আর আমিও তোমাকে কহিতেছি, তুমি পিতর, আর এই পাথরের উপরে আমি আপন মণ্ডলী গাঁথিব, আর পাতালের পুরদ্বার সকল তাহার বিপক্ষে প্রবল হইবে না। আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি দিব; আর তুমি পৃথিবীতে যাহা কিছু বদ্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে, এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে
(মথি ১৬:১৮,১৯)

১

ঈশ্বরের রাজ্য এবং মণ্ডলী

ঈশ্বরের রাজ্য

গীতসংহিতা ২৪:১০

১০ সেই প্রতাপের রাজা কে? বাহিনীগণের সদাপ্রভু, তিনিই প্রতাপের রাজা। সেলা

ঈশ্বর হলেন রাজা। তাঁর রাজ্য হল তাঁর কর্তৃত্ব এবং আধিপত্য। এটি তাঁর রাজত্ব করার স্থান। এটি সেই স্থান যেখানে তাঁর প্রভুত্ব প্রসারিত হয় এবং যেখানে তাঁর ক্ষমতা এবং প্রভাব বিদ্যমান থাকে। এটি সেই স্থান যেখানে তাঁর ইচ্ছা সিদ্ধ হয়ে এবং তাঁর উদ্দেশ্য স্থাপন করা হয়। তাঁর রাজ্য সকল কিছুর উপরে রাজত্ব করে। *"সদাপ্রভু স্বর্গে আপন সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন,*
তাঁহার রাজ্য কর্তৃত্ব করে সমস্তের উপরে" (গীতসংহিতা ১০৩:১৯)।

প্রভু যীশু এই রাজ্যকে আমাদের জগতে উপস্থাপিত করলেন। তিনি এই কথা ঘোষণা করেছিলেন, *"মন ফিরাও, কেননা স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল"* (মথি ৪:১৭) । তিনি এসেছিলেন আমাদের সেই রাজ্যের মধ্যে আনয়ন করার জন্য এবং তাঁর রাজ্য আমাদের মধ্যে প্রবেশ করানোর জন্য। আমরা অন্ধকারের শক্তি থেকে উদ্ধার পেয়েছি এবং যীশু খ্রীষ্টের রাজ্যে অনূদিত হয়েছি (কলসীয় ১:১৩)। তাঁর রাজ্য আমাদের হৃদয়ে এবং আমাদের জীবনে স্থাপন করা হয়েছে (লূক ১৭:২১)। যখন লোকেদের ঈশ্বরের পরিবারে দত্তক নেওয়া হয়, তখন আমাদের *"ঈশ্বরের দায়াদ ও খ্রীষ্টের সহদায়াদ"* বলা হয় (রোমীয় ৮:১৭)। তাঁর রাজত্ব ও আধিপত্য আমাদের জীবনেও এবং আমাদের কাজেও বিস্তারিত হয়। আমাদের এই রাজ্যের সন্তান বলা হয় (মথি ১৩:৩৮)। ঈশ্বরের রাজ্য পরিব্যাপক এবং মানুষের সকল ক্ষেত্রে যেন সম্প্রসারিত হয় (মথি ১৩:৩১-৩৩)।

একটা সময় আসবে যখন তিনি আক্ষরিক অর্থে এই পৃথিবীতে তাঁর রাজত্ব স্থাপন করবেন। *"তিনি যাকোব-কুলের উপরে যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন, ও তাঁহার রাজ্যের শেষ হইবে না"* (লূক ১:৩৩)। *"...আর তাঁহারই স্কন্ধের উপরে কর্তৃত্বভার থাকিবে, এবং তাঁহার নাম হইবে- 'আশ্চর্য মন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ'। দায়ূদের সিংহাসন ও তাঁহার রাজ্যের উপরে কর্তৃত্ববৃদ্ধির ও শান্তির সীমা থাকিবে না, যেন তাহা সুস্থির ও সুদৃঢ় করা হয়, ন্যায়বিচারে ও ধার্মিকতা সহকারে, এখন অবধি অনন্তকাল পর্যন্ত। বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উদ্যোগ ইহা সম্পন্ন করিবে"* (যিশাইয় ৯:৬,৭)। তিনি তাঁর রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্ব তাঁর লোকেদের হাতে তুলে দেবেন এবং সাধুগণেরা তাঁর রাজ্য ধারণ করবে (দানিয়েল ৭:২২,২৭)। ঈশ্বর এটা সময়ের আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রেখেছেন। সাধুগণদের আহ্বান করা হবে যেন তারা *"আমার পিতার আশীর্বাদ-পাত্রেরা, জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার অধিকারী"* হই (মথি ২৫:৩৪)। এই ক্ষেত্রে, *"অতএব অকমপনীয় রাজ্য পাইবার অধিকারী হওয়াতে, আইস, আমরা সেই অনুগ্রহ অবলম্বন করি, যদ্দ্বারা ভক্তি ও ভয় সহকারে ঈশ্বরের প্রীতিজনক আরাধনা করিতে পারি"* (ইব্রীয় ১২:২৮)।

নতুন নিয়মে আমরা প্রায়ই "ঈশ্বরের রাজ্য" এবং "স্বর্গ রাজ্য" কথাগুলি ব্যবহার করেছি। 'ঈশ্বরের রাজ্য' কথাটি বর্ণনা করে যে এটা কার রাজ্য—ঈশ্বরের রাজ্য। স্বর্গ রাজ্য কথাটি বর্ণনা করে যে এই রাজ্যের উৎস কোথায়—আমাদের পার্থিব স্থানের বাইরে, একটি আত্মিক জগত, যেটাকে আমরা স্বর্গ বলি। যীশু বলেছেন, "আমার রাজ্য এ জগতের নয়" (যোহন ১৮:৩৬)।

ঈশ্বরের রাজ্য এবং মণ্ডলী

মথি ১৬:১৮,১৯

আর আমিও তোমাকে কহিতেছি, তুমি পিতর, আর এই পাথরের উপরে আমি আপন মণ্ডলী গাঁথিব, আর পাতালের পুরদ্বার সকল তাহার বিপক্ষে প্রবল হইবে না। আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি দিব; আর তুমি পৃথিবীতে যাহা কিছু বদ্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে, এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে।

এই যুগে, ঈশ্বরের রাজ্য, তার আত্মিক রূপে, এই পৃথিবীর উপর পরিচালিত এবং মুক্তি পায় মণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে, যা হল খ্রীষ্টের দেহ। মণ্ডলী হল ঈশ্বরের রাজ্যের একটি অংশ এবং এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। মণ্ডলীকে প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে, *"তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক;"* (মথি ৬:১০)। মণ্ডলীকে ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকার দেওয়া হয়েছে যাতে সে রাজার ইচ্ছাকে এই পৃথিবীর উপর প্রয়োগ করতে পারে। মণ্ডলীকে শক্তি দেওয়া হয়েছে "নরকের পুরদ্বারকে" পরাজিত করার জন্য, যেটা এই পৃথিবীতে শয়তানের কাজের কেন্দ্রস্থলকে চিহ্নিত করে। আমরা এখানে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার ঘোষণা করতে উপস্থিত আছি, যেমন যীশু করেছিলেন (প্রেরিত ৮:১২; ১৪:২২; ১৯:৮; ২০:২৫; ২৮:২৩,৩১)। আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের সম্বন্ধে শিক্ষা দিই, রাজ্যের মানসিকতা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে শিক্ষা লাভ করি, এবং রাজ্যের জীবনশৈলীতে বৃদ্ধি পাই।

মণ্ডলীর স্বাভাবিক বিস্তার

মণ্ডলী হল প্রভু যীশু খ্রীষ্টতে সকল বিশ্বাসীদের একটি আত্মিক দেহ। আত্মিক দেহ, মণ্ডলী, সেই মানুষদের মধ্যে একটি স্বাভাবিক বিস্তার ফেলে যারা মেষের রক্ত দ্বারা কৃত *"সকল জাতি এবং ভাষা এবং লোক এবং দেশ"* থেকে। বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দ আছে, সংস্কৃতি আছে, বিভিন্ন স্থানীয় মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত এবং আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের কাজের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা রাখি। এই স্বাভাবিক পার্থক্যগুলি প্রায়ই আমাদের মধ্যে বিভেদের কারণ হয়ে ওঠে, যদিও আমরা একই দেহের অংশ এবং একই ঈশ্বরের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই পার্থক্যের কারণ প্রায়ই আমাদের মধ্যে বিভেদ নিয়ে আসে, এবং এর পরিণামে মণ্ডলী একটি বিভক্ত গৃহ এবং একটি বিভক্ত রাজ্যে পরিণত হয়।

"ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারী" এই শিক্ষণের উদ্দেশ্য হল আমাদের সেই সকল বিষয়ের উর্ধ্বে উঠতে, যে সকল বিষয় আমাদের একে অপরের থেকে আলাদা করে, এবং ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন করার জন্য একসঙ্গে কাজ করার জন্য সাহায্য করবে।

ব্যক্তিগত প্রয়োগ

প্রশ্নি ১ - আপনার জীবনে এবং পরিচর্যায়, আপনি কি সাধারণত সমস্ত কিছু ঈশ্বরের রাজ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করেন?

প্রশ্ন ২ - আপনি যদি সমস্ত কিছু ঈশ্বরের রাজ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করেন, তাহলে আপনার জীবন ও পরিচর্যা কীভাবে পরিবর্তিত হবে? এর অর্থ, সমস্ত কিছুতে, আপনি ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং লোকেদের জীবনে ও হৃদয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের বিস্তারের জন্য কাজ করেন।

প্রশ্ন ৩ - আপনার বিবেচনায়, কোন বিষয়টি বেশী গুরুত্বপূর্ণ, একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত সংস্কৃতি এবং পছন্দ অথবা সেই সংস্কৃতি, জীবনশৈলী এবং নীতি যেটা ঈশ্বরের রাজ্যের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হয়?

ঈশ্বরের রাজ্যের উপর বিস্তারিত অধ্যয়নের জন্য, অনুগ্রহ করে APC প্রকাশনের “The Kingdom of God” পুস্তকটি ব্যবহার করুন।

Majesty

Written by: Jack W. Hayford

Majesty
Worship His majesty
Unto Jesus be all glory,
Honor and praise

Majesty
Kingdom authority
Flows from His throne
Unto His own
His anthem raise

So exalt, lift up on high
The name of Jesus
Magnify, come glorify
Christ Jesus the King

Majesty
Worship His majesty
Jesus who died, now glorified
King of all kings

অধ্যায় দুইঃ

খ্রীষ্ট—রাজ্যের রাজা

যাহা সেই পরমধন্য ও একমাত্র সম্রাট, রাজত্বকারীদের রাজা ও প্রভুত্বকারীদের প্রভু, উপযুক্ত সময়-সমূহে প্রদর্শন করিবেন; যিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী, অগম্য দীপ্তিনিবাসী, যাঁহাকে মনুষ্যদের মধ্যে কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই, দেখিতে পারেও না; তাঁহারই সমাদর ও অনন্তকালস্থায়ী পরাক্রম হউক। আমেন।
(১ তীমথিয় ৬:১৫,১৬)

২

খ্রীষ্ট—রাজ্যের রাজা

ঈশ্বর প্রেরিত পৌলকে পরাক্রমশালী ভাবে ব্যবহার করেছিলেন ঈশ্বরের রাজ্যকে স্থাপন করার জন্য এবং বিস্তারিত করার জন্য। তিনি একজন প্রকৃত ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারী ছিলেন, এমন এক ব্যক্তি, যার হৃদয় খ্রীষ্টকে গৌরবান্বিত করার জন্য এবং লোকেদের মধ্যে তাঁর রাজ্য স্থাপন হওয়া দেখার জন্য সমর্পিত ছিল। তার চিঠিতে, পৌল আমাদের বলেন যে একজন ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারী হতে গেলে কী কী প্রয়োজন। আমরা এমনই একটি শাস্ত্রাংশ দিয়ে শুরু করি।

১ করিন্থীয় ৩:৬,৯-১১

৬ আমি রোপণ করিলাম, আপল্লো জল সেচন করিলেন, কিন্তু ঈশ্বর বৃদ্ধি দিতে থাকিলেন। ৯ কারণ আমরা ঈশ্বরেরই সহকার্যকারী; তোমরা ঈশ্বরেরই ক্ষেত্র, ঈশ্বরেরই গাঁথনি। ১০ ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ আমাকে দত্ত হইয়াছে, তদনুসারে আমি জ্ঞানবান গাঁথকের ন্যায় ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছি; আর তাহার উপরে অন্যে গাঁথিতেছে; কিন্তু প্রত্যেক জন দেখুক, কিরূপে সে তাহার উপরে গাঁথে। ১১ কেননা কেবল যাহা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত অন্য ভিত্তিমূল কেহ স্থাপন করিতে পারে না, তিনি যীশু খ্রীষ্ট।

আমরা এখানে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করিঃ

- আমরা রাজার সাথে সহকর্মী, "আমরা ঈশ্বরেরই সহকার্যকারী..." (পদ ৯)। আমরা যে রাজার সাথে সহকার্যকারী, এই বাস্তব সত্যটাই আমাদের রাজ্য নির্মাণকারী তৈরি করে। আমরা তাঁর সাথে কাজ করছি, তাঁর রাজ্য গঠন করার জন্য।
- রাজ্য গঠন করার অর্থ হল মানুষদের গঠন করা, "...তোমরা ঈশ্বরেরই ক্ষেত্র, ঈশ্বরেরই গাঁথনি" (পদ ৯)।

- রাজ্য গঠন করা হল অংশীদারিত্ব, একসঙ্গে কাজ করার বিষয় (পদ ৬,৯,১০)। "আমি রোপণ করিলাম, আপল্লো জল সেচন করিলেন", "আমি জ্ঞানবান গাঁথকের ন্যায় ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছি; আর তাহার উপরে অন্যে গাঁথিতেছে"।
- ঈশ্বর একটি ব্যক্তিকে ববীজ বপন করার জন্য, আরেকজন ব্যক্তিকে ব্যবহার করেন জল সেচন করার জন্য, এবং আরও একটি ব্যক্তিকে ব্যবহার করেন রোপণ করার জন্য। ঈশ্বর একজনকে ব্যবহার করেন ভিত্তি স্থাপন করার জন্য এবং আরেকজনকে, সেই ভিত্তির উপর গেঁথে তুলতে, এবং আরেকজন কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রত্যেক জনের কাজ, সেটা যাই হোক না কেন, সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকেই সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
- ঈশ্বরের রাজ্য গঠন করা হল খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় (পদ ১১)। খ্রীষ্ট হল ভিত্তিমূল, শুরুর স্থান।

রাজার সাথে আমাদের সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ

১ করিন্থীয় ৩:১১

১১ কেননা কেবল যাহা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত অন্য ভিত্তিমূল কেহ স্থাপন করিতে পারে না, তিনি যীশু খ্রীষ্ট।

ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণ করার কাজে, আমাদের সবসময়ে স্মরণ রাখতে হবে যে খ্রীষ্টই হল ভিত্তিমূল, মস্তক এবং বিশিষ্টতম ব্যক্তি।

একজন রাজ্য নির্মাণকারী হতে গেলে—রাজার সাথে আমাদের সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত কিছুই তাঁকে দিয়েই শুরু হয়।

আমাদের অনেক পরিচর্যাকারীরা আমাদের 'গোষ্ঠীর' সাথে, 'পরিচর্যাকারীদের সমূহ', 'একটি আত্মিক আবেশ', 'একটি পরিচর্যাকারী গোষ্ঠীর সমিতি', অথবা একটি 'পরিচর্যাকারীদের সহভাগিতা' নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেছি, এবং একটি অধীক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অগ্রাহ্য করেছি—রাজার সাথে আমাদের সম্পর্কের গভীরতা। কোন 'গোষ্ঠীর', 'পরিচর্যাকারীদের সমূহ', 'একটি আত্মিক আবেশ', 'একটি পরিচর্যাকারী গোষ্ঠীর সমিতি', অথবা একটি 'পরিচর্যাকারীদের সহভাগিতা' রাজার সাথে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ককে প্রতিস্থাপন করতে পারে।

সহ পরিচর্যাকারীদের সাথেও একটি সু-স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক স্থাপন করাও গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু যে বিষয়টি আমাদের রাজ্য নির্মাণকারী হিসাবে যোগ্যতা প্রদান করে, সেটা হল রাজার সাথে আমাদের সম্পর্ক।

কলসীয় ১:১৬-১৮

১৬ স্বর্গে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য কি অদৃশ্য যাহা কিছু আছে, সিংহাসন হউক, কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্তৃত্ব হউক, সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে; ১৭ আর তিনিই সকলের অগ্রে আছেন, ও তাঁহাতেই সকলের স্থিতি হইতেছে। ১৮ আর তিনিই দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর মস্তক; তিনি আদি, মৃতগণের মধ্য হইতে প্রথমজাত, যেন সর্ববিষয়ে তিনি অগ্রগণ্য হন।

রাজ্যে এবং রাজ্য নির্মাণকারী কাজে, খ্রীষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ।

রাজ্য নির্মাণকারী কাজে, আমাদের অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে সকল কিছু তাঁর দ্বারাই সৃষ্টি, তাঁর জন্য সৃষ্ট এবং তাঁর মধ্যে দিয়ে সৃষ্ট। এবং সকল কিছুতে তিনিই যেন সর্বশ্রেষ্ঠ হন।

আমরা যা কিছু করি, সেখানে খ্রীষ্ট যদি সর্বশ্রেষ্ঠ না হন, তাহলে যে কাজ আমরা করি সেটাকে খ্রীষ্টের রাজ্য গঠনের কাজের মধ্যে গণনা করা যাবে না।

আমরা প্রচারের শেষে, মানুষেরা যদি ঈশ্বরের এবং ঈশ্বরের বাক্যের চেয়েও বেশী আমাকে নিতে উত্তেজিত হয়ে পড়ে, তাহলে আমার প্রচার প্রকৃত ভাবে ঈশ্বরের রাজ্য গঠনে অবদান করে নি এবং আমি একজন রাজ্য নির্মাণকারী হিসাবে সেবা করিনি।

রাজ্য আমার অথবা আপনার নয়, কিন্তু তাঁর

মথি ৬:১০

১০ তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক।

এটা তাঁর রাজ্য। এটি 'আমার পরিচর্যা', 'আমার মণ্ডলী', 'আপনার পরিচর্যা', অথবা 'আপনার মণ্ডলী' সম্বন্ধীয় নয়। আমাদের কাছে যা কিছু আছে এবং আমরা যা কিছু করি, সেইগুলি তাঁর! একসঙ্গে আমরা তাঁর রাজ্য গড়ে তুলছি।

আমাদের যেন তাঁর রাজ্যের আগমন আকাঙ্ক্ষা করি। আমাদের অনেকেই 'আমার পরিচর্যা আসুক' দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে আছি, এবং এটি একটি ভুল লক্ষ্য কেন্দ্র।

পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছা পালন করার জন্য আমরা এখানে আছি। ঈশ্বর স্বর্গে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি পৃথিবীতে তাঁর লোকেদের উপর দৃষ্টিপাত করেন এবং নির্ভর করেন তাঁর কাজকে সাধন করার জন্য।

আমরা যেন শুধু ঈশ্বরকেই মহিমান্বিত করার অন্বেষণ করি

মথি ৬:১৩খ

১৩ **...কারণ রাজ্য, পরাক্রম, মহিমা যুগে যুগে তোমারই। আমেন।**

সমস্ত মহিমা শুধু ঈশ্বরেরই।

রাজ্য নির্মাণকারী হিসাবে আমাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট, শুধু ঈশ্বরকেই গৌরবান্বিত করা। আমরা যেন কোন গৌরব অন্বেষণ না করি – আমাদের নিজেদের জন্য সামান্যও গৌরবও নয়।

যোহন ৭:১৮

১৮ **যে আপনা হইতে বলে, সে আপনারই গৌরব চেষ্টা করে; কিন্তু যিনি আপন প্রেরণকর্তার গৌরব চেষ্টা করেন, তিনি সত্যবাদী, আর তাঁহাতে কোন অধর্ম নাই।**

যখন আমরা প্রকৃত ভাবে ঈশ্বরের গৌরব করার অন্বেষণ করি, তখনই আমাদের হৃদয় সরল হবে এবং আমাদের মধ্যে কোন অধার্মিকতা পাওয়া যাবে না।

প্রায়ই, আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরকে বেশীরভাগ গৌরব দেওয়ার ইচ্ছার সাথে, নিজেদের জন্যও সামান্য গৌরব অন্বেষণ করার মিশ্রণ থাকে। আমাদের এই স্থান থেকে সরে গিয়ে এমন একটি স্থানে যেতে হবে যেখানে আমরা সমস্ত গৌরব ঈশ্বরকেই দিই। আপনি হয়তো এটা আগে শুনেছেন যে 'একটি মণ্ডলী যেখানে কোন মিশ্রণ নেই, সেখানে আত্মার পরিমানের কোন অন্ত নেই'।

যিশাইয় ৪২:৮

৮ আমি সদাপ্রভু, ইহাই আমার নাম; আমি আপন গৌরব অন্যকে, কিম্বা আপন প্রশংসা ক্ষোদিত প্রতিমাগণকে দিব না।

আমাদের ঈশ্বর ঈর্ষা করেন, তাঁর মহিমা অন্য কাউকে দেওয়া হোক, তিনি এটা কখনই সহ্য করবেন না (যাত্রাপুস্তক ২০:৫; যাত্রাপুস্তক ৩৪:১৪)। তাহলে কেন, আমরা যারা তাঁর পরিচারক, নিজেদের প্রতি লোকেদের আকর্ষিত করতে দ্বিধা বোধ করি না, যেন আমরা নিজেদের শক্তিতে, প্রার্থনায় অথবা আমাদের গুণে বিভিন্ন অলৌকিক কাজ সম্পন্ন করে থাকে? আমাদের কথা, আমাদের বিজ্ঞাপন, আমাদের শরীরের ভাষা, আমাদের পরিচর্যার প্রতিবেদন এবং আমাদের সাক্ষ্য এমন ভাবে যেন প্রস্তুত করা হয়ে থাকে যাতে লোকেদের দৃষ্টি আমাদের উপর থাকে। আমরা অসুরক্ষিত অনুভব করি যখন লোকেরা এক মুহূর্তের জন্য হলেও অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করে! এটি পিতর এবং যোহনের মতো নয়, যখন তারা একটি পঙ্গু মানুষকে সুস্থ করলেন, তখন তারা লোকেদের উদ্দেশে এই কথা বলেছিলেন, *"...হে ইস্রায়েলীয় লোকেরা, এই ব্যক্তির বিষয়ে কেন আশ্চর্য জ্ঞান করিতেছ? অথবা আমরাই যে নিজ শক্তি বা ভক্তিগুণে ইহাকে চলিবার শক্তি দিয়াছি, ইহা মনে করিয়া কেনই বা আমাদের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছ?"* (প্রেরিত ৩:১২)। তারপর তারা লোকেদের সেই জীবিত ঈশ্বরের দিকে এবং তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের দিকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

যোহন ৫:৪১

৪১ আমি মনুষ্যদের হইতে গৌরব গ্রহণ করি না!

আমাদের ঈশ্বরের সান্নিধ্যে একটি স্থানে আসতে হবে, যেখানে আমরা মানুষদের থেকে গৌরব অন্বেষণ করব না। আমাদের হৃদয়ে যেন মানুষের থেকে গৌরব পাওয়ার কোন আকাঙ্ক্ষা না থাকে। এটি আমাদের একটি প্রকৃত ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারী তৈরি করবে।

যোহন ৮:৫৪ক

৫৪ যীশু উত্তর করিলেন, আমি যদি আপনাকে গৌরবান্বিত করি, তবে আমার গৌরব কিছুই নয়...

গৌরব যা আমরা নিজেদের দিয়ে থাকি সেটা প্রকৃত গৌরব নয় এবং তার কোন মূল্য নেই।

যোহন ৫:৪৪

৪৪ তোমরা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পার? তোমরা ত পরস্পরের নিকটে গৌরব গ্রহণ করিতেছ, এবং একমাত্র ঈশ্বরের নিকট হইতে যে গৌরব আইসে, তাহার চেষ্টা কর না।

ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারী হিসাবে আমাদের এমন একটি স্থানে আসতে হবে, যেখানে আমরা কোন মানুষের থেকে গৌরব অন্বেষণ করব না, কিন্তু শুধুমাত্র ঈশ্বরের থেকে গৌরব পাওয়ার চেষ্টা করি। যখন আমরা শুধু স্বর্গের প্রশংসা পাওয়ার জন্য জীবন যাপন করি, এবং মানুষের প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা করি না, তখনই আমরা প্রকৃত ভাবে ঈশ্বরের গৌরব অন্বেষণ করে থাকি।

ফরীশীরা এবং ভণ্ডরা, যারা তাদের কাজ মানুষদের দেখানোর জন্য করত, তারা পুরষ্কার হিসাবে মানুষের প্রশংসাই লাভ করত। যীশু এই ধরণের উদ্দেশের বিরুদ্ধে আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন, এবং আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন যে আমরা যেন ঈশ্বরের থেকে পুরষ্কার পাওয়ার জন্য মনোনয়ন করি (মথি ৬:১-৬; মথি ২৩:৫)।

যোহন ১২:৪২,৪৩

৪২ তথাপি অধ্যক্ষদের মধ্যেও অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিল; কিন্তু ফরীশীদের ভয়ে স্বীকার করিল না, পাছে সমাজচ্যুত হয়; ৪৩ কেননা ঈশ্বরের কাছে গৌরব অপেক্ষা তাহারা বরং মনুষ্যদের কাছে গৌরব অধিক ভাল বাসিত।

আমাদের হৃদয় প্রকৃত ভাবে ঈশ্বরের প্রশংসা আকাঙ্ক্ষা করে অথবা মানুষের প্রশংসা আকাঙ্ক্ষা করে, সেটার প্রকৃত পরীক্ষা তখন হয়, যখন আমরা মানুষের স্বীকৃতিলাভ হারানোর ঝুঁকি নিই এবং পরিবর্তে অনেক প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হই। সেই পরিস্থিতিতে আমরা কি তবুও 'ঈশ্বরের প্রশংসা' বেছে নেব, অথবা 'মানুষের প্রশংসা' বেছে নেব?

গালাতীয় ১:১০

১০ আমি কি এখন মানুষকে লওয়াইতেছি না ঈশ্বরকে? অথবা আমি কি মানুষকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছি? যদি এখনও মানুষকে সন্তুষ্ট করিতাম, তবে খ্রীষ্টের দাস হইতাম না।

আপনি একজন ঈশ্বরের দাস হতে পারবেন না যদি আপনি মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চান।

১ থিষলনীকীয় ২:৪-৬ক

৪ কিন্তু ঈশ্বর যেমন আমাদিগকে পরীক্ষাসিদ্ধ করিয়া আমাদের উপরে সুসমাচারের ভার রাখিয়াছেন, তেমনি কথা কহিতেছি; মনুষ্যকে সন্তুষ্ট করিব বলিয়া নয়, কিন্তু ঈশ্বর, যিনি আমাদের অন্তঃকরণ পরীক্ষা করেন, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব বলিয়াই কহিতেছি। ৫ কারণ, তোমরা জান, আমরা কখনও চাটুবাদে কিম্বা লোভের জন্য ছলে লিপ্ত হই নাই, ঈশ্বর ইহার সাক্ষী; ৬ আর মনুষ্যদের হইতে সম্মান পাইতে চেষ্টা করি নাই, তোমাদের হইতেও নয়,

যখন আমরা প্রচার করি/শিক্ষা দিই/পরিচর্যা করি, আমাদের হৃদয়ের উদ্দেশ্য যেন ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা হয়, মানুষকে নয়। আমরা যা কিছু করি, তা যদি এমন ভাবে প্রস্তুত করা হয় যে আমরা মানুষের থেকে গৌরব পেতে চাই, তাহলে আমাদের হৃদয়ের উদ্দেশ্য সরল ও পবিত্র নয়।

গীতসংহিতা ১১৫:১

১ হে সদাপ্রভু, আমাদিগকে নয়, আমাদিগকে নয়, কিন্তু তোমারই নাম গৌরবান্বিত কর, তোমার দয়ার অনুরোধে, তোমার সত্যের অনুরোধে।

এটি একটি প্রার্থনা যেটা আমরা প্রায়ই করতে পারি, যেটা আমাদের হৃদয়কে সরল রাখতে এবং সঠিক দিকে পরিচালনা করতে সাহায্য করবে।

এই পৃথিবীতে আমাদের কর্তৃত্ব নির্ভর করছে রাজার অধীনে আমাদের সমর্পণের উপর

যাকোব ৪:৭

৭ অতএব তোমরা ঈশ্বরের বশীভূত হও, কিন্তু দিয়াবলের শয়তানের প্রতিরোধ কর, তাহাতে সে তোমাদের হইতে পলায়ন করিবে।

এই পৃথিবীতে আমাদের কর্তৃত্ব ততক্ষণ কার্যকারী থাকবে, যতক্ষণ আমরা রাজার অধীনে সমর্পিত থাকব। আমাদের প্রথমে নিজেদের ঈশ্বরের অধীনে বশীভূত হতে হবে, তারপর শয়তানের প্রতিরোধ করতে হবে।

উদ্যানে দুটি গাছ ছিল। একটি গাছের ফল খাওয়ার দ্বারা, মানুষকে একটি দীর্ঘ জীবনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, এবং আরেকটি গাছের ফল না খাওয়ার দ্বারা, মানুষকে এই পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। যে দিন তারা সেই গাছের ফল খেয়েছিল, যে গাছের ফল তাদের খাওয়া উচিৎ ছিল না, পৃথিবীর উপর থেকে তারা তাদের আধিপত্য হারাল। তারা জীবন বৃক্ষের প্রতিও অধিকার হারাল।

ঈশ্বরের অধীনে আমাদের বাধ্যতা এবং বশ্যতাই হল রাজ্যের কর্তৃত্ব পাওয়ার চাবিকাঠি।

আত্মিক কর্তৃত্ব খুব সহজ বিষয়, আমার অন্তরে তাঁর আধিপত্য নির্ধারণ করে আমার মধ্যে দিয়ে তাঁর কর্তৃত্ব।

যতটা তিনি আমার মধ্যে দিয়ে রাজত্ব করবেন, ততটাই তিনি আমাদের মধ্যে দিয়ে আধিপত্য বিস্তার করবেন।

যখন আপনি কোন কর্তৃত্বের অধীনে থাকেন, আপনি সেই কর্তৃত্ব বিস্তার করতে পারেন, যার অধীনে আপনি আছেন।

আমরা যেন মনুষ্যে শ্লাঘা না করি

১ করিন্থীয় ১:১১-১৩

১১ কেননা, হে আমার ভ্রাতৃগণ, আমি ক্লোয়ীর পরিজনের দ্বারা তোমাদের বিষয়ে সংবাদ পাইয়াছি যে, তোমাদের মধ্যে বিবাদ আছে। ১২ আমি এই কথা বলিতেছি যে, তোমরা প্রতিজন বলিয়া থাক, আমি পৌলের, আর আমি আপল্লোর, আর আমি কৈফার, আর আমি খ্রীষ্টের। ১৩ খ্রীষ্ট কি বিভক্ত হইয়াছেন? পৌল কি তোমাদের নিমিত্ত ক্রুশে হত হইয়াছে? অথবা পৌলের নামে কি তোমরা বাপ্তাইজিত হইয়াছ?

১ করিন্থীয় ৩:২১

২১ অতএব কেহ মনুষ্যদের শ্লাঘা না করুক। কেননা সকলই তোমাদের;

১ করিন্থীয় ৪:৬

৬ হে ভ্রাতৃগণ, আমি আপনার ও আপল্লোর উদাহরণ দিয়া তোমাদের নিমিত্তে এই সকল কথা কহিলাম; যেন আমাদের দ্বারা তোমরা এই শিক্ষা পাও যে, যাহা লিখিত আছে, তাহা অতিক্রম করিতে নাই, তোমরা কেহ যেন একজনের পক্ষে অন্য জনের বিপক্ষে গর্ব না কর।

আমাদের অবশ্যই খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মান করতে হবে ও মর্যাদা দিতে হবে, কিন্তু আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যে আমরা যেন "কেহ যেন একজনের পক্ষে অন্য জনের বিপক্ষে গর্ব না করি"।

যখন আমরা কোন মানুষকে, অথবা কোন ব্যক্তিকে তার যথাযথ মর্যাদার ঊর্ধ্বে উচ্চকৃত করি, তখন আমরা ঈশ্বরের রাজ্যে বিভেদ ও মতবিরোধ তৈরি করা শুরু করি। তখন আমরা রাজ্য নির্মাণকারী হিসাবে ভূমিকা পালন করি না, বরং রাজ্য বিভক্তকারী হিসাবে ভূমিকা পালন করি।

যখন আপনি নিজেকে উচ্চকৃত করেন – এটা ভেবে যে সমস্ত কিছু ঘটছে আপনার জন্য অথবা আপনার অবদানের কারণে, তাহলে আপনি মানুষের গৌরব করছেন।

যখন আপনি নিজেকে উচ্চকৃত করেন – এটা ভেবে যে আপনি অন্যদের তুলনায় বেশী আত্মিক, ঈশ্বরের প্রতি বেশী অনুভূতিশীল, বেশী প্রার্থনাশীল, বেশী অভিষিক্ত, তাহলে আপনি মানুষের গৌরব করছেন।

ঈশ্বরের প্রতি আমরা দায়বদ্ধ, যিনি সকল কিছু বিচার করবেন

১ করিন্থীয় ৪:৩-৫

৩ কিন্তু তোমাদের দ্বারা কিম্বা মানুষিক বিচার-দিনের সভা দ্বারা যে আমার বিচার হয়, ইহা আমার মতে অতি ক্ষুদ্র বিষয়; এমন কি, আমি আমার নিজেরও বিচার করি না। ৪ কারণ আমি আমার নিজের বিরুদ্ধে কিছু জানি না, তথাপি ইহাতে আমি নির্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি না; কিন্তু যিনি আমার বিচার করেন, তিনি প্রভু। ৫ অতএব তোমরা সময়ের পূর্বে, যে পর্যন্ত প্রভু না আইসেন, সেই পর্যন্ত কোন বিচার করিও না; তিনিই অন্ধকারের গুপ্ত বিষয় সকল দীপ্তিতে আনিবেন, এবং হৃদয়সমূহের মন্ত্রণা সকল প্রকাশ করিবেন; আর তৎকালে প্রত্যেক জন ঈশ্বর হইতে আপন আপন প্রশংসা পাইবে।

২ করিন্থীয় ৫:৯-১১

৯ আর এই কারণ আমরা লক্ষ্য রাখিতেছি, নিবাসে থাকি, কিম্বা প্রবাসী হই, যেন তাঁহারই প্রীতির পাত্র হই। ১০ কারণ আমাদের সকলকেই খ্রীষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইতে হইবে, যেন সৎকার্য হউক, কি অসৎকার্য হউক, প্রত্যেক জন আপনার কৃত কার্য অনুসারে দেহ দ্বারা উপার্জিত ফল পায়। ১১ অতএব প্রভুর ভয় কি, তাহা জানাতে আমরা মনুষ্যদিগকে বুঝাইয়া লওয়াইতেছি, কিন্তু ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ রহিয়াছি; আর আমি প্রত্যাশা করি যে, আমরা তোমাদের বিবেকেরও প্রত্যক্ষ রহিয়াছি।

ঈশ্বর যাদের আমাদের চারিপাশে রেখেছেন, তাদের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে ঈশ্বরের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। অবশেষে, আমরা প্রভুর কাছে দায়বদ্ধ, যিনি সকল কিছু বিচার করবেন।

দায়বদ্ধতা, সহজ ভাবেঃ

(১) ঈশ্বরের প্রতি সৎ থাকা

(২) আমাদের নিজেদের প্রতি সৎ থাকা

(৩) আমাদের পরিবারের প্রতি সৎ থাকা

(৪) যাদের আমরা সেবা করি, তাদের প্রতি সৎ থাকা

(৫) যারা আমাদের জীবনের উপর দেখাশুনা করে, তাদের প্রতি সৎ থাকা

আমরা যদি প্রথম দুটিতে ব্যর্থ হই, তাহলে সম্ভাবনা বেশী যে আমরা পরের তিনটেতেও ব্যর্থ হতে দ্বিধাবোধ করব না।

আমাদের বিচার করা হবে, আমরা কী সাধন করেছি তা দিয়ে নয়, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ও সঙ্কল্প দ্বারা আমরা বিচারিত হব (১ করিন্থীয় ৪:৫)।

আমাদের মহান কাজ অনুযায়ী আমাদের বিচার করা হবে না, কিন্তু পিতার ইচ্ছার প্রতি আমাদের বাধ্যতার দ্বারাই আমরা বিচারিত হব (মথি ৭:২১-২৩)।

আমাদের আহ্বান ও বরদান অনুযায়ী আমাদের বিচার করা হবে না, কিন্তু বিশ্বস্ততার দ্বারা, যা দিয়ে আমরা আমাদের আহ্বানে এগিয়ে চলেছি (মথি ২৫:২১)।

প্রকাশিত বাক্য ৩:১,২

১ আর সার্দিস্থ মণ্ডলীর দূতকে লিখ-যিনি ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা এবং সপ্ত তারা ধারণ করেন, তিনি এই কথা কহেন; আমি জানি তোমার কার্য সকল; তোমার জীবন নামমাত্র; তুমি মৃত। ২ জাগ্রত হও, এবং অবশিষ্ট যে সকল বিষয় মৃতকল্প হইল, তাহা সুস্থির কর; কেননা আমি তোমার কোন কার্য আমার ঈশ্বরের সাক্ষাতে সিদ্ধ দেখি নাই।

এটি সম্ভব যে মানুষদের মধ্যে আমরা "জীবিত" বলে খ্যাতি লাভ করতে পারি কিন্তু ঈশ্বরের কাছে আমরা "মৃত" বলে চিহ্নিত হতে পারি।

এটি সম্ভব যে মানুষদের মধ্যে আমরা 'অভিষিক্ত' বলে গণিত হতে পারি, কিন্তু ঈশ্বর হয়তো আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হতে পারেন।

আমাদের আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিৎ যে আমাদের কাজ ও পরিচর্যা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সিদ্ধ বলে গণিত হোক।

একজন রাজ্য নির্মাণকারীর হৃদয় গঠন করুন

একজন ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারীর হৃদয় এমন একটি হৃদয় যেটা সম্পূর্ণ ভাবে খ্রীষ্ট, যিনি রাজা, তাঁর অধীনে সমর্পিত।

একজন ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারীর হৃদয় এমন একটি হৃদয় যেটা মানুষের থেকে সম্মান ও গৌরবের গ্রহণ করে না।

একজন ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারীর হৃদয় এমন একটি হৃদয় যেটা মানুষের গৌরব করে না।

একজন ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারীর হৃদয় এমন একটি হৃদয় যেটা তার উদ্দেশে সরল ও পবিত্র।

প্রার্থনা করুন ঈশ্বর যেন আপনার মধ্যে একজন রাজ্য নির্মাণকারীর হৃদয় তৈরি করেন। এখানে থেকেই সকল প্রকার ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারীর কাজ শুরু হয়। "প্রভু, আমাকে একটি ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারীর হৃদয় দাও"।

ব্যক্তিগত প্রয়োগ

প্রশ্ন ১ – ঈশ্বরের রাজ্য গঠনের কাজে, খুব সহজেই আমরা গঠনের কাজে নিমগ্ন হয়ে যেতে পারি এবং রাজার সাথে আমাদের সম্পর্ককে অনবরত ঘনিষ্ট করতে ভুলে যেতে পারি। কী কী বিষয় আপনি প্রতিদিন করেন যেটা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে আপনার সম্পর্কটিকে অনবরত ঘনিষ্ট করে তোলে?

প্রশ্ন ২ – যখন আমরা শুধু ঈশ্বরের গৌরব করার জন্য অন্বেষণ করি, তখনই আমাদের হৃদয় সরল থাকে ও আমাদের মধ্যে কোন অধার্মিকতা পাওয়া যায় না। সকল আন্তরিকতার সাথে, আপনি যে পরিচর্যা কাজ করেন, আপনি কি শুধুই ঈশ্বরের গৌরবের জন্য অন্বেষণ করেন? আপনি কি দুঃখিত হন যখন আপনাকে অথবা আপনার কাজকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না, অথবা প্রশংসা করা হয় না, অথবা চিহ্নিত করা হয় না?

প্রশ্ন ৩ – কোন নির্দিষ্ট পরিচর্যা অথবা কোন পরিচর্যাকারীর সাথে সংযুক্ত থাকা থেকে আপনি আপনার পরিচয় নির্ধারণ করেন, বিশেষ করে যখন আপনি অন্যান্য ঈশ্বরের পরিচারকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন? আপনি কি এটাকে একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে গর্ব করার বিষয় বলে মনে করবেন?

একজন ঈশ্বরের দাসের জীবনে আত্মকেন্দ্রিকতা, অভিলাষ, অহংকার এবং ঈর্ষা সম্বন্ধে আরও অধ্যয়ন করতে গেলে, অনুগ্রহ করে APC প্রকাশনের বিনামূল্যে "Laying the Axe to the Root" নামক পুস্তকটি পাঠ করুন।

All Hail the Power of Jesus' Name!

Written by: Edward Perronet

All hail the power of Jesus' Name!
Let angels prostrate fall;
Bring forth the royal diadem,
And crown Him Lord of all!

Ye chosen seed of Israel's race,
Ye ransomed from the fall,
Hail Him Who saves you by His grace,
And crown Him Lord of all!

Sinners, whose love can ne'er forget
the wormwood and the gall,
go spread your trophies at His feet,
and crown Him Lord of all.

Let every kindred, every tribe,
On this terrestrial ball,
To Him all majesty ascribe,
And crown Him Lord of all!

Crown Him, ye martyrs of your God,
who from His altar call;
extol the Stem of Jesse's Rod,
And crown Him Lord of all.

Oh, that with yonder sacred throng
We at His feet may fall!
We'll join the everlasting song,
And crown Him Lord of all!

অধ্যায় তিনঃ

পবিত্র আত্মা—আমাদের পরিচালক

আর আত্মা আমাকে সন্দেহ না করিয়া তাহাদের সহিত যাইতে বলিলেন...
(প্রেরিত ১১:১২)

৩

পবিত্র আত্মা—আমাদের পরিচালক

ঈশ্বরের রাজ্য গঠন করাতে, এটি একেবারে অপরিহার্য যে আমরা পবিত্র আত্মার নির্দেশ ও পরিচালনার অধীনে নিজেদের সমর্পণ করি। বাস্তবে, খ্রীষ্টিয় জীবন যাপন করাতে, আমাদের সমস্ত কিছু কাজে ও হওয়াতে, আমাদের অবশ্যই পবিত্র আত্মার পরিচালনাকে অনুসরণ করতে হবে। আমাদের পেশা অথবা কাজ যাই হোক, আমরা যেন অবশ্যই ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা পরিচালিত হই।

যারা ঈশ্বর পিতার ইচ্ছা সাধন করে—তারা অনন্তকালে পুরস্কৃত

শুধুমাত্র যারা পিতার ইচ্ছা সাধন করে এবং তাদের নিজেদের ইচ্ছা নয়, তারাই অনন্তকালে পুরস্কৃত হবে।

মথি ৭:২১-২৩

২১ যাহারা আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলে, তাহারা সকলেই যে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে, এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পারিবে। ২২ সেই দিন অনেকে আমাকে বলিবে, হে প্রভু, হে প্রভু, আপনার নামেই আমরা কি ভাববাণী বলি নাই? আপনার নামেই কি ভূত ছাড়াই নাই? আপনার নামেই কি অনেক পরাক্রম-কার্য করি নাই? ২৩ তখন আমি তাহাদিগকে স্পষ্টই বলিব, আমি কখনও তোমাদিগকে জানি নাই; হে অধর্মাচারীরা, আমার নিকট হইতে দূর হও।

একজন ব্যক্তি "তাঁর নামেতে" অনেক আশ্চর্য কাজ করতে পারে কিন্তু তবুও তাঁর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিহীন অবস্থায়ে থাকতে পারে।

একজন ব্যক্তি "তাঁর নামেতে" অনেক আশ্চর্য কাজ করতে পারে, কিন্তু তবুও তাকে একজন অধর্মচারী বলা যেতে পারে।

যে কোনো বিষয় যা ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় এবং যা তাঁর সাথে সম্পর্ক থেকে জন্ম নেয়নি, এমনকি সেটা যদি "তাঁর নামেতে" করা হয়ে থাকে, সেটাকে অধর্মচারী বলা হয়ে থাকে।

একজন ব্যক্তি "তাঁর নামেতে" অনেক আশ্চর্য কাজ করতে পারে, কিন্তু তবুও সে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে ব্যর্থ হতে পারে।

প্রায়ই আমরা বিভিন্ন প্রোজেক্ট, প্রোগ্রাম, পরিচর্যা কাজ করে থাকি এবং তারপর সেটার সাথে প্রভুর নাম জুড়ে দিই, এবং আশা করি যে বিষয়টি ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিণত হয়ে যাবে।

আমাদের অগ্রাধিকার যেন তাঁকে জানা হয়, তাঁর ইচ্ছাকে জানা হয়, ধার্মিকতা অভ্যাস করা হয় এবং তারপর সেই পরাক্রমের কাজগুলি করা, যা তিনি আমাদের তাঁর নামে করতে আহ্বান করেছেন।

যখন আমরা একটি গাছকে উত্তম করি, তখন তার ফলগুলিও উত্তম হবে।

পৃথিবীতে পবিত্র আত্মা আমাদের কাছে পিতার ইচ্ছা প্রকাশ করেন

যোহন ১৬:১৩-১৫

১৩ পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। ১৪ তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন; কেননা যাহা আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন। ১৫ পিতার যাহা যাহা আছে, সকলই আমার; এই জন্য বলিলাম, যাহা আমার, তিনি তাহাই লইয়া থাকেন, ও তোমাদিগকে জানাইবেন।

পবিত্র আত্মা আমাদের কাছে সেই বিষয়গুলি বলেন যা প্রভু যীশু বলছেন। পিতা তা যীশুর কাছে প্রকাশ করেন এবং আত্মা তা আমাদের হৃদয়ে কথা বলেন।

পবিত্র আত্মা আমাদের কাছে বিষয়গুলি সময়ের আগেই প্রকাশ করেন। অনেক বিষয় হতে পারে যা তিনি আমাদের হৃদয়ে ভবিষ্যতের উদ্দেশে বলেন। তিনি চান আমরা যেন তাঁর বাক্যগুলি আমাদের আত্মায়ে বহন করি, এবং ধৈর্য পূর্বক সেই কাজের জন্য প্রস্তুতি নিই যা তিনি আমাদের বলেছেন।

পবিত্র আত্মা সর্বসময়ে যীশুকে গৌরবান্বিত করেন। যে বাক্য আত্মা বলেন তা প্রভু যীশুকে মহিমান্বিত করে ও উচ্চকৃত করে। আমি যদি বিশ্বাস করি যে আমি ঈশ্বরের আত্মার কাছ থেকে শুনেছি, প্রভু আমাকে দিয়ে কী করাতে চান, সেই বিষয়ে, কিন্তু সেই কাজ যদি আমাকে উচ্চকৃত করে এবং আমাকে তুলে ধরে, তাহলে আমি নিশ্চিত হতে পারি যে আমি ঈশ্বরের আত্মার কাছ থেকে কিছু শ্রবণ করিনি।

রোমীয় ৮:১৪

১৪ কেননা যত লোক ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তাহারাই ঈশ্বরের পুত্র।

ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যা হিসাবে, ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার সৌভাগ্য আমাদের আছে।

সুতরাং, আমরা ঈশ্বরের মন ও হৃদয়কে জানতে পারি। আমরা পিতার ইচ্ছা জানতে পারি, যেমন পবিত্র আত্মা আমাদের কাছে প্রকাশ করেন।

যা মাংস থেকে জাত, তা মাংসই এবং যা আত্মা দ্বারা জাত, তা আত্মাই

যোহন ৩:৬

৬ মাংস হইতে যাহা জাত, তাহা মাংসই; আর আত্মা হইতে যাহা জাত, তাহা আত্মাই।

যা মাংস থেকে জাত তা কোন আত্মিক বিষয়ে 'রূপান্তরিত' করা যেতে পারে না।

প্রায়ই, আমরা আমাদের মাংসের ক্ষমতায় বিষয়সকল সাধন করে থাকি এবং আশা করি যে কোন একদিন সেই কাজগুলি আত্মার কাজে পরিণত হবে। এটা হতে পারে না।

যাত্রাপুস্তক ৩০:২২-৩৩

২২ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২৩ তুমি আপনার নিকটে উত্তম উত্তম সুগন্ধি দ্রব্য, অর্থাৎ পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে পাঁচ শত শেকল নির্মল গন্ধরস, তাহার অর্ধ অর্থাৎ আড়াই শত শেকল সুগন্ধি দারুচিনি, আড়াই শত শেকল সুগন্ধি বচ, ২৪ পাঁচ শত শেকল সুক্ষ্ম দারুচিনি ও এক হিন জলপাইয়ের তৈল লইবে। ২৫ এই সকলের দ্বারা তুমি অভিষেকার্থ পবিত্র তৈল গন্ধবণিকের প্রক্রিয়া মতে কৃত তৈল, প্রস্তুত করিবে, তাহা অভিষেকার্থ পবিত্র তৈল হইবে। ২৬ আর তদ্দ্বারা তুমি সমাগম-তাম্বু, সাক্ষ্য-সিন্দুক, ২৭ মেজ ও তাহার সকল পাত্র, দীপবৃক্ষ ও তাহার সকল পাত্র, ২৮ ধূপবেদি, হোমবেদি ও তাহার সকল পাত্র, এবং প্রক্ষালন-পাত্র ও তাহার খুরা অভিষেক করিবে। ২৯ আর এই সকল বস্তু পবিত্র করিবে, তাহাতে তাহা অতি পবিত্র হইবে; যে কেহ তাহা স্পর্শ করে, তাহার পবিত্র হওয়া চাই। ৩০ আর তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে আমার যাজন কর্ম করণার্থে অভিষেক করিয়া পবিত্র করিবে। ৩১ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বলিবে, তোমাদের পুরুষানুক্রমে আমার নিমিত্তে তাহা পবিত্র অভিষেকার্থ তৈল হইবে। ৩২ মনুষ্যের গাত্রে তাহা ঢালা যাইবে না; এবং তোমরা তাহার দ্রব্যের পরিমাণানুসারে তৎসদৃশ আর কোন তৈল প্রস্তুত করিবে না; তাহা পবিত্র, তোমাদের পক্ষে পবিত্র হইবে। ৩৩ যে কেহ তাহার মত তৈল প্রস্তুত করে, ও যে কেহ পরের গাত্রে তাহার কিঞ্চিৎ দেয়, সে আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

পুরাতন নিয়মের পবিত্র অভিষেক করার তেল একটি "প্রতীক ও ছায়া" নতুন নিয়মের পবিত্র আত্মার অভিষেকের।

পবিত্র আত্মার অভিষেকের পুরাতন নিয়মের "প্রতীক ও ছায়া" থেকে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ পাঠ শিখিঃ

- যা কিছু ঈশ্বরের সেবায় ব্যবহার করা হয় তা যেন অবশ্যই ঈশ্বরের দ্বারা অভিষিক্ত করা হয় (পদ ২৬–২৮)
- যা কিছু ঈশ্বরের দ্বারা অভিষিক্ত করা হয় তা ঈশ্বরের জন্য পৃথকীকৃত করা হয় (পদ ২৯,৩০)
- যা মাংস থেকে জাত তা ঈশ্বর অভিষেক করবেন না (পদ ৩২)

ঈশ্বর এই অভিষেকের কোন প্রকার নকল করা সহ্য করবেন না (পদ ৩২)
যা মাংস থেকে জাত, সেখানে জীবন ও ঈশ্বরের উপস্থিতি নেই (পদ ৩৩)

যা মাংস থেকে জাত তা ঈশ্বর অভিষেক করতে পারেন না। যা মাংস থেকে জাত সেটা ঈশ্বরের প্রকৃত কাজের একটি নকল মাত্র। সেটাকে জীবন থেকে, ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে এবং অভিষেক থেকে "কেটে" ফেলা হবে।

মাংস থেকে যা জাত, তা আত্মায়ে জাত বিষয়ের প্রতিরোধ করে

গালাতীয় ৪:২৯

[২৯] কিন্তু মাংস অনুসারে জাত ব্যক্তি যেমন তৎকালে আত্মানুসারে জাতকে তাড়না করিত, তেমনি এখনও হইতেছে।

যে বিষয়গুলি আমরা মাংস থেকে জন্ম দিই, সেইগুলিই আত্মায়ে জাত বিষয়গুলির প্রতিরোধ করবে ও ধ্বংস করার চেষ্টা করবে।

প্রায়ই, সবচেয়ে বৃহৎ যে লড়াইয়ের আমরা সম্মুখীন হই, সেইগুলি আমাদের সক্রর তৈরি বিষয় নয়, কিন্তু সেই বিষয়গুলি যা আমরা আমাদের মাংসে জন্ম দিয়েছি।

গালাতীয় ৫:১৭

[১৭] কেননা মাংস আত্মার বিরুদ্ধে, এবং আত্মা মাংসের বিরুদ্ধে অভিলাষ করে; কারণ এই দুইয়ের একটি অন্যটির বিপরীত, তাই তোমরা যাহা ইচ্ছা কর, তাহা সাধন কর না।

যা মাংস থেকে জাত তা সবসময় আত্মায়ে জাত বিষয়ের প্রতিরোধ করবে। নকল বিষয়টি সবসময় আসলের বিরোধিতা করবে। মিথ্যা সবসময় সত্যের বিরোধিতা করবে। সুতরাং, আমরা যেন সতর্ক থাকি এবং মাংসের বিষয়গুলিকে জন্ম না দিই। এটা শুধু খ্রীষ্টিয় পরিচর্যার মধ্যেই সত্য নয়, কিন্তু জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে।

যা মাংস থেকে জাত তা কোন উপকার সাধন করে না

যোহন ৬:৬৩

৬৩ আত্মাই জীবনদায়ক, মাংস কিছু উপকারী নয়; আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা কহিয়াছি, তাহা আত্মা ও জীবন;

যা মাংস থেকে জাত তা মানুষদের কোন উপকার করবে না। এটার মধ্যে জীবন তৈরি করার কোন ক্ষমতা নেই।

যা মাংস থেকে জাত তা আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রতি আকর্ষণীয় হতে পারে। এটা আমাদের ইন্দ্রিয়কে সন্তুষ্ট করতে পারে। এটা আমাদের আবেগকে উত্তোলন করতে পারে এবং লোকেদের ভালো বোধ করাতে পারে। কিন্তু প্রকৃত জীবন, শক্তি এবং পরিবর্তন শুধুমাত্র আত্মার উপস্থিতি ও শক্তি দ্বারা আসে।

আমাদের সূক্ষ্ম বিবেচনা করার ক্ষমতা প্রয়োজন যে কোনটা মাংস থেকে জাত এবং কোনটা আত্মা থেকে জাত। অনেক খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীরা একটি 'ভালো অনুভূতি' দ্বারাই সন্তুষ্ট হয়ে থাকে যেখানে মাংসিক পরিচর্যা তাদের ইন্দ্রিয়কে এবং আবেগকে প্রশ্রয় দেয় এবং সেখানে খ্রীষ্টের মতো হওয়ার সম্বন্ধে কোন প্রকৃত আহ্বানই থাকে না।

গীতসংহিতা ১২৭:১

১ যদি সদাপ্রভু গৃহ নির্মাণ না করেন, তবে নির্মাতারা বৃথাই পরিশ্রম করে; যদি সদাপ্রভু নগর রক্ষা না করেন, রক্ষক বৃথাই জাগরণ করে।

যদি সদাপ্রভু নির্মাণ না করেন, তাহলে যা কিছু আমি নির্মাণ করি তা বৃথা। সেটা মহান দেখতে লাগতে পারে অথবা মানুষের প্রশংসাও লাভ করতে পারে। কিন্তু, এই ধরণের গৃহকে নির্মাণকে পৌল বলেছেন "কাষ্ঠ, খড়, নাড়া" র কাজ। এইগুলি আগুনের মধ্যে দিয়ে টিকে থাকতে পারবে না (১ করিন্থীয় ৩:১২,১৩)।

একজন ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারী হিসাবে, আমার একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা হবে পিতার ইচ্ছা পালন করা – শুধুমাত্র আত্মার বিষয়গুলিকে জন্ম দেওয়া।

আত্মায় গমনাগমন করুন, তাহলে মাংসের বিষয়কে জন্ম দেবেন না

গালাতীয় ৫:১৬

১৬ কিন্তু আমি বলি, তোমরা আত্মার বশে চল, তাহা হইলে মাংসের অভিলাষ পূর্ণ করিবে না।

আত্মায়ে গমনাগমন করা হল এমন একটি জীবন যাপন করা যা পবিত্র আত্মার প্রতি সমর্পিত এবং অনুভবনশীল। এই ভাবেই আমাদের জীবন যাপন করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। ঈশ্বরের আত্মার প্রতি সমর্পিত জীবন যাপন করলেই আমরা নিশ্চিত ভাবে মাংসের বিষয়কে জন্ম দেব না।

আত্মায়ে গমনাগমন করা একটি প্রতিদিনের, প্রতি মুহূর্তের সিদ্ধান্ত যা আমরা নিয়ে থাকি, যাতে আমরা আত্মার বশে চলি এবং মাংসের আদেশগুলির প্রতি সমর্পিত না হই। কোন কোন সময়ে এই বিষয়টি প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হয়ে থাকে, যখন আমরা নিজেদের আত্মার নদীতে সহজে বয়ে যেতে দেখি। এমনও সময়ে আসে, যখন আমাদের মাংসের রব চিৎকার করে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায়। এই সময়গুলিতেই আমরা যেন আত্মা থেকে শক্তি লাভ করি, যাতে মাংসের রবকে বন্ধ করতে পারি ("ক্রুশারোপিত") এবং ঈশ্বরের আত্মার অনুসরণ করার একটি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিই।

সমর্পণতায় এবং ভগ্নতায় গমনাগমন করুন

আমাদের যারা "নিজেদের গঠন" করেছি, খুব দক্ষতাপূর্ণ, নিজেদের মধ্যে খুব যোগ্য, তারাই মাংসের বিষয়গুলিকে জন্ম দেওয়াতে বেশী প্রবন, পবিত্র আত্মার উপর নির্ভর করার চেয়ে। সুতরাং, এটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা সমর্পণতার ও ভগ্নতার অবস্থায়ে থাকি।

সমর্পিত হওয়া একটি নির্ণয়। সমর্পিত হওয়া অর্থাৎ বশ্যতাস্বীকার করা। ইচ্ছুক ভাবে পবিত্র আত্মার কথা শোনা ও সমর্পিত হওয়ার সিদ্ধান্ত আমরা নিই। আমরা সাবধান থাকি যে কোন ভাবেই আমরা যেন পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত অথবা নিবারণ না করি। বাস্তবে, এই ভাবেই আমরা জীবন যাপন করার জন্য আকাঙ্ক্ষা করি।

ভগ্নতা একটি নির্ণয়। ভগ্নতা হল প্রভুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা। যদিও আমরা প্রতিভাশালী হতে পারি, তবুও আমরা নিজেদের এটা চিহ্নিত করার নির্ণয় নিই যে আমরা মাটির পাত্র, এবং আমাদের মধ্যে শুধু ঈশ্বরের অভিষেক ফল উৎপাদন করবে। সুতরাং, আমরা আমাদের দক্ষতার উপর নির্ভর করাতে থেকে দূরে থাকি এবং এর পরিবর্তে আমরা শুধুমাত্র ঈশ্বরের শক্তির উপর নির্ভর করি, যা আমাদের মধ্যে কার্যকারী। একমাত্র এইভাবে আমরা পরিচর্যা করার জন্য নির্ণয় নিতে পারি।

দুটি পরিক্ষামূলক প্রশ্নঃ আমাকে কী অনুপ্রেরণা দেয়? কে মহিমান্বিত হন?

আমরা কীভাবে বলতে পারি যে আমরা যা করছি, তা মাংস থেকে জাত অথবা আত্মা থেকে জাত? একটা সহজ পরীক্ষা হল এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করা, "আমাকে কী অনুপ্রেরণা দেয়?" আমরা যা করছি সেটার অনুপ্রেরনা যদি ঘৃণা থেকে হয়, বিবাদ থেকে হয়, হিংসা থেকে, ক্রোধ থেকে, প্রতিযোগিতা, বিচ্ছিনতা, ঈর্ষা এবং এই প্রকারের বিষয় থেকে হয় (গালাতীয় ৫:১৯-২০), তাহলে আমরা মাংসের বিষয় জন্ম দিচ্ছি, আত্মার বিষয় নয়। আমরা যদি ধার্মিকতা, শান্তি, আনন্দ, পসস্পরকে গেঁথে তোলা এবং এই প্রকারের বিষয় থেকে অনুপ্রেরণা পাই (রোমীয় ১৪:১৭-১৯), তাহলে আমরা আত্মার বিষয়কে জন্ম দিচ্ছি।

আরেকটি সহজ পরীক্ষা হল এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করা, "কে মহিমান্বিত হচ্ছে?" যদি খ্রীষ্ট একা গৌরবান্বিত হন, মহিমান্বিত হন এবং উচ্চকৃত হন তাহলে আমরা আত্মার কাজকে জন্ম দিচ্ছি। যদি কোন প্রকার সংমিশ্রণ থাকে, কিছুটা যীশু এবং কিছুটা আমার পরিচর্যা, তাহলে বিষয়গুলি সন্দেহজনক হবে।

পবিত্র আত্মা প্রকাশ করেন 'কোথায়', 'কখন' এবং 'কীভাবে'

প্রেরিতের পুস্তকে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে পবিত্র আত্মা কাজগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিশ্বাসীরা তাঁর পরিচালনা অনুযায়ী কাজ করেছে। পবিত্র আত্মা প্রকাশ করতেন কোথায়, কখন এবং কীভাবে এবং বিশ্বাসীরা তাঁর নির্দেশনার অনুযায়ী অগ্রসর হত।

প্রেরিত ৮:২৯

[২৯] তখন আত্মা ফিলিপকে কহিলেন, নিকটে যাও, ঐ রথের সঙ্গ ধর।

ইথিওপীয় নপুংসকের সাথে ফিলিপের দেখা হওয়ার পবিত্র আত্মার পরিচালনা খুবই কৌশলগত ছিল। ইথিওপীয় এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিলেন যেখানে ফিলিপ তার প্রতি পরিচর্যা করতে পেরেছিলেন এবং তাকে যীশু খ্রীষ্টের দিকে পরিচালনা করতে পেরেছিলেন।

প্রেরিত ১০:১৯,২০

[১৯] পিতর সেই দর্শনের বিষয়ে ভাবিতেছেন, এমন সময়ে আত্মা কহিলেন, দেখ, তিন জন লোক তোমার অন্বেষণ করিতেছে। [২০] কিন্তু তুমি উঠিয়া নিচে যাও, তাহাদের সহিত গমন কর, কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না, কারণ আমিই তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছি।

প্রেরিত ১১:১২

[১২] আর আত্মা আমাকে সন্দেহ না করিয়া তাহাদের সহিত যাইতে বলিলেন। আর এই ছয় জন ভ্রাতাও আমার সহিত গমন করিলেন। পরে আমরা সেই ব্যক্তির বাটীতে প্রবেশ করিলাম।

পবিত্র আত্মা পিতরকে বিনা সন্দেহে কর্ণীলিয়ের সাথে দেখা করতে বলেছিলেন। এটা পরজাতীয়দের কাছে সুসমাচার প্রচারের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

লক্ষ্য করুন, উভয় ফিলিপ ও পিতরের ক্ষেত্রে, পবিত্র আত্মা দীর্ঘ, বিস্তারিত, বর্ণনামূলক নির্দেশ দেন নি যে তাদের কী করতে হবে। তিনি এটাও তাদের কাছে প্রকাশ করেন নি যে কী হতে চলেছে – অথবা সেই কাজটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। ফিলিপের ক্ষেত্রে, সুসমাচার আফ্রিকায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। পিতরের ক্ষেত্রে, প্রথম বার সুসমাচার পরজাতীয়দের কাছে প্রচার করা হয়েছিল।ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধি বিস্তারের ক্ষেত্রে, উভয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবুও, পবিত্র আত্মার নির্দেশ খুব সংক্ষিপ্ত ও সরল ছিল। বড় বড় দরজা ছোট কব্জার উপর ঝুলে থাকে। মহান কাজ সাধন হয় যখন আত্মার সরল নির্দেশগুলি পালন করা হয়!

প্রেরিত ১৩:২-৪

২ তাঁহারা প্রভুর সেবা ও উপবাস করিতেছিলেন, এমন সময়ে পবিত্র আত্মা কহিলেন, আমি বার্ণবা ও শৌলকে যে কার্যে আহ্বান করিয়াছি, সেই কার্যের নিমিত্ত আমার জন্য এখন তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেও। ৩ তখন তাঁহারা উপবাস ও প্রার্থনা এবং তাঁহাদের উপরে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। ৪ এইরূপে তাঁহারা পবিত্র আত্মা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সিলূকিয়াতে গেলেন, এবং তথা হইতে জাহাজ খুলিয়া কুপ্রে গমন করিলেন।

পবিত্র আত্মা বার্ণবা এবং শৌলকে পরিচর্যায়ে আহ্বান করেছিলেন, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করে রেখেছিলেন। তারা "পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন!"

আমরা যেন পবিত্র আত্মাকে অনুমতি দিই যাতে তিনি তাঁর নিজের মতো করে আমাদের মণ্ডলী থেকে লোকেদের বিশেষ ও নির্দিষ্ট কাজের জন্য আহূত করেন। আমাদের মণ্ডলীর লোকেদের এমন একটি কাজের জন্য মুক্ত করতে লাগে যা আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীর পরিচর্যার বাইরে, তাহলে আমাদের তা করতে হবে, এবং তাদের আশীর্বাদ করে তাদের মুক্ত করতে হবে, যাতে লোকেরা সেই কাজ করতে পারে, যা আত্মা তাদের দ্বারা আকাঙ্ক্ষা করছেন।

প্রেরিত ১৬:৬-১০

৬ তাঁহারা ফরুগিয়া ও গালাতীয়া দেশ দিয়া গমন করিলেন, কেননা এশিয়া দেশে বাক্য প্রচার করিতে পবিত্র আত্মাকর্তৃক নিবারিত হইয়াছিলেন; ৭ আর মুশিয়া দেশের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা বিথুনিয়ায় যাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যীশুর আত্মা তাঁহাদিগকে যাইতে দিলেন না। ৮ তখন তাহারা মুশিয়া দেশ ছাড়িয়া ত্রোয়াতে চলিয়া গেলেন। ৯ আর রাত্রিকালে পৌল এক দর্শন পাইলেন; এক মাকিদনীয় পুরুষ দাঁড়াইয়া বিনতিপূর্বক তাঁহাকে বলিতেছে, পার হইয়া মাকিদনিয়াতে আসিয়া আমাদের উপকার করুন। ১০ তিনি সেই দর্শন পাইলে আমরা অবিলম্বে মাকিদনিয়া দেশে যাইতে চেষ্টা করিলাম, কারণ বুঝিলাম, তথাকার লোকদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিতে ঈশ্বর আমাদিগকে ডাকিয়াছেন।

প্রভু যীশু আমাদের মহান কার্যভার অর্পণ করেছেন যাতে আমরা সমুদয় জগতে যাই এবং সমস্ত মানুষের কাছে সুসমাচার প্রচার করি। তবুও, এখানে আমরা দেখি যে পবিত্র আত্মা পৌলকে এবং তার দলের সদস্যদের সেই নির্দিষ্ট সময়ে এশিয়া ও বিথুনিয়ায় গিয়ে সুসমাচার প্রচার করতে নিষেধ করেছিলেন। পরিবর্তে, তাদের মাকিদনিয়ায় যাওয়ার জন্য পরিচালনা করা হল।

পবিত্র আত্মা নির্দিষ্ট ভাবে জানেন কখন, কোথায় এবং কীভাবে আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের কাজ করব।

২ করিন্থীয় ১:১৫-১৭

১৫ আর এই দৃঢ় বিশ্বাস প্রযুক্ত আমার এই মানস ছিল যে, আমি অগ্রে তোমাদের কাছে যাইব, যেন তোমরা দ্বিতীয় বার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও; ১৬ আর আমি মাকিদনিয়ায় যাইবার পথে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করিতে ইচ্ছা করি, পরে মাকিদনিয়া হইতে আবার তোমাদের কাছে আসিব, আর তোমরা আমাকে যিহূদিয়ার পথে আগাইয়া দিয়া আসিবে। ১৭ ভাল, এইরূপ মানস করায় কি আমি চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছিলাম? অথবা আমি যে সকল মনস্থ করি, সেই সকল মনস্থ কি মাংসের মতে করিয়া থাকি যে, আমার কাছে হাঁ হাঁ ও না না হইবে?

আমাদের আত্মার দ্বারা পরিচালিত পরিকল্পনাকে অনুসরণ করতে হবে। এমনকি যে বিষয়গুলি আমরা পরিকল্পনা করি এবং অভিপ্রায় করি, সেইগুলি যেন পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়।

ঈশ্বরের রাজ্যের কাজ শুধু মানুষের বোধবুদ্ধি দিয়ে করা যাবে না। ঈশ্বরের রাজ্যের কাজের জন্য আত্মা দ্বারা পরিচালিত রাজকীয় চিন্তাভাবনার প্রয়োজন। এর জন্য সেই মন প্রয়োজন, যা ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা নুতনীকৃত হয়েছে। মন, যা ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ দিয়ে চিন্তাভাবনা করে এবং ঈশ্বরের চিন্তার সাথে সমানতা রাখে।

আত্মার মন্ত্রণা বিভিন্ন ভাবে আসে

রোমীয় ৮:১৬

১৬ আত্মা আপনিও আমাদের আত্মার সহিত সাক্ষ্য দিতেছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান।

আত্মার পরিচালনা কীভাবে শুনতে হয় তা আমাদের শিখতে হবে। পবিত্র আত্মা আমাদের সাথে বিভিন্ন ভাবে কথা বলেনঃ

- লিখিত বাক্যকে প্রাণবন্ত করে তোলেন
- অন্তরের মধ্যে একটি শান্ত সাক্ষ্য (প্রতীতি)
- আপনার আত্মায়ে এক ঝলক তথ্য
- অন্তরের মধ্যে জ্ঞান প্রকাশ

- ঈশ্বরের শান্তি অথবা অন্যান্য প্রতীতি/আপনার আত্মায়ে একটি অনুভূতি
- একটি ধারণা অথবা চিত্র যা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে
- ভাববাণীর দ্বারা
- স্বপ্ন ও দর্শনের দ্বারা
- বাহ্যিক প্রকাশের দ্বারা
- অন্যান্য ভাবে

পবিত্র আত্মার সাথে একটি অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ স্থাপন করা অপরিহার্য

২ করিন্থীয় ১৩:১৪

১৪ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, ও ঈশ্বরের প্রেম, এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের সহবর্তী হউক।

ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার সাথে একটি অনবরত সহভাগীতা, যোগাযোগে গমনাগমন করার জন্য আমাদের আহ্বান করা হয়েছে। পবিত্র আত্মার সাথে গমনাগমন করার একটি অংশ হল তাঁর সাথে একটি নির্বিঘ্ন যোগাযোগ স্থাপন করা। আমাদের অনবরত তাঁর সাথে যোগাযোগে থাকতে হবে, তাঁর কথা শুনতে হবে এবং তাঁর সাথে কথা বলতে হবে। এই ভাবে, আমরা জানতে পারব যখন তিনি কথা বলবেন এবং আমরা তাঁর নির্দেশনাকে হারাবো না।

প্রতিদিন প্রার্থনা ও ঈশ্বরের বাক্যের জন্য সময় নির্ধারণ করে রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটা আমাদের মনকে নুতনীকৃত করতে এবং প্রভুর সাথে আমাদের পুনর্যোজিত করতে সাহায্য করে।

অন্তরের শান্তিতে গমনাগমন করা আমাদের সুনিশ্চিত করে যে আমরা তাঁর প্রভাবে চলাফেরা করছি। আমাদের চারিপাশে অস্থিরতা থাকতে পারে, কিন্তু আমরা সুনিশ্চিত করতে পারব যে আমাদের অন্তরের শান্তি নির্বিঘ্ন থাকবে, বিশেষ করে যখন আমরা ঈশ্বরের শান্তিতে গমনাগমন করি, যা আমাদের চিন্তার অতীত। পবিত্র আত্মা একটি কপতের ন্যায়, তাদের উপর অবস্থিতি করে, যারা শান্তিতে গমনাগমন করে। শান্তিতে গমনাগমন করা হল শান্তির ঈশ্বরের সাথে গমনাগমন করা, যিনি শত্রুকে আমাদের পায়ের নিচে চূর্ণ করেন (রোমীয় ১৬:২০)।

আমাদের অবশ্যই হৃদয়ের, জীবনের এবং অভিপ্রায়ের সরলতা বজায় রাখতে হবে। আমাদের হৃদয়ের সরলতা ঈশ্বরের প্রকাশকে প্রভাবিত করে, কারণ যারা সরল অন্তঃকরণ রাখে তারাই ঈশ্বরকে "দেখতে" পাবে (মথি ৫:৮)। ঈশ্বরের মধ্যে আমরা যা "দেখি" তা যখন আমরা একটি সরল অন্তঃকরণের পরিবর্তে মাংসের আকাঙ্ক্ষায়ে জন্ম দিই, তখন আমরা ঈশ্বরের একটি বিকৃত চিত্র দেখতে পাই, ঈশ্বরের এমন এক "প্রকাশ" যা সত্য নয়। আমরা এটাকে বৈধর্ম্য বলে থাকি। পবিত্র আত্মা পবিত্র, এবং তিনি তাদের মধ্যে আমোদ করেন যারা সেই বিষয়কে বেছে নেয় যেখানে তিনি আমোদ করেন, পবিত্রতায়। *"তোমরা জানিও সদাপ্রভু সাধুকে আপনার নিমিত্ত পৃথক করিয়া রাখিয়াছেন; আমি সদাপ্রভুকে ডাকিলে তিনি শুনিবেন"* (গীতসংহিতা ৪:৩)।

আত্মার সাথে এই সহভাগীতা বজায় রাখার মূল চাবিকাঠি হল প্রেমে গমনাগমন করা। *"আর ঈশ্বরের যে প্রেম আমাদের মধ্যে আছে, তাহা আমরা জানি ও বিশ্বাস করিয়াছি। ঈশ্বর প্রেম; আর প্রেমে যে থাকে, সে ঈশ্বরে থাকে এবং ঈশ্বর তাহাতে থাকেন"* (১ যোহন ৪:১৬)। আমরা যদি প্রেমে না চলি তাহলে আমরা তাঁতে অথবা আত্মাতে গমনাগমন করতে পারব না।

আত্মার সময়কে বুঝতে পারা অপরিহার্য

আত্মার সময়কে সূক্ষ্ম ভাবে বিবেচনা করতে পারা খুব গুরুত্বপূর্ণ – যে কাজটি সেই সময় করতে হবে, অথবা পরবর্তীকালে, অথবা সুদূর ভবিষ্যতে করতে হবে।

অনেক সময়ে তিনি বলেন, *"...নিকটে যাও, ঐ রথের সঙ্গ ধর"* (প্রেরিত ৮:২৯)। কোন প্রশ্ন না করেই কথাটি পালন করতে হবে, নয়তো আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনাটি হারিয়ে ফেলব। অনেক সময়ে তিনি আমাদের সাথে কথা বলেন এবং আমাদের কাছে প্রার্থনা করার, প্রস্তুতি নেওয়ার এবং তারপর তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করার সময় থাকে (প্রেরিত ১৩:১-৪)।

আত্মায়ে প্রার্থনা করা আমার আত্মাকে প্রস্তুত করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে বুঝতে পারার জন্য

১ করিন্থীয় ২:৯,১০,১৬

৯ কিন্তু, যেমন লেখা আছে, "চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই, এবং মনুষ্যের হৃদয়াকাশে যাহা উঠে নাই, যাহা ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন।" ১০ কারণ আমাদের কাছে ঈশ্বর তাঁহার আত্মা দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, কেননা আত্মা সকলই অনুসন্ধান করেন, ঈশ্বরের গভীর বিষয় সকলও অনুসন্ধান করেন। ১৬ কেননা "কে প্রভুর মন জানিয়াছে যে, তাঁহাকে উপদেশ দিতে পারে?" কিন্তু খ্রীষ্টের মন আমাদের আছে।

পবিত্র আত্মা আমাদের কাছে ঈশ্বরের সেই বিষয়গুলি প্রকাশ করেন যা তিনি আমাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। এইগুলি প্রাথমিক ভাবে আমাদের কাছে রহস্য মনে হতে পারে – বিষয় যা আমাদের চোখ দেখেনি, আমাদের কান শুনেনি, এবং আমাদের চিন্তাতেও তা প্রবেশ করেনি। কিন্তু, পবিত্র আত্মাই আমাদের কাছে এই রহস্যগুলি প্রকাশ করে থাকেন। তখন আমরা খ্রীষ্টের মন পেতে পারি – তখন আমরা তাঁর চিন্তা, পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্যগুলি জানতে পারি, যা তিনি আমাদের জন্য সঙ্কল্প করে রেখেছেন, কারণ আত্মা আমাদের কাছে এইগুলি প্রকাশ করেন।

১ করিন্থীয় ১৪:২

২ কেননা যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে মানুষের কাছে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে বলে; কারণ কেহ তাহা বুঝে না, বরং সে আত্মায় নিগূঢ়তত্ত্ব বলে।

যখন আমরা আত্মায়ে প্রার্থনা করি, তখন আমরা নিগূঢ়তত্ত্ব বলে থাকি। এটা ধারণা করা নিরাপদ হতে পারে যে এই নিগূঢ়তত্ত্বের অংশ হল সেই বিষয়গুলি যা ঈশ্বর আমাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন – চিন্তাভাবনা, পরিকল্পনা এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্য আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের জন্য।

আত্মায়ে প্রার্থনা করা আমার ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে একমত করে

ইব্রীয় ৫:৭-৯

৭ ইনি মাংসে প্রবাসকালে প্রবল আর্তনাদ ও অশ্রুপাত সহকারে তাঁহারই নিকটে প্রার্থনা ও বিনতি উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যিনি মৃত্যু হইতে তাঁহাকে রক্ষা

করিতে সমর্থ, এবং আপন ভক্তি প্রযুক্ত উত্তর পাইলেন; [৮] যদিও তিনি পুত্র ছিলেন, তথাপি যে সকল দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা আজ্ঞাবহতা শিক্ষা করিলেন; [৯] এবং সিদ্ধ হইয়া আপনার আজ্ঞাবহ সকলের অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হইলেন;

এটা লক্ষ্য করা আকর্ষণপূর্ণ যে শাস্ত্র আমাদের বলে যে প্রভু যীশু দুঃখভোগ করার মধ্যে দিয়ে "আজ্ঞবহতা শিক্ষা করিলেন"। তিনি "আজ্ঞাবহতা শিক্ষা করিলেন" – তাঁর ইচ্ছার সাথে ঈশ্বরের ইচ্ছার সমতলতা ছিল।

আমরা জানি যে এই ঘটনাটি গেৎশিমানী বাগানে ঘটেছিল।

মথি ২৬:৩৮,৩৯,৪২

[৩৮] তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমার প্রাণ মরণ পর্যন্ত দুঃখার্ত হইয়াছে; তোমরা এখানে থাক, আমার সঙ্গে জাগিয়া থাক। [৩৯] পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে আমার পিতঃ, যদি হইতে পারে, তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক। [৪২] পুনরায় তিনি দ্বিতীয় বার গিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, হে আমার পিতঃ আমি পান না করিলে যদি ইহা দূরে যাইতে না পারে, তবে তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক।

প্রার্থনা আমাদের পরিবর্তন করে। প্রার্থনা সাহায্য করে আমাদের ইচ্ছাকে পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সমতলতা করতে। প্রার্থনার সময়ে, ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ের উপর কাজ করেন, আমাদের ইচ্ছাকে, আকাঙ্ক্ষাকে এবং স্বপ্নকে তাঁর ইচ্ছার সাথে, পরিকল্পনা এবং উদ্দেশের সাথে সমতলতা করেন।

রোমীয় ৮:২৬,২৭

[২৬] আর সেইরূপে আত্মাও আমাদের দুর্বলতায় সাহায্য করেন; কেননা উচিত মতে কি প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আত্মা আপনি অবক্তব্য আর্তস্বর দ্বারা আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন। [২৭] আর যিনি হৃদয় সকলের অনুসন্ধান করেন, তিনি জানেন, আত্মার ভাব কি, কারণ ইনি পবিত্রগণের পক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই অনুরোধ করেন।

যখন আমরা আমাদের ভাষায়ে প্রার্থনা করতে পারি, ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনায়ে এক শক্তিশালী সাহায্যকারীকে প্রদান করেছেন – পবিত্র আত্মা নিজে – যিনি আমাদের প্রার্থনা করতে সাহায্য করেন। যখন আমরা নানাবিধ ভাষায়ে প্রার্থনা করি, আমরা আত্মায়ে প্রার্থনা করি। আমরা জানি যে প্রার্থনা আত্মা থেকে নির্গত হয়, সেই প্রার্থনা সবসময়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী হয়। সুতরাং, আত্মায়ে প্রার্থনা করা একটি সুযোগ যখন আমাদের ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছার সাথে এক হয়ে যায়।

আত্মার কাজকে জন্ম দেওয়া - মরিয়মের জীবনে অলৌকিক কাজ থেকে কিছু শিক্ষণ

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মানবরূপ ধারণ করা, কুমারী মরিয়মের গর্ভে জন্ম নেওয়া, প্রকৃতই পবিত্র আত্মার কাজ ছিল। ঈশ্বর যে কাজগুলি আমাদের মধ্যে দিয়ে করেন, সেইগুলি ঈশ্বরের পুত্রের জন্মের সাথে তুলনা করা যাবে না। 'মরিয়মের জীবনে অলৌকিক কাজ'কে কাছ থেকে লক্ষ্য করলে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারব যে কীভাবে ঈশ্বর মানুষের মধ্যে দিয়ে আত্মার কাজকে প্রকাশ করেন।

১, নিরূপিত সময়ে আত্মার কাজকে এই পৃথিবীতে প্রকাশ করা হয়

আদিপুস্তক ৩:১৫

১৫ আর আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে।

গালাতীয় ৪:৪

৪ কিন্তু কাল সম্পূর্ণ হইলে ঈশ্বর আপনার নিকট হইতে আপন পুত্রকে প্রেরণ করিলেন; তিনি স্ত্রীজাত, ব্যবস্থার অধীনে জাত হইলেন,

যদিও নারীর "বংশের" আগমনের কথা এদন উদ্যানেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, কিন্তু তারও প্রায় চার হাজার বছর পর খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন।

সময়ের পূর্ণতায় এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের কাজ প্রকাশিত হয়ে থাকে।

ঈশ্বর আমাদের সাথে সেই কাজের কথা বলেন যা তিনি আমাদের করতে আহ্বান করেন, সময়ের আগেই, প্রায়ই সময়ের অনেক বছর আগেই। কিন্তু তিনি তাঁর কাজকে আমাদের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন করেন নিরূপিত সময়েই।

২, সাধারণ মানুষদের মধ্যে দিয়ে আত্মার কাজকে প্রকাশ করা হয়

যিশাইয় ৭:১৪

১৪ অতএব প্রভু আপনি তোমাদিগকে এক চিহ্ন দিবেন; দেখ, এক কন্যা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম ইম্মানূয়েল [আমাদের সহিত ঈশ্বর] রাখিবে।

যখন ঈশ্বর এই পৃথিবীতে উদ্ধারকর্তাকে প্রেরণ করতে চেয়েছিলেন, তিনি কোন রাজকুমারী অথবা কোন শিক্ষিত মহিলাকে মনোনীত করেন নি। তিনি এমনও কোন মহিলাকে মনোনীত করেন নি যার সন্তান প্রসবে অনেক অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু পরিবর্তে, তিনি একজন সামান্য, তুচ্ছ, অনভিজ্ঞ কুমারীকে ব্যবহার করেছিলেন, যার নাম ছিল মরিয়ম।

আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, আমরা মনে করতে পারি যে ঈশ্বর একজন অনভিজ্ঞ মহিলাকে বেছে নেওয়ার দ্বারা এবং তার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের পুত্রের জন্ম দেওয়াতে একটি বড় ঝুঁকি নিয়েছেন। যদি তার গর্ভপাত হয়ে যেত? কি হত যদি সেই মহিলা তার গর্ভধারণের সময়ে নিজের যত্ন না নিত?

ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে, পরিণতি তাঁর উপর নির্ভর করে, আমাদের উপর নয়। আমাদের থেকে, তিনি শুধুই আমাদের উপস্থিতি, আমাদের বাধ্যতা, আমাদের আস্থা যাচঞা করেন। প্রভুর জন্য নিজেকে উপস্থিত করার দ্বারা মরিয়ম সাড়া দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, *"তখন মরিয়ম কহিলেন, দেখুন, আমি প্রভুর দাসী; আপনার বাক্যানুসারে আমার প্রতি ঘটুক"* (লূক ১:৩৮)। তার প্রতি ঈশ্বরের নিশ্চয়তা শুধু এটাই ছিল, *"আর ধন্য যিনি বিশ্বাস করিলেন, কারণ প্রভু হইতে যাহা যাহা তাঁহাকে বলা গিয়াছে, সেই সমস্ত সিদ্ধ হইবে"* (লূক ১:৪৫)।

ঈশ্বর সাধারণ মানুষদের তাঁর রাজ্যের কাজ দিয়ে দায়িত্বভার দিতে ভয় পান না।

৩, আত্মার কাজে যেন কোন ভেজাল না থাকে—সম্পূর্ণ তাঁর আত্মা দ্বারা যেন জাত হয়

লূক ১:৩৫

৩৫ দূত উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন, এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে; এই কারণ যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে।

প্রত্যেক কাজ যা ঈশ্বর আমাদের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেন তা যেন সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর আত্মা দ্বারা জাত হয়, এবং মাংসের কাজের কোন অংশ যেন উপস্থিত না থাকে।

আমরা যেন সেচ্ছায়ে মাংসের বিষয়কে 'না' বলার সিদ্ধান্ত নিই, এবং শুধু আত্মার কাজকে 'হ্যাঁ' বলি।

৪, আত্মার কাজ লজ্জার কারণও হতে পারে

মথি ১:১৯

১৯ আর তাঁহার স্বামী যোষেফ ধার্মিক হওয়াতে ও তাঁহাকে সাধারণের কাছে নিন্দার পাত্র করিতে ইচ্ছা না করাতে, গোপনে ত্যাগ করিবার মানস করিলেন।

যদিও মরিয়ম তার গর্ভে ঈশ্বরের পুত্রকে ধারণ করেছিলেন – এটা তাকে লজ্জিত করেছিল। কীভাবে তিনি তার গর্ভধারণের কথা তার পরিবার, তার প্রতিবেশীদের এবং সবচেয়ে বেশী, যোষেফের কাছে ব্যাখ্যা করবেন, যার সাথে তার বিবাহ ঠিক করা হয়েছে? কে তার এই গল্পকে বিশ্বাস করবে যে তার কাছে এক স্বর্গদূত দেখা দিয়েছিল, এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে এই সন্তান তার গর্ভে এসেছিল?

যাইহোক, ঈশ্বর সেই লোকেদের সাথে কথা বলেছিলেন যারা এই ঘটনার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। ঈশ্বর যোষেফকে দর্শনের মধ্যে দিয়ে কথা বললেন। পবিত্র আত্মা ইলীশাবেত, যিনি মরিয়মের আত্মীয় ছিলেন, তার মধ্যে দিয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

আমাদের জীবনে অনেক সময় আসবে যখন ঈশ্বরের প্রকৃত কাজ আমাদের জীবনে বহন করার পরিণামে আমরা লজ্জিতও হতে পারি। লোকেরা আমাদের নাও বুঝতে পারে। অনেকে আমাদের ভুল বুঝবে। এর অর্থ এই নয় যে আমরা আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ বহন করছি না। আত্মার কাজ খাঁটি। কিন্তু আমাদের চারিপাশের মানুষেরা তা বুঝতে নাও পারে। এবং তবুও, এই সকল লজ্জা, বিভ্রান্তি, অপমান, ভুল বোঝা, নিরুৎসাহের মধ্যেও কিছু মানুষেরা থাকবে যারা বুঝতে পারবে, কারণ প্রভু তাদের হৃদয়েও কথা বলেন। সেই লোকেদের আশেপাশে থাকুন যারা আপনাকে সাহায্য করবে ও আপনাকে উৎসাহিত করবে, যাতে আপনি সেই কাজ নিয়ে অগ্রসর হতে পারেন যা ঈশ্বর আপনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে চলেছেন।

৫, আত্মার কাজ সাধারণ প্রাকৃতিক পদ্ধতির দ্বারা প্রকাশ পায়

১ করিন্থীয় ১৫:১০

১০ কিন্তু আমি যাহা আছি, ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আছি; এবং আমার প্রতি প্রদত্ত তাঁহার অনুগ্রহ নিরর্থক হয় নাই, বরং তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা আমি অধিক পরিশ্রম করিয়াছি; আমি করিয়াছি, তাহা নয়, কিন্তু আমার সহবর্তী ঈশ্বরের অনুগ্রহই করিয়াছে;

যদিও মরিয়মের গর্ভে ধারণ করাটি একটা অলৌকিক বিষয় ছিল, তাকে কিন্তু সেই শিশুটি নয় মাস ধরে তার গর্ভে ধারণ করে রাখতে হয়েছিল! ঈশ্বর কেন সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি একটি অলৌকিক কাজে পরিণত করলেন না কেন? একদিনে গর্ভে ধারণ করা। দ্বিতীয় দিনে সন্তান সম্পূর্ণ বৃদ্ধি পাওয়া এবং তৃতীয় দিনে সন্তানের জন্ম হয়ে যাওয়া! দেখ, একটি সন্তান, মাত্র তিন দিনের মধ্যে জন্ম নিয়েছে! সেটা কি একটি অনস্বীকার্য চিহ্ন হত না যে সেই সন্তানটি ঈশ্বরের পুত্র, মশীহ, যিনি এই পৃথিবীতে এসেছেন?

যাইহোক, এই ভাবে প্রক্রিয়াটি ঘটে নি। যদিও তার গর্ভে ধারণ করাটি অলৌকিক ছিল, একটি আত্মার কাজ ছিল, মরিয়মকে গর্ভধারণের ও সন্তান জন্ম দেওয়ার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল।

একইভাবে, আমাদের মধ্যে ঈশ্বর তাঁর আত্মার দ্বারা কাজ শুরু করে থাকেন। কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের সাথে সহ-কার্যকারী হয়ে কাজ করতে হবে, তাঁর অনুগ্রহের শক্তিতে, যাতে আমরা তাঁর কাজকে এই পৃথিবীতে প্রকাশ পেতে দেখতে পারি। আমাদের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক কাজগুলি করতে হবে যাতে তাঁর কাজ এই পৃথিবীতে প্রকাশ পেতে পারে। আমাদের ত্যাগস্বীকার করতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে, নিবিষ্ট থাকতে হবে, পরিকল্পনা করতে হবে, সংগঠিত করতে হবে, পরিচালনা করতে হবে এবং যা প্রয়োজন তা আমাদের করতে হবে। প্রেরিত পৌল বলেছেন যে তিনি অন্যান্য প্রেরিতদের থেকে বেশী পরিশ্রম করেছেন।

৬, ঈশ্বরের নিরূপিত স্থান পর্যন্ত পৌঁছানোর আগে আমাদের হয়তো বন্ধ দরজার সম্মুখীন হতে হবে

লূক ২:৭

[৭] আর তিনি আপনার প্রথমজাত পুত্র প্রসব করিলেন, এবং তাঁহাকে কাপড়ে জড়াইয়া যাবপাত্রে শোয়াইয়া রাখিলেন, কারণ পান্থশালায় তাঁহাদের জন্য স্থান ছিল না।

নিশ্চিত ভাবে ঈশ্বর নির্দিষ্ট ভাবে জানতেন যে কবে ও কখন ঈশ্বরের পুত্র জন্মাবে। তবুও, এটা একটি বিস্ময়কর ঘটনা, যে যদিও পিতা জানতেন যে যীশু একটি নির্দিষ্ট সময়ে জন্মাবেন, তিনি তবুও তাঁর জন্য পান্থশালায়ে একটি ঘর সংরক্ষিত করে রাখেন নি।

মরিয়ম এবং যোষেফ যখন বৈত্লেহমের দিকে যাত্রা শুরু করেছিলেন, আমরা সেই পরিস্থিতিটা কল্পনা করতে পারি। মরিয়ম মনের মধ্যে হয়তো এই প্রত্যাশা নিয়ে চলেছিলেন যে তিনি প্রথম পান্থশালাতেই একটি পরিষ্কার, আরামদায়ক ঘর পাবেন তার সন্তানকে জন্ম দেওয়ার জন্য। নিশ্চিত ভাবে, ঈশ্বর হয়তো তাঁর সন্তানের জন্মের জন্য সকল যোগান প্রস্তুত করে রাখতে চান। কিন্তু কল্পনা করুন তাদের হতাশাকে, নিরুৎসাহ কে, এবং সেই মনের মধ্যে প্রশ্নগুলিকে যা মরিয়ম ও যোষেফ মোকাবিলা করছিলেন, যখন এক একটা পান্থশালায়ে তাদের জন্য কোন ঘর ছিল না। অবশেষে, মরিয়ম এবং যোষেফ অনেকগুলি পান্থশালায়ে করাঘাত করার পর, তারা এমন একটি স্থানে এসে পৌঁছেছিলেন, যেখানে একজন ব্যক্তি তাদের একটি গোশালায়ে স্থান দিলেন, এবং সেখানেই যীশু জন্মেছিলেন। নিশ্চিত ভাবে একটি গোশালা সেই স্থান নয় যেখানে ঈশ্বরের পুত্রের জন্মের জন্য কল্পনা করা যেতে পারে! কিন্তু সেই রাত্রে ঈশ্বরের পুত্র সেই স্থানেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

আমরা যেন নিরুৎসাহ না হই যখন ঈশ্বরের কাজ জন্ম দেওয়ার আগে আমরা অনেক বন্ধ দরজার সম্মুখীন হই। একটি বন্ধ দরজার অর্থ এই হতে পারে যে ঈশ্বর আমাদের অন্য একটি স্থানের দিকে পরিচালনা করছেন যেখানে আমরা ঈশ্বরের কাজকে জন্ম দেব। আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই স্থানে আসতে পারি যেখানে ঈশ্বর তাঁর কাজকে জন্ম দিতে চান।

৭, আত্মার কাজ, প্রায়ই ক্ষুদ্র এবং নম্র ভাবে শুরু হয়

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরকে কল্পনা করুন, এই পৃথিবীর উদ্ধারকর্তা, রাজাদের রাজা, একটি গোশালায়ে, একটি জাবপাত্রে জন্ম গ্রহণ করেছে। নিশ্চয়ই, ঈশ্বর এটা ভিন্ন ভাবে করতে পারতেন, যদি তিনি চাইতেন। তিনি হয়তো একটি রাজপ্রাসাদ নির্ধারণ করে রাখতে পারতেন, একটি ধনী ব্যক্তির ঘর অথবা সবচেয়ে উত্তম পান্থশালায়ে একটি সর্বোত্তম ঘরের মধ্যে। কিন্তু এর পরিবর্তে, তিনি সবচেয়ে নিম্ন স্থানটি বেছে নিলেন, একটি গোশালা।

ঈশ্বর তাঁর কাজকে ক্ষুদ্র ভাবে প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু এই সাধারণ ও সরল শুরুগুলিও ঈশ্বরেরই কাজ, যা প্রায়ই এই পৃথিবীতে প্রভাব ফেলার জন্য নিরূপিত করা হয়ে থাকে।

তাঁর কাজের সম্বন্ধে, ঈশ্বর বলেছেন, 'পরাক্রম দ্বারা নয়, বল দ্বারাও নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা' (সখরিয় ৪:৬)। কিন্তু এই পরিপ্রেক্ষিতেও তিনি আমাদের বলেন, "কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের দিনকে কে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছে?" (সখরিয় ৪:১০) । ক্ষুদ্র ভাবে শুরু হওয়ার দিনগুলিকে তুচ্ছ মনে করবেন না।

৮, আত্মার কাজকে রক্ষা করতে হবে এবং যত্ন নিতে হবে

লূক ২:৪০

৪০ পরে বালকটি বাড়িয়া উঠিতে ও বলবান হইতে লাগিলেন, জ্ঞানে পূর্ণ হইতে থাকিলেন; আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁহার উপরে ছিল।

মথি ২:১২-১৬

১২ পরে তাঁহারা যেন হেরোদের নিকটে ফিরিয়া না যান, স্বপ্নে এই আদেশ পাইয়া, অন্য পথ দিয়া আপনাদের দেশে চলিয়া গেলেন। ১৩ তাঁহারা চলিয়া গেলে পর, দেখ, প্রভুর এক দূত স্বপ্নে যোষেফকে দর্শন দিয়া কহিলেন, উঠ, শিশুটিকে ও তাঁহার মাতাকে লইয়া মিসরে পলায়ন কর; আর আমি যত দিন তোমাকে না বলি, তত দিন সেখানে থাক; কেননা হেরোদ শিশুটিকে বধ করিবার জন্য তাঁহার অনুসন্ধান করিবে। ১৪ তখন যোষেফ উঠিয়া রাত্রিযোগে শিশুটিকে ও তাঁহার মাতাকে লইয়া মিসরে চলিয়া গেলেন, ১৫ এবং হেরোদের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে থাকিলেন, যেন ভাববাদী দ্বারা কথিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়, "আমি মিসর হইতে আপন পুত্রকে ডাকিয়া আনিলাম"। ১৬ পরে হেরোদ যখন দেখিলেন যে, তিনি পণ্ডিতগণ কর্তৃক তুচ্ছীকৃত হইয়াছেন, তখন মহাক্রুদ্ধ হইলেন, এবং সেই পণ্ডিতদের নিকটে বিশেষ করিয়া যে সময় জানিয়া লইয়াছিলেন, তদনুসারে দুই বৎসর ও তাহার অল্প বয়সের যত বালক বৈৎলেহম ও তাহার সমস্ত পরিসীমার মধ্যে ছিল, লোক পাঠাইয়া সেই সকলকে বধ করাইলেন।

কল্পনা করুন, মরিয়ম শিশুটিকে জন্ম দেওয়ার পর, কী হত যদি তিনি বলতেন, 'আমাকে এই শিশুটিকে খাওয়াতে, স্নান করাতে, এবং যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ এ তো ঈশ্বরের পুত্র। স্বর্গদূতেরা তাঁর যত্ন নেবে'। সেটা তাহলে একটি মূর্খতার বিষয় হত। হ্যাঁ, নিশ্চিত ভাবে শিশুটি ঈশ্বরের পুত্র ছিল, কিন্তু মরিয়ম ও যোষেফকে সেই শিশুটির যত্ন নিতে হয়েছিল, তাকে রক্ষা করতে হয়েছিল, ঠিক যেমন ভাবে প্রত্যেক পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদের প্রতি করে থাকে।

ঈশ্বরের প্রত্যেক কাজ যা আমরা এই পৃথিবীতে প্রকাশ করি, সেইগুলিকে যত্ন নিতে হবে ও রক্ষা করতে হবে। এটা আত্মার কাজ বলে, এর অর্থ এই নয় যে আমাদের সঠিক ভাবে দেখাশোনা করার দায়িত্ব নিতে হবে না। বরং, সেই কাজটির অনন্তকালের গুরুত্ব জেনে, আমাদের অতিরিক্ত ভাবে সেই কাজের একজন উত্তম ধনাধ্যক্ষকারী হতে হবে, যা ঈশ্বর আমাদের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে চলেছেন, যাতে তাঁর অভিপ্রেত উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

ব্যক্তিগত প্রয়োগ

প্রশ্ন ১ – আপনি কি সাধারণত আত্মার কথায় কর্ণপাত করেন যখন আপনি কোন সিদ্ধান্ত নেন এবং আপনার কাজের পরিকল্পনা করেন? আপনি কি এই বিষয়ে অবগত যে, যে সিদ্ধান্তগুলি আপনি নিচ্ছেন, তা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে "উত্তম, প্রীতিজনক ও সিদ্ধ"?

প্রশ্ন ২ – মরিয়মের জীবনে অলৌকিক কাজটিকে পর্যবেক্ষণ করুন এবং বিবেচনা করে দেখুন যে আত্মার কাজের কোন দিকটা আপনি বর্তমানে সম্পর্কযুক্ত করতে পারছেন।

ঈশ্বরের আত্মার থেকে শ্রবণ করার বিষয়ে আরও অধ্যয়ন করতে গেলে, APC প্রকাশনের এই বিনামূল্যে পুস্তকটি পাঠ করুনঃ "Understanding the Prophetic"

আত্মায়ে প্রার্থনা করার বিষয়ে আরও অধ্যয়ন করতে গেলে, APC প্রকাশনের এই বিনামূল্যে পুস্তকটি পাঠ করুনঃ "The Wonderful Benefits of Praying in Tongues"

All Over the World

Written by: Roy Turner

All over the world the Spirit is moving
All over the world as the prophet said it would be
All over the world there's a mighty revelation
Of the glory of the Lord, as the waters cover the sea

All over His church God's Spirit is moving
All over His church as the prophet said it would be
All over His church there's a mighty revelation
Of the glory of the Lord, as the waters cover the sea

Right here in this place the Spirit is moving
Right here in this place as the prophet said it would be
Right here in this place there's a mighty revelation
Of the glory of the Lord, as the waters cover the sea

অধ্যায় চারঃ

একটি ঈশ্বরদত্ত দর্শনের বৈশিষ্ট্য

এই জন্য, হে রাজন্ আগ্রিপ্প, আমি সেই স্বর্গীয় দর্শনের অবাধ্য হইলাম না
(প্রেরিত ২৬:১৯)

৪

একটা ঈশ্বরদত্ত দর্শনের বৈশিষ্ট্য

এটা এখন দর্শন এবং স্বপ্নের সময়। 'স্বপ্ন এবং দর্শন' বলতে আমরা শুধু ঈশ্বরের অলৌকিক আত্মিক অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করছি না, যা ঈশ্বর আমাদের ঘুমের সময়ে আমাদের সাথে স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে অথবা দর্শনের মধ্যে দিয়ে কথা বলে থাকেন। আমরা সেই সকল ধারণা, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, এবং রণকৌশলগুলিকেও উল্লেখ করছি, যা পবিত্র আত্মা তাঁর লোকেদের মধ্যে জন্ম দিয়ে থাকেন। এই সকল কিছু প্রথমে কারুর হৃদয়ে ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা ধারণ করা হয় একটা ধারণা রূপে, একটা চিন্তাভাবনার রূপে, একটা চিত্রের রূপে, একটা আবেগের রূপে – যেইগুলিকে আমরা 'ঈশ্বরদত্ত দর্শন' বলে সম্বোধন করব।

প্রেরিত ২:১৭,১৮

[১৭] "শেষ কালে এইরূপ হইবে, ইহা ঈশ্বর বলিতেছেন, আমি মর্ত্যমাত্রের উপরে আপন আত্মা সেচন করিব; তাহাতে তোমাদের পুত্রগণ ও তোমাদের কন্যাগণ ভাববাণী বলিবে, আর তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাইবে, আর তোমাদের প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখিবে। [১৮] আবার আমার দাসদের উপরে এবং আমার দাসীদের উপরে সেই সময়ে আমি আমার আত্মা সেচন করিব, আর তাহারা ভাববাণী বলিবে।

স্বপ্ন এবং দর্শন হল পবিত্র আত্মার ভাষা। ঈশ্বরের আত্মা আমাদের সাথে স্বপ্ন ও দর্শনের মধ্যে দিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করেন – সেটা অলৌকিক আত্মিক অভিজ্ঞতা হোক অথবা অতি সাধারণ ধারণা, চিন্তাভাবনা, চিত্র, এবং আকাঙ্ক্ষা হোক, যা তিনি আমাদের মধ্যে বপন করে থাকেন।

ঈশ্বর আমাদের স্বপ্ন ও দর্শন কোন 'স্বর্গীয় মনোরঞ্জনের' জন্য প্রদান করেন না। প্রত্যেক স্বপ্ন ও দর্শনের একটা উদ্দেশ্য আছে। ঈশ্বর প্রায়ই প্রকাশ করেন যে তিনি আমাদের মধ্যে দিয়ে এই পৃথিবীতে কী সাধন করতে চান। ঈশ্বরদত্ত স্বপ্ন ও দর্শন ঈশ্বরের রাজ্যের উদ্দেশে পরিপূর্ণ থাকে, যা পূর্ণতা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে।

আমাদের অনেকেরই দর্শন, স্বপ্ন এবং ঈশ্বরদত্ত আকাঙ্ক্ষা আছে, তাঁর উদ্দেশে কিছু করার জন্য। আমরা একটা অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করতে চাই এবং এমন এক কাজ করতে চাই যা ঈশ্বরের রাজ্যে একটা পার্থক্য গড়ে তুলবে। আমরা ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারী হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু কীভাবে আমরা এই বর্তমান স্থান থেকে সেই স্থান পর্যন্ত যেতে পারব? ঈশ্বর কীভাবে আমাদের এই যাত্রার মধ্যে দিয়ে গমন করিয়ে নিয়ে যাবেন যাতে তাঁর স্বপ্ন আমাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ হয়?

ঈশ্বর কীভাবে তাঁর দর্শন আমাদের প্রদান করেন, সেটা আমরা এই অধ্যায়ের মধ্যে বুঝতে পারবো। এবং কীভাবে তিনি আমাদের একটা যাত্রার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যান যাতে সেই দর্শন আমাদের জীবনে পূর্ণ হতে আমরা দেখতে পারি, এবং এই প্রক্রিয়ায় তাঁর রাজ্যের উদ্দেশ্যগুলিকে সাধন করি। এটা আমাদের ঈশ্বরের সাথে সঠিক ভাবে গমনাগমন করতে এবং তাঁর প্রকৃত রাজ্য নির্মাণকারী হতে সাহায্য করবে।

একটা ঈশ্বরদত্ত দর্শনের কিছু অন্তর্দৃষ্টি এখানে দেওয়া হলঃ

একটা ঈশ্বরদত্ত দর্শন হল একটা ঐশ্বরিক আদেশ এবং স্বীকৃতিদান

প্রেরিত ২৬:১৯

১৯ এই জন্য, হে রাজন্ আগ্রিপ্প, আমি সেই স্বর্গীয় দর্শনের অবাধ্য হইলাম না;

একটা ঈশ্বরদত্ত দর্শন হল একটা ঐশ্বরিক আদেশ এবং স্বীকৃতিদান, যার সাহায্যে এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন ও বিস্তারিত করা হয়।

- এটা একটা আজ্ঞা যা আমাদের পালন করতে হবে
- এটা স্বর্গ থেকে একটা স্বীকৃতিদান যা আমাদের সাহসী, নির্ভীক এবং দৃঢ়প্রত্যয়ী করে তোলে। আমরা দর্শনটির প্রতি নিবিষ্ট থাকতে পারি, এটা জেনে যে ঈশ্বর আমাদের সপক্ষে আছেন। প্রত্যেক দর্শন যা ঈশ্বর দিয়ে থাকেন, সেই দর্শনকে পরিপূর্ণ হতে দেখতে ঈশ্বর একশো শতাংশ সমর্পিত। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহান ঈশ্বর যদি আমাদের সপক্ষে আছেন, তাহলে আমাদের অনিচ্ছা ছাড়া আর কিছুই এটা সম্পূর্ণ হতে বাঁধা দিতে পারবে না।

- যিনি দর্শন পেয়েছেন, তিনি সেই দর্শনের বাহক। ঈশ্বর এই ব্যক্তির মধ্যে এবং মধ্যে দিয়ে কাজ করবেন যাতে সেই দর্শন পূর্ণতা লাভ করতে পারে। যাইহোক, এটা একাকী সম্ভব হয় না। দর্শনটাকে পরিপূর্ণ করার জন্য অনেক বিষয় এবং অনেক মানুষেরা এই বিষয়ের মধ্যে যুক্ত থাকে।
- যখন ঈশ্বর এই পৃথিবীর বুকে কিছু সাধন করতে চান, তিনি সাধারণত একটা নির্দিষ্ট স্থানে একজন ব্যক্তিকে তোলেন, তাঁর একটা নির্দিষ্ট বার্তাকে ঘোষণা করার জন্য। এটা কিছু লোকেদের জীবনে আলোড়ন তৈরি করেন যারা একসঙ্গে এসে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে।
- ঈশ্বর এমন একজন মানুষকে তোলেন (একজন ব্যক্তি, পুরুষ অথবা মহিলা), যার লক্ষ্য হল ঈশ্বরের একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করা। ঈশ্বর তাঁর বার্তাকে ঘোষণা করার জন্য এই ব্যক্তিকে ব্যবহার করেন এবং তাকে একটা পরিচর্যা প্রদান করেন। অন্যান্য মানুষদের মধ্যে এই ব্যক্তি একজন দর্শন বাহক হন। ঈশ্বর এই ব্যক্তির উপর অনেক দায়িত্বও আরোপ করেন, তাকে পদ্ধতিগুলির সম্বন্ধে অবগত করেন এবং সেই কার্যাদিসাধনের উপায় তাকে জানান, যাতে সে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে পারে।

বাইবেলে আমরা কিছু ঈশ্বরের লোকেদের উদাহরণ বিবেচনা করে দেখব এবং লক্ষ্য করব যে কীভাবে ঈশ্বর তাদের মধ্যে দিয়ে কাজ করেছেন। তাদের মধ্যে একজন অন্যতম উদাহরণ হলেন মোশি। এখানে একটা সারাংশ দেওয়া হল যে কীভাবে ঈশ্বর মোশিকে একটা দর্শন দিয়েছিলেন এবং তারপর তাকে তুললেন, যাতে সেই ঈশ্বরের দর্শন পরিপূর্ণ করতে পারেন।

প্রেরিত ৭:১৭-৩৬

[১৭] পরে, ঈশ্বর অব্রাহামের নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা ফলিবার সময় সন্নিকট হইলে, লোকেরা মিসরে বৃদ্ধি পাইয়া বহুসংখ্যক হইয়া উঠিল। [১৮] অবশেষে মিসরের উপরে এমন আর একজন রাজা উৎপন্ন হইলেন, যিনি যোষেফকে জানিতেন না। [১৯] তিনি আমাদের জাতির সহিত চাতুর্য ব্যবহার করিলেন, আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিলেন, উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহাদের শিশু সকলকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হয়, যেন তাহারা জীবিত না থাকে। [২০] সেই সময়ে মোশির জন্ম হয়। তিনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সুন্দর ছিলেন, এবং তিন মাস পর্যন্ত পিতার বাটীতে

পালিত হইলেন। [২১] পরে তাঁহাকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইলে ফরৌণের কন্যা তুলিয়া লন, ও আপনার পুত্র করিবার উদ্দেশে প্রতিপালন করেন। [২২] আর মোশি মিসরীয়দের সমস্ত বিদ্যায় শিক্ষিত হইলেন, এবং তিনি বাক্যে ও কার্যে পরাক্রমী ছিলেন। [২৩] পরে তাঁহার প্রায় সম্পূর্ণ চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে নিজ ভ্রাতৃগণের, ইস্রায়েল-সন্তানগণের, তত্ত্বাবধান করিবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে উঠিল। [২৪] তখন একজনের প্রতি অন্যায় করা হইতেছে দেখিয়া তিনি তাহার পক্ষ হইলেন, সেই মিসরীয় ব্যক্তিকে আঘাত করিয়া উপদ্রুতের পক্ষে অন্যায়ের প্রতিকার করিলেন। [২৫] তিনি মনে করিতেছিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ বুঝিয়াছে যে, তাঁহার হস্ত দ্বারা ঈশ্বর তাহাদিগকে পরিত্রাণ দিতেছেন; কিন্তু তাহারা বুঝিল না। [২৬] আর পর দিবস তাহারা যখন মারামারি করিতেছিল, তখন তিনি তাহাদের কাছে দেখা দিয়া মিলন করাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কহিলেন, ওহে, তোমরা পরস্পর ভ্রাতা, একজন অন্যের প্রতি অন্যায় করিতেছ কেন? [২৭] কিন্তু প্রতিবাসীর প্রতি অন্যায় করিতেছিল যে ব্যক্তি, সে তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, তোমাকে অধ্যক্ষ ও বিচারকর্তা করিয়া আমাদের উপরে কে নিযুক্ত করিয়াছে? [২৮] কাল যেমন সেই মিসরীয়কে বধ করিলে, তেমনি কি আমাকেও বধ করিতে চাহিতেছ? [২৯] এই কথায় মোশি পলায়ন করিলেন, আর মিদিয়ন দেশে প্রবাসী হইলেন; সেখানে তাঁহার দুই পুত্রের জন্ম হয়। [৩০] পরে চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইলে সীনয় পর্বতের প্রান্তরে এক দূত একটা ঝোপে অগ্নিশিখায় তাঁহাকে দর্শন দিলেন। [৩১] মোশি দেখিয়া সেই দৃশ্যে আশ্চর্য জ্ঞান করিলেন, আর ভাল করিয়া দেখিবার নিমিত্ত নিকটে যাইতেছেন, এমন সময়ে প্রভুর এই বাণী হইল, [৩২] "আমি তোমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের, ইস্হাকের ও যাকোবের ঈশ্বর।" তখন মোশি ত্রাসযুক্ত হওয়াতে ভাল করিয়া দেখিতে সাহস করিলেন না। [৩৩] পরে প্রভু তাঁহাকে কহিলেন, "তোমার পা হইতে জুতা খুলিয়া ফেল; কেননা যে স্থানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, উহা পবিত্র ভূমি। [৩৪] আমি মিসরে স্থিত আমার প্রজাদের দুঃখ বিলক্ষণ দেখিয়াছি, তাহাদের আর্তস্বর শুনিয়াছি, আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে নামিয়া আসিয়াছি, এখন আইস, আমি তোমাকে মিসরে প্রেরণ করি।" [৩৫] এই যে মোশিকে তাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, বলিয়াছিল, 'তোমাকে অধ্যক্ষ ও বিচারকর্তা করিয়া কে নিযুক্ত করিয়াছে?' তাঁহাকেই ঈশ্বর, যে দূত ঝোপে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন, সেই দূতের হস্তসহ অধ্যক্ষ ও মুক্তিদাতা করিয়া প্রেরণ করিলেন। [৩৬] তিনিই মিসরে, লোহিত সমুদ্রে ও প্রান্তরে চল্লিশ বৎসর কাল নানাবিধ অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন-কার্য সাধন করিয়া তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিলেন।

একটা ঈশ্বরদত্ত দর্শন প্রায়ই আমাদের হৃদয়ে একটা সামান্য মন্থন দ্বারা উপলব্ধ করতে পারি

ঈশ্বর যখন তাঁর পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য আমাদের কাছে অলৌকিক ভাবে প্রকাশ করেন, প্রায়ই, একটা স্বর্গীয় দর্শনের একটা চিহ্ন আমাদের অন্তরে একটা সামান্য মন্থনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। কোন একটা বিষয় আমাদের হৃদয়কে আকর্ষণ করে। কোন একটা বিষয় আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে কারণ ঈশ্বরের উপস্থিতি সেই ব্যক্তির উপর থাকে। ঠিক যেমন ভাবে মোশি প্রান্তরে একটা জ্বলন্ত ঝোপ দেখেছিলেন। সেখানে আরও অনেক ঝোপ ছিল, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ঝোপ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, কারণ ঈশ্বরের উপস্থিতি সেই ঝোপের উপর ছিল। এবং সেখান থেকে, ঈশ্বর তার সাথে কথা বললেন এবং তাঁর দর্শন মোশিকে প্রদান করলেন। যে বিষয়টি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করে – আপনার জন্য সেই জ্বলন্ত ঝোপ – প্রায়ই সেই স্থান যেখানে ঈশ্বরের উপস্থিতি থাকে এবং যেখান থেকে ঈশ্বরের রব আপনাকে আহ্বান করে এবং আপনাকে একটা দর্শন প্রদান করেন।

যাইহোক, মোশি জ্বলন্ত ঝোপ থেকে যেটা শুনেছিলেন, তা তাকে চল্লিশ বছর আগে দেওয়া হয়েছিল।

প্রেরিত ৭:২৩

[২৩] পরে তাঁহার প্রায় সম্পূর্ণ চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে নিজ ভ্রাতৃগণের, ইস্রায়েল-সন্তানগণের, তত্ত্বাবধান করিবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে উঠিল।

জ্বলন্ত ঝোপের অভিজ্ঞতা লাভের চল্লিশ বছর আগে, ঈশ্বর মোশির অন্তরে একটা সামান্য মন্থন সৃষ্টি করেছিলেন। জ্বলন্ত ঝোপের তুলনায়ে সেটা কম দর্শনীয় ছিল, কিন্তু সেই একই ঈশ্বর, একই দর্শন তার হৃদয়ের মধ্যে দিয়েছিলেন, যে ঈশ্বর মোশিকে ব্যবহার করবেন তাঁর লোকেদের উদ্ধার করার জন্য। জ্বলন্ত ঝোপের অভিজ্ঞতার চল্লিশ বছর আগেই মোশি জানতেন যে তিনি ঈশ্বরের একজন ব্যক্তি, এবং তাকে গড়ে তোলা হয়েছে ঈশ্বরের লোকেদের উদ্ধার করার জন্য (প্রেরিত ৭:২৮)। এটা একটা সামান্য মন্থনের রূপে, একটা সামান্য আকাঙ্খার রূপে তার হৃদয়ের মধ্যে উদয় হয়েছিল।

নহিমিয়ের ক্ষেত্রটি একবার বিবেচনা করে দেখুন, এমন একজন ব্যক্তি যাকে ঈশ্বর তুলেছিলেন যিরূশালেমের প্রাচীর পুনঃ নির্মাণের জন্য। নহিমিয় কীভাবে ঈশ্বরদত্ত দর্শনটি গ্রহণ করেছিলেন?

নহিমিয় ১:১-৪

১ বিংশতিতম বৎসরে কিশ্‌লেব মাসে আমি শূশন রাজধানীতে ছিলাম। ২ তখন হনানি নামে আমার ভ্রাতাদের একজন এবং যিহূদা হইতে কয়েকজন লোক আসিলে আমি তাহাদিগকে বন্দিদশা হইতে অবশিষ্ট, রক্ষাপ্রাপ্ত যিহূদীদের, ও যিরূশালেমের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। ৩ তখন তাহারা আমাকে কহিল, সেই অবশিষ্ট লোকেরা অর্থাৎ যাহারা বন্দি দশা হইতে অবশিষ্ট থাকিয়া সেই প্রদেশে আছে, তাহারা অতিশয় দুরবস্থার ও গ্লানির মধ্যে রহিয়াছে, এবং যিরূশালেমের প্রাচীর ভগ্ন ও তাহার দ্বার সকল অগ্নিতে দগ্ধ রহিয়াছে। ৪ এই কথা শুনিয়া আমি কিছুদিন বসিয়া রোদন ও শোক করিলাম, এবং স্বর্গের ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপবাস ও প্রার্থনা করিলাম।

যখন নহিমিয় যিরূশালেম নগরের প্রাচীরের সংবাদ শুনলেন, কিছু একটা তার অন্তরে মন্থন সৃষ্টি করেছিল। অন্যান্য অনেক ইহুদী বন্দীরাও নগরের প্রাচীরের সম্বন্ধে অবগত ছিল। কিন্তু বিষয়টি তাদের খুব বেশী উদ্বিগ্ন করে তোলেনি। কিন্তু নহিমিয়ের সাথে একই ঘটনা ঘটে নি। এই সংবাদটি তাকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি ক্রন্দন করেছিলেন, দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, উপবাস করেছিলেন এবং প্রার্থনা করেছিলেন – সেই নগরের প্রাচীরের সম্বন্ধে!

আপনার হৃদয়ে যে বিষয়টি নাড়া দিচ্ছে, সেই বিষয়টির প্রতি নজর রাখুন।

পরবর্তীকালে নহিমিয় যখন যিরূশালেমে পৌঁছালেন এবং শহরের ভাঙ্গা প্রাচীর পরিদর্শন করলেন, তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে, যে বিষয়টি তার হৃদয়ে নাড়া দিয়েছিল, সেটা ঈশ্বরই তার হৃদয়ে বপন করেছিলেন। এটা একটা ঈশ্বরদত্ত দর্শন ছিল। ঈশ্বরের থেকে একটা লক্ষ্য যা তাকে এই পৃথিবীর বুকে সম্পন্ন করতে হবে।

নহিমিয় ২:১২

১২ পরে আমি ও আমার সঙ্গী কয়েক জন পুরুষ, আমরা রাত্রিতে উঠিলাম; কিন্তু যিরূশালেমের জন্য যাহা করিতে ঈশ্বর আমার মনে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন, তাহা কাহাকেও বলি নাই; এবং আমি যে পশুর উপরে আরোহণ করিয়াছিলাম, সেটি ছাড়া আর কোন পশু আমার সঙ্গে ছিল না।

একটা ঈশ্বরদত্ত দর্শনের শুরু এবং কার্যকারী হওয়ার নিরূপিত সময় আছে

প্রেরিত ৭:১৭,২০

[১৭] পরে, ঈশ্বর অব্রাহামের নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা ফলিবার সময় (ক্রোমস) সন্নিকট হইলে, লোকেরা মিসরে বৃদ্ধি পাইয়া বহুসংখ্যক হইয়া উঠিল। [২০] সেই সময়ে (কাইরস) মোশির জন্ম হয়। তিনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সুন্দর ছিলেন, এবং তিন মাস পর্যন্ত পিতার বাটীতে পালিত হইলেন।

ঈশ্বর অব্রাহামকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তার বংশের লোকেরা চারশো বছরের জন্য দাসত্ব করবে (আদিপুস্তক ১৫:১৩)। এই সময়ের কালকে 'ক্রোনস' বলা হয় – দিনের সংখ্যা অথবা সময়ের কাল। যখন এই সময়ের শেষ উপস্থিত হল, তখন 'কাইরস' – সময়ের পূর্ণতা, পৃথিবীতে একটা নির্দিষ্ট পরিস্থিতি, উপস্থিত হল। 'সময়ের পূর্ণতা' হল এমন একটা 'সময় যখন ফসল পাকে' এবং যখন উভয় বাহ্যিক এবং অন্তরের বিষয়গুলি সমন্বয় হতে থাকে। সময়ের পূর্ণতায়ে মোশিকে উত্থাপিত করা হয়েছিল।

ঈশ্বরদত্ত দর্শনের শুরু করা ও কার্যকারী করার একটা 'কাইরস' সময় আছে।

বাহ্যিক বিষয়গুলি যা 'কাইরস' নির্ধারণ করেঃ

- লোকেরাঃ দর্শন বাহকের সাথে সেই মানুষদেরও প্রস্তুত হতে হবে, যারা তার দর্শনের ভাগীদার হবে। অনেক সময়ে, কিছু মানুষেরা যারা এই দর্শনের জন্য বাঁধা স্বরূপ হতে পারে, তাদের সরিয়ে দিতে হবে। অনেক সময়ে, আগের প্রজন্মকে তাদের দৌড় শেষ করে নতুন প্রজন্মের জন্য পথ করে দিতে হবে।
- স্থানঃ ঈশ্বর স্থানও প্রস্তুত করেন (শহর, অঞ্চল, পরিবেশ) যেখানে ঈশ্বরের কাজ প্রকাশ পাবে।
- দর্শন বাহকের চারিপাশের বিষয় ও বস্তু, যেমন, তার আর্থিক অবস্থা, তার পরিবার, ইত্যাদি।

ঈশ্বরকে এই সকল বিষয়গুলি একসঙ্গে নিয়ে আসতে হবে যাতে তাঁর উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করা যেতে পারে।

অন্তরের বিষয়গুলি জীবন, প্রস্তুতি এবং দর্শন বাহকের আগ্রহের উপর নির্ভর করে। এখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জড়িতঃ

- সঠিক হৃদয়ের মনোভাব
- মানুষদের সাথে সঠিক সম্পর্ক
- জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিপক্কতা এবং আত্মিক উন্নয়ন
- ব্যক্তিগত জীবন (অনুশাসন, গৃহ, পরিবার) সঠিক অবস্থায়ে থাকা
- একটা দাসের হৃদয় ধারণ করা
- সামান্য বিষয়ে বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করা
- খ্রীষ্টের মতো চরিত্র ধারণ করা

আমাদের অন্তরের বিষয়গুলির অগ্রগতির দ্বারা, আমাদের জীবনে আমরা এই 'কাইরস'কে শীঘ্রই নিয়ে আসতে পারি অথবা বিলম্ব করতে পারি।

বিভন্ন ধাপ ও ঋতুর মধ্যে দিয়ে জীবন যাপন করা হয়। এর অর্থ, সেখানে অনেকগুলি 'ক্রোনস' কাল এবং 'কাইরস' মুহূর্ত থাকে, যার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর আমাদের গমন করাবেন। আমাদের অবশ্যই "ইষাখর-সন্তানদের মধ্যে দুই শত প্রধান লোক, তাহারা কালজ্ঞ লোক, ইস্রায়েলের কি কর্তব্য তাহা জানিত," (১ বংশাবলি ১২:৩২), তাদের ন্যায় হতে হবে। আমাদের অবশ্যই আমাদের সেই সময় ও কাল বুঝতে হবে যার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন এবং ধাপে ধাপে তিনি তাঁর রাজ্যের উদ্দেশ্যকে উন্মোচন করেন এবং তাঁর স্বপ্ন ও দর্শন আমাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ করেন।

একটা ঈশ্বরদত্ত দর্শনের প্রস্তুতির প্রয়োজন

একটা ঈশ্বরদত্ত দর্শন পূর্ণ করার যাত্রার একটা অংশ হল আমাদের প্রস্তুতি পর্ব, যার মধ্যে দিয়ে আমাদের গমন করতে হবে। তাঁর দর্শন, আহ্বান এবং বরদান আমাদের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করার আগে আমাদের প্রস্তুত করতে ঈশ্বর সময় নেন।

ঈশ্বর আমাদের বিভিন্ন ভাবে প্রস্তুত করে থাকেন। যে প্রাথমিক প্রস্তুতিগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা সকলেই যাই, তা হল ঈশ্বরের সাথে আমাদের ব্যক্তিগত আত্মিক গমনাগমন এবং খ্রীষ্টের চরিত্রে আমাদের বৃদ্ধি পাওয়া।

আমাদের প্রস্তুতি পর্বে, ঈশ্বর হয়তো আমাদের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ দেবেন। এটা আমাদের অতিশয় সাহায্য করতে পারে। আমাদের অবশ্যই অন্য একজনের দর্শনে পদার্পণ করে সেখানে বিশ্বস্ত ভাবে সেবা করা উচিৎ। অন্যের দর্শনে সাহায্য করার মধ্যে দিয়ে, আমাদের জীবনে ঈশ্বরের দর্শনকে পূর্ণ করার জন্য প্রশিক্ষিত হই ও প্রস্তুত হই।

আমাদের প্রস্তুতির সময়কালে, আমাদের জীবনের কিছু সময় সেই কাজগুলি করে অতিবাহিত করতে হবে যা হয়তো আমাদের হৃদয়ের দর্শনের সাথে সরাসরি যুক্ত নয়। কিছু কাজ যা আমরা করতে বাধ্য হই, এবং সেইগুলি করা কোন ভাবে অর্থপূর্ণ হয় না এবং আমাদের হৃদয়ে যা আছে, তার সাথে সম্পর্কযুক্ত করে না। যাইহোক, এই "সংযোগ বিচ্ছিন্ন ঋতুর" মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রস্তুত হই, যা আমাদের দর্শন পূর্ণ করাতে গুরুত্বপূর্ণ। প্রভু আমাদের জীবনের বিভিন্ন কালের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবেন, এবং প্রত্যেকটি কাল আমাদের জীবনে কিছু নির্দিষ্ট বৃদ্ধি সাধন করবে।

প্রস্তুতির সময় কখনও নষ্ট হয় না। আমাদের লক্ষ্য কেন্দ্র যেন ঈশ্বরের সাথে কাজ করা হয়, প্রত্যেক কালে আমাদের জীবনে তাঁর কাজের অধীনে সমর্পিত হওয়া হয়।

বাইবেলের কিছু মানুষদের প্রস্তুতির সময়গুলি বিবেচনা করে দেখুন।

যোষেফ

গীতসংহিতা ১০৫:১৭-২২

[১৭] তিনি তাহাদের অগ্রে এক পুরুষকে পাঠাইলেন, যোষেফ দাসরূপে বিক্রীত হইলেন। [১৮] লোকে বেড়ি দ্বারা তাঁহার চরণকে ক্লেশ দিল; তাঁহার প্রাণ লৌহে বদ্ধ হইল। [১৯] যাবৎ তাঁহার বচন সফল না হইল, তাবৎ সদাপ্রভুর বাক্য তাঁহাকে পরীক্ষা করিল। [২০] রাজা লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন, জাতিগণের কর্তা তাঁহাকে মুক্ত করিলেন। [২১] তিনি তাঁহাকে আপন বাটীর প্রভু করিলেন, আপনার সমস্ত সম্পত্তির কর্তা করিলেন, [২২] যেন তিনি তাঁহার অমাত্যগণকে ইচ্ছানুসারে বন্ধন করেন, ও তাঁহার প্রাচীনবর্গকে জ্ঞান প্রদান করেন।

যোষেফ, একজন যুবক হিসাবে, সম্ভবত তার কিশোর বয়সে, ঈশ্বরের থেকে একটা স্বপ্ন পেয়েছিলেন, যা তার জীবনের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার একটা অংশ উদ্ঘাটন করেছিল। কিন্তু পরিস্থিতি একটা ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছিল যখন তার ভাইয়েরা তাকে একটা ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করে দিয়েছিল। যোষেফ নিজেকে একটা বিদেশী স্থানে পেল, মিশরে পোটীফরের দাস হিসাবে। পোটীফরের গৃহে হখন ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করতে লাগলেন, তখন পরিস্থিতি সহনীয় মনে হচ্ছিল, কিন্তু, আরেকবার একটা ঘটনা তার জীবনে ঘটে গেল, যখন তাকে মিথ্যা অভিযোগে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছিল। এই সমস্ত কিছু ঈশ্বরের উপর এবং তার দর্শনের উপর যোষেফের বিশ্বাসকে নাড়িয়ে দিতে পারতো। এই সমস্ত পরিস্থিতিগুলি হয়তো যন্ত্রণাদায়ক ও অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর বাস্তবে বিষয়গুলির মধ্যে দিয়ে কাজ করছিলেন, যোষেফকে তার দর্শনের পরিপূর্ণতার দিকে ধাপে ধাপে নিয়ে আসছিলেন। এবং তারপর এমন একটা সময় উপস্থিত হল, যখন যোষেফ হঠাথ একজন বন্দী থেকে প্রধান মন্ত্রীতে পরিণত হলেন, যিনি ফরৌণের ঠিক পরেই। যোষেফ তার ঈশ্বরদত্ত দর্শনের পূর্ণতায়ে গমনাগমন করলেন।

আমরা যদি কালক্রমের দিকে লক্ষ্য করি, এবং লক্ষ্য করি যে কীভাবে ঈশ্বর তার জীবনে কাজ করলেন, তাহলে আমরা পাইঃ

- যোষেফ ১৭ বছর বয়সের ছিলেন যখন তাকে মিশরে বিক্রয় করে দেওয়া হয়েছিল (আদিপুস্তক ৩৭:২)।
- তিনি ৩০ বছর বয়সে কারাগার থেকে বেরিয়ে মিশরের অধ্যক্ষ রূপে নিরূপিত হন (আদিপুস্তক ৪১:৪৬)। এর অর্থ, তিনি মোট ১৩ বছর মিশরে অতিবাহিত করেছিলেন অধ্যক্ষ পদে যাওয়ার আগে – ১১ বছর পোটীফরের গৃহে এবং তারপর ২ বছর কারাগারে (আদিপুস্তক ৪১:১)।
- আরও ৯ বছর বিশ্বস্ত ভাবে সেবা করার পর, যোষেফ যখন ৩৯ বছর বয়স, তখন তিনি এত বছর পর প্রথম তার ভাইদের দেখা পেলেন, যখন তারা মিশরে খাদ্য ক্রয় করতে এসেছিল (দুর্ভিক্ষের দ্বিতীয় বছরে, অথবা অধ্যক্ষ হওয়ার ৯ বছর পর)।
- তিনি সম্ভবত ৪১ বছরের বয়স ছিলেন যখন তার ভাইয়েরা দ্বিতীয় বার তাদের পিতা, যাকোবকে সঙ্গে করে মিশরে এসেছিল, এবং তখন যোষেফের স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছিল।

- সুতরাং, স্বপ্ন দেখার থেকে স্বপ্ন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ৩০ বছর সময় লেগেছিল।
- সুতরাং, তিনি বাকী ৭০ বছর ঈশ্বরের দর্শন পূর্ণ করাতে রত ছিলেন, এবং ১১০ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন (আদিপুস্তক ৫০:২২)।

ঈশ্বরদত্ত দর্শন পূর্ণ করাতে পদার্পণ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যোষেফের জন্য এটা ঘটেছিল যখন তিনি ৪০ বছর বয়সের ছিলেন। কিন্তু সেই দর্শনে ক্রমশ নিবিষ্ট থাকা একই ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যোষেফ এই দর্শনের মধ্যে অনেক বছর ধরে গমনাগমন করেছিলেন, সম্ভবত ৭০ বছর।

মোশি

- ঈশ্বর অলৌকিক ভাবে মোশিকে ফরৌণের গৃহে বড় করে তোলার জন্য ও প্রশিক্ষিত করার জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। এটা ছিল মোশির জীবনে ঈশ্বরের 'আত্মিক গন্তব্যের বীজ' (প্রেরিত ৭:২২)। এইগুলি ছিল মোশির প্রাথমিক প্রস্তুতি পর্ব, তার স্বর্গীয় উদ্দেশের জন্য।
- ৪০ বছর বয়সে, মোশি বুঝতে শুরু করেছিলেন তার ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যকে। যাইহোক, তিনি তার নিজের শক্তিতে সেই উদ্দেশ্যকে সম্পন্ন করার ভুল করেছিলেন।
- প্রত্যেক বার আমরা আমাদের শক্তিতে কিছু করার প্রচেষ্টা করি – আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে উন্মোচন করতে আরও বিলম্ব করে দিই। মোশি তার উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্য নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করেছিলেন এবং সমস্ত কিছু ৪০ বছর বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল।
- মোশিকে আরও ৪০ বছর প্রান্তরে জীবন যাপন করতে হয়েছিল (প্রেরিত ৭:২৯,৩০; যাত্রাপুস্তক ২:১৫,২৩), কারণ তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল সেই রাজার মৃত্যু পর্যন্ত, যাকে তিনি রাগিয়ে দিয়েছিলেন।
- ৮০ বছর বয়সে, মোশি তার ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য সম্পন্ন করতে আবার শুরু করলেন।
- আগামী ৪০ বছর, তিনি তার জীবনের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করছিলেন।
- মোশির জন্য, যদিও তিনি ঈশ্বরের একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন, একটা গুরুতর ভুলের জন্য, তিনি প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করতে পারেন নি, তিনি শুধুই দূর থেকে দেশটিকে দেখতে পেয়েছিলেন (গণনাপুস্তক ২০:১২; দ্বিতীয় বিবরণ ৩১:২; ৩৪:৪)। ১২০ বছর বয়সে মোশি মারা যান (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪:৭)।

দায়ূদ

- দায়ূদ তার কিশোর বয়সেই রাজা হিসাবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন (১ শমূয়েল ১৬) । সম্ভবত, সেই সময়ে তিনি ১৩ বছরের একজন বালক ছিলেন।
- তিনি তার পিতার মেষদের চড়ানোর দ্বারা তিনি তার প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। এই সময়েই তিনি সঙ্গীতে পারদর্শী হয়েছিলেন, একটা সিংহকে এবং একটা ভালুককে হত্যা করেছিলেন এবং ইস্রায়েল জাতির লোকেদের মধ্যে একটা সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যখনই প্রয়োজন হত তিনি শৌলের জন্য সঙ্গীত বাজাতেন (১ শমূয়েল ১৬:১৭, ১ শমূয়েল ১৭:১৫)।
- তার প্রাথমিক সাফল্য এসেছিল যখন তিনি গলিয়াৎকে পরাজিত করেছিলেন ও হত্যা করেছিলেন, এবং একজন জাতীয় নায়কে পরিণত হয়েছিলেন। দায়ূদ সম্ভবত ১৫-১৭ বছর বয়সের ছিলেন (১ শমূয়েল ১৭)।
- শৌল দায়ূদকে তার রাজ দরবার থেকে বহিষ্কৃত করে দিয়েছিলেন, তবুও তিনি তাকে সহস্রপতি বানিয়েছিলেন (১ শমূয়েল ১৮:১৩), হয়তো এই আশা করে যে দায়ূদ যুদ্ধয়েই মারা যাবে।
- রাজা শৌল যখন দায়ূদকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, তখন তাকে তার জীবন রক্ষা করার জন্য পলায়ন করতে হয়েছিল।
- পরবর্তী কয়েক বছর দায়ূদ একজন ভবঘুরের মতো জীবন যাপন করেছিলেন (১ শমূয়েল ২২:১,২)। যে ব্যক্তি রাজা হওয়ার জন্য অভিষিক্ত হয়েছিলেন, তিনি কিছু সময়ে গুহার মধ্যেও অতিবাহিত করেছিলেন!
- যাইহোক, সেই সময়ে ঈশ্বর তার কাছে কিছু মানুষদের প্রেরণ করেছিলেন যারা দায়ূদের সাথে যুক্ত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে তারা তার শক্তিশালী সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যক্ষ হয়েছিল।
- দায়ূদ যখন ২৩ বছর বয়স, তিনি যিহূদার রাজা হলেন এবং ৭ বছর ৬ মাস যিহূদার উপর রাজত্ব করলেন (২ শমূয়েল ২:১-৪,১১)।
- দায়ূদ যখন ৩০ বছর বয়সের হলেন তখন তিনি অবশেষে সমস্ত ইস্রায়েল ও যিহূদার রাজা হলেন (২ শমূয়েল ৫:৪,৫)। তিনি তারপর ৪০ বছর রাজা হিসাবে রাজত্ব করেছিলেন (১ রাজাবলি ২:১১)।
- দায়ূদ সম্ভবত ৭০-৭৫ বছর বয়সের ছিলেন যখন তিনি মারা যান, তার প্রজন্মে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছিলেন (প্রেরিত ১৩:২২,৩৬)।

- প্রায় ১৭ বছরের প্রস্তুতি – তার 'আহ্বানের' সময় থেকে, যখন ভাববাদী শমূয়েল তাকে ১৩ বছর বয়সে অভিষিক্ত করেছিলেন, সেই 'আহ্বানের সময়' থেকে প্রায় ১৭ বছরের প্রস্তুতি নিয়ে, ৩০ বছর বয়সে রাজা হয়েছিলেন।

পৌল

- পৌল অবশ্যই ৩৩ বছর বয়সের ছিলেন যখন তিনি দম্মেশকের রাস্তায়ে প্রভু যীশুর দর্শন পেয়েছিলেন। তার এত বছর সময় লেগেছিল একজন ফরীশী হওয়ার জন্য।
- প্রভুর সাথে তার সাক্ষাতের সময়ে, প্রভু যীশু পরজাতীয়দের কাছে জ্যোতিস্বরূপ হওয়ার আহ্বান দিলেন, বিশ্বাসের প্রেরিত হিসাবে।
- পৌল প্রাথমিক ৩ বছর দম্মেশকে এবং আরবে (গালাতীয় ১:১৬,১৭; প্রেরিত ৯:১৯-২৫) অতিবাহিত করেছিলেন। দম্মেশকে লোকেরা তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল এবং সেই কারণে তিনি আরব পলায়ন করেছিলেন এবং পরবর্তী কালে তিনি আবার ফিরে এসেছিলেন। সম্ভবত এই সময়ে তিনি সুসমাচারের অধিকাংশ প্রকাশ পেয়েছিলেন, যা তিনি প্রচার করেছিলেন।
- এর পর, ১৫ দিনের জন্য তিনি যিরূশালেমে পরিদর্শন করেছিলেন (গালাতীয় ১:১৮; প্রেরিত ৯:২৬-৩০), যখন তিনি সাহস পূর্বক প্রচার করেছিলেন। কিন্তু আরও একবার লোকেরা তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল এবং তিনি তার্ষ নগরে পলায়ন করলেন।
- তিনি তারপর তার্ষ নগরে, সিরিয়া এবং কিলিকিয়াতে ১৩ বছর অতিবাহিত করেছিলেন (গালাতীয় ১:২১-২৪; ২:১)।
- এই ১৩ বছরের শেষের দিকে, বার্ণবা তার্ষ নগরে এসে শৌলকে আন্তিয়খিয়ায় নিয়ে এসেছিলেন (প্রেরিত ১১:২৫,২৬)।
- পৌল এক বছর আন্তিয়খিয়ায় মণ্ডলীতে শিক্ষা দিয়েছিলেন।
- এই এক বছরের শেষে, বার্ণবার সাথে পৌল দুর্ভিক্ষে পীড়িত মানুষদের জন্য সাহায্য নিয়ে যাওয়ার জন্য দ্বিতীয় বার যিরূশালেম পরিদর্শন করলেন (প্রেরিত ১১:২৯,৩০)। সুতরাং, তিনি যিরূশালেমে ১৪ বছর পর ফিরে এসেছিলেন (গালাতীয় ২:১)।
- এই সময়ে, দম্মেশকের পথে প্রভু যীশুর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পর ১৭ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। এই সময়ে পৌল অবশ্যই ৫০ বছর বয়সের ছিলেন।

- পৌলের খ্রীষ্টিয় জীবনের এবং ঈশ্বরের সাথে গমনাগমনের প্রথম ১৭ বছরের সম্বন্ধে বেশী কিছু নথিভুক্ত নেই। অবশ্যই এটা আমরা জানি যে পৌল এই সময়ে প্রচার করেছিলেন এবং শিক্ষা দিয়েছিলেন। আমরা জানি যে তিনি ঈশ্বরের থেকে প্রকাশ পেয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ত্ব বিষয়গুলির সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছিলেন। কিন্তু, তিনি কী প্রচার করেছিলেন ও শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই বিষয়ে বেশী কিছু বাইবেলে নথিভুক্ত করা নেই। এই সময় কালটিকে পৌলের জীবনের 'নীরব কাল' বলে উল্লেখ করা হয়। এই সময় কাল এবং তার সাথে ইহুদী ধর্মে তার প্রশিক্ষণ, যা তিনি আগেই গ্রহণ করেছিলেন, এইগুলি সব মিলিয়ে তার জীবনের প্রশিক্ষণ কাল হিসাবে ছিল।
- অবশেষে প্রেরিত ১৩ অধ্যায়ে, ১৭ বছর পর, বার্ণবার সাথে পৌল প্রেরিত হিসাবে তার প্রথম মিশনারি যাত্রা শুরু করলেন।
- প্রেরিত ১৪:১৪ পদে, পৌল এবং বার্ণবাকে প্রথম বারের মতো প্রেরিত বলে আখ্যাত করা হয়েছিল।
- প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার ১৭ বছর পর পৌল বাস্তবে তার প্রেরিততত্ত্ব পরিচর্যা শুরু করেছিলেন। সতেরো বছরের প্রস্তুতি এবং প্রশিক্ষণ প্রেরিত পৌলের জন্যও। ঈশ্বর খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে নেই।

যিরমিয়

- যিরমিয় ভাববাদী হওয়ার আহ্বান তার জন্মের আগেই পেয়েছিলেন। ঈশ্বর তাকে বলেছিলেন যে তিনি যেন লোকেদের তাকে বয়সে ছোট বলতে অনুমতি না দেন।
- তবুও, ঐতিহাসিক ভাবে, আমরা জানি যে যিরমিয় অন্তত ১৬ বছর অপেক্ষা করেছিলেন, প্রথম অধ্যায়ে ঈশ্বরের সাথে তার প্রথম সাক্ষাতের থেকে তার প্রথম ভাববাণী বলা পর্যন্ত।

প্রত্যেক ঈশ্বরদত্ত দর্শনের শুরু হওয়ার, কার্যকারী হওয়ার এবং পূর্ণতা লাভ করার একটা নিরূপিত সময় আছে। এখন থেকে ঈশ্বরদত্ত দর্শন শুরু হওয়া পর্যন্ত হল একটা প্রস্তুতি পর্ব।

প্রস্তুতি পর্ব একটা অপেক্ষার সময় – ঈশ্বরদত্ত দর্শনকে শুরু করা ও বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা। কিন্তু অপেক্ষা করার অর্থ এই নয় যে আমরা অলস হয়ে বসে আছি। অপেক্ষা করা এবং অলস হয়ে বসে থাকা দুটি আলাদা বিষয়। অলস হওয়া হল নিষ্ক্রিয় হওয়া, কিছুই না করা। প্রস্তুতির সময়ে, যদিও আমরা দর্শন উন্মুক্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে থাকি, সেই কাজগুলি করার জন্য আমরা সক্রিয় ভাবে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত থাকি, যা তিনি আমাদের অপেক্ষার সময়ে করতে বলেন। যোষেফ তার অপেক্ষার সময়ে নিপুণতার সাথে পোটীফরের গৃহে এবং পরবর্তীকালে কারাগারে সেবা করেছিলেন। মোশি তার অপেক্ষা কালে বিবাহ করেছিলেন এবং তার শ্বশুরের মেষ চরাতেন। দায়ূদ তার অপেক্ষা কালে একটা সেনা বাহিনী নির্মাণ করেছিলেন, গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে লড়াই করেছিলেন এবং ঈশ্বরের থেকে শ্রবণ করার জন্য এবং তাঁর উপর নির্ভর করার জন্য শিক্ষা লাভ করেছিলেন। পৌল তার অপেক্ষা কালে প্রচুর প্রকাশ পেয়েছিলেন যা তিনি অবশেষে প্রচার করেছিলেন, শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং সেই বিষয়ে তিনি লিখেছিলেন।

ঈশ্বরের সাথে আমাদের এই যাত্রায়ে, প্রস্তুতির কাল কখনই শেষ হয় না। প্রত্যেক কাল হল পরবর্তী ধাপের জন্য একটা প্রস্তুতি পর্ব। প্রত্যেক পর্যায় হল পরবর্তী পর্যায়ের জন্য এবং ভবিষ্যতের বিষয়ের জন্য একটা প্রস্তুতি পর্ব। সুতরাং, আমাদের অবশ্যই একটা অনবরত শেখার প্রক্রিয়া, বৃদ্ধি এবং ঈশ্বরের সাথে পরিপক্কতার মধ্যে থাকতে হবে।

ঈশ্বরদত্ত দর্শন আমাদের প্রত্যাশার থেকে ভিন্ন হতে পারে

ঈশ্বর তাঁর দর্শনকে কীভাবে পূর্ণ করবেন, যা তিনি আমাদের প্রদান করেছেন, সেই বিষয়ে অনেক সময়ে আমরা ভুল ধারণা করে থাকি। কীভাবে এই স্বপ্নগুলি আমাদের জীবনে প্রকাশ পাবে ও আমাদের জীবনে ব্যক্ত করবে, সেটা আমাদের কল্পনা ও প্রত্যাশার থেকে অনেকটাই আলাদা হতে পারে।

ঈশ্বর যেভাবেই স্বপ্নগুলি আমাদের জীবনে বাস্তবায়িক করছেন, আমাদের সেই বিষয় গ্রহণ করতে হবে। যেটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হল স্বপ্নগুলিকে বাস্তবায়িক হতে দেখা, কীভাবে সেটা বাস্তবায়িক হচ্ছে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

যোষেফের কথা একটা চিন্তাভাবনা করুন। আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে যোষেফ কখনই কল্পনা করতে পারেন নি যে একজন প্রধান মন্ত্রী হওয়ার আগে তাকে একজন ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করে দেওয়া হবে, একজন দাসের ন্যায় কাজ করবেন, মিথ্যা অভিযোগে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবেন। একইভাবে, মোশির কথা কল্পনা করুন, তিনিও হয়তো কল্পনা করেন নি যে তার একটা ন্যায়ের কাজ তাকে জীবনের পরবর্তী ৪০ বছর প্রান্তরে অতিবাহিত করতে বাধ্য করবে। হঠাথ তাকে মিশরের প্রাসাদ থেকে একজন গৃহহীন ব্যক্তির মতো প্রান্তরে জীবন যাপন করতে হবে। দায়ূদের কথা ভাবুন। তিনি হয়তো বুঝতে পারেন নি যে শমূয়েলের দ্বারা অভিষিক্ত হওয়া থেকে তার রাজা হওয়া পর্যন্ত, কেনই বা তাকে এই সকল কিছুর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল।

ঈশ্বর স্বপ্ন, অনুপ্রাণিত লক্ষ্য, ঐশ্বরিক গন্তব্য, স্বর্গীয় লক্ষ্য, এবং আত্মা দ্বারা জাত দর্শন আমাদের হৃদয়ে প্রদান করে থাকেন। এইগুলি ঈশ্বরদত্ত। এইগুলিকে ছেড়ে দেবেন না যদি পূর্ণতার দিকে যাত্রা খুব কঠিন মনে হয়, অথবা আপনার কল্পনার তুলনায় অনেক ভিন্ন, অথবা আপনার প্রত্যাশার তুলনায় অনেক বেশী অপেক্ষা করতে হয়। যদি আপনি তাঁর দর্শনকে পূর্ণ হতে দেখতে চান, তাহলে আপনি নিবিষ্ট থাকুন।

ঈশ্বর আমাদের জীবন দিয়ে যা কিছু উন্মোচন করতে চলেছেন, সেটা নির্ভর করে না যে আমাদের কাছে কী আছে, অথবা আমরা কে, অথবা বর্তমানে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। ঈশ্বরের মহিমা সেই সকল মানুষদের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে যাদের এই পৃথিবী মূর্খ, দুর্বল, অজানা, তুচ্ছ এবং নিঃস্ব মনে করে থাকে (১ করিন্থীয় ১:২৬-৩১)।

ঈশ্বরদত্ত দর্শনের 'কাইরস' মুহূর্তে বিলম্ব হয়ে যখন আমরা নিজেরা প্রচেষ্টা করি

প্রত্যেকবার আমরা যখন আমাদের ক্ষমতায় কিছু করার চেষ্টা করি – আমরা আমাদের 'কাইরস' মুহূর্তকে আরও বিলম্ব করে দিই। মোশি তার নিজের ক্ষমতায় করতে চেয়েছিলেন এবং সমস্ত কিছু ৪০ বছর বিলম্ব হয়ে গেল! তাকে এই ৪০ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল, যতক্ষণ না পর্যন্ত মিশরের রাজা মারা গেছেন।

প্রেরিত ৭:২৯,৩০

২৯ এই কথায় মোশি পলায়ন করিলেন, আর মিদিয়ন দেশে প্রবাসী হইলেন; সেখানে তাঁহার দুই পুত্রের জন্ম হয়। ৩০ পরে চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইলে সীনয় পর্বতের প্রান্তরে এক দূত একটা ঝোপে অগ্নিশিখায় তাঁহাকে দর্শন দিলেন।

যাত্রাপুস্তক ২:১৫,২৩

১৫ পরে ফরৌণ ঐ কথা শুনিয়া মোশিকে বধ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মোশি ফরৌণের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিলেন, এবং মিদিয়ন দেশে বাস করিতে গিয়া এক কূপের নিকটে বসিলেন। ২৩ অনেক দিন পরে মিসর-রাজের মৃত্যু হইল, এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণ দাস্যকর্ম প্রযুক্ত কাতরোক্তি ও ক্রন্দন করিল, দাস্যকর্মের জন্য তাহাদের আর্তনাদ ঈশ্বরের নিকটে উঠিল।

এটা প্রায়ই সুনিশ্চিত যে আমাদের অনেকেই ঈশ্বরদত্ত দর্শনের দিকে ধাবন করার সময়ে অনেক ভুল করবে। আমাদের ভুল আমাদের একটা ভিন্ন পথে নিয়ে যেতে পারে, হতাশা নিয়ে আসতে পারে, বিলম্ব করতে পারে এবং নিরুৎসাহ করে তুলতে পারে। কিন্তু আমাদের ধরে থাকতে হবে।

ঈশ্বর আমাদের আবার সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারেন। আমরা যখন ঈশ্বরের সামনে আমাদের ভুল অঙ্গীকার করব, তাঁর থেকে ক্ষমা যাচঞা করব এবং আমাদের সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য প্রার্থনা করব, তখন তিনি অবশ্যই তা করবেন। ঈশ্বর আমাদের ভুলের চেয়েও অনেক মহান। তাঁর জন্য এমন কোন জটিল পরিস্থিতি নেই যা তিনি সমাধান করতে পারেন না।

অনেক সময়ে আমাদের ভুল আমাদের এমন এক 'জালের' মধ্যে জড়িয়ে ফেলে, যেখানে মনে হয় আমরা হয়তো আটকে গেছি। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সেখান থেকে বের করে আনতে পারেন। *"আমার দৃষ্টি নিরন্তর সদাপ্রভুর দিকে, কেননা তিনিই আমার চরণ জাল হইতে উদ্ধার করিবেন"* (গীতসংহিতা ২৫:১৫)।

অনেক সময়ে আমাদের ভুলের কারণে আমরা কর্দমাক্ত গর্তে পড়ে যাই। আমাদের অনেকেই, আমাদের একটার পর একটা ভুলের মধ্যে দিয়ে একটা গর্ত থেকে আরেকটা গর্তে যেতে থাকি, ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না আমাদের শিক্ষা হয়। কিন্তু যাই আমাদের গর্তের মধ্যে ফেলুক না কেন, আমাদের সেই গর্ত থেকে বের

করে আনতে এবং আমাদের একটা শক্ত ভূমিতে দাঁড় করাতে ঈশ্বর সক্ষম। *"আমি ধৈর্যসহ সদাপ্রভুর অপেক্ষা করিতেছিলাম, তিনি আমার প্রতি মনোযোগ করিয়া আমার আর্তনাদ শুনিলেন। তিনি বিনাশের গর্ত হইতে, পঙ্কময় ভূমি হইতে, আমাকে তুলিলেন, তিনি শৈলের উপরে আমার চরণ রাখিলেন, আমার পাদসঞ্চার দৃঢ় করিলেন। তিনি আমার মুখে নূতন গীত, আমাদের ঈশ্বরের স্তব দিলেন; অনেকে ইহা দেখিবে, ভীত হইবে, ও সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করিবে"* (গীতসংহিতা ৪০:১-৩)।

আমাদের ভুল আরও বিলম্ব করে দিতে পারে, কিন্তু আমাদের ঈশ্বর সকল সময়কে ঠিক করে দেন। যা সাধন করতে সাধারণত বহু বছর লাগে, তা তিনি একটা বছরেও সাধন করতে পারেন। তিনি বিষয়সকলের গতি বাড়িয়ে দিতে পারেন, যাতে যে কাজটি করতে সাধারণত বহু বছর লাগে, সেটা তিনি কম সময়ের মধ্যে সাধন করতে পারেন। ঈশ্বর দয়াশীল। এমনকি যে সময়গুলি আমরা নষ্ট করেছি, তিনি তা পুনঃস্থাপন করতে পারেন। *"আর পঙ্গপাল, পতঙ্গ, ঘুর্ঘুরিয়া ও শূককীট- আমি যে নিজ মহাসৈন্য তোমাদের কাছে পাঠাইয়াছি, তাহারা- যে যে বৎসরের শস্যাদি খাইয়াছে, আমি তাহা পরিশোধ করিয়া তোমাদিগকে দিব"* (যোয়েল ২:২৫)।

আমাদের অবশ্যই আমাদের অতীতের ভুল থেকে শিখতে পারি, আরও বুদ্ধিমান হতে পারি এবং ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারি, এবং প্রজ্ঞা সহকারে সেই দর্শনকে অনুধাবন করতে পারি যা তিনি আমাদের হৃদয়ে দিয়েছেন। *"তোমার চরণের পথ সমান কর, তোমার গতি ব্যবস্থিত হউক"* (হিতোপদেশ ৪:২৬)।

একটা ঈশ্বরদত্ত দর্শন সকলে উপলব্ধি নাও করতে পারে

প্রেরিত ৭:২৩-২৫

২৩ পরে তাঁহার প্রায় সম্পূর্ণ চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে নিজ ভ্রাতৃগণের, ইস্রায়েল-সন্তানগণের, তত্ত্বাবধান করিবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে উঠিল। ২৪ তখন একজনের প্রতি অন্যায় করা হইতেছে দেখিয়া তিনি তাহার পক্ষ হইলেন, সেই মিসরীয় ব্যক্তিকে আঘাত করিয়া উপদ্রুতের পক্ষে অন্যায়ের প্রতিকার করিলেন। ২৫ তিনি মনে করিতেছিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ বুঝিয়াছে যে, তাঁহার হস্ত দ্বারা ঈশ্বর তাহাদিগকে পরিত্রাণ দিতেছেন; কিন্তু তাহারা বুঝিল না।

মোশি ধারণা করেছিলেন যে তার ইহুদী ভাই ঈশ্বরের কাজকে বুঝতে পারবে। তিনি ভেবেছিলেন যে তার নিজের লোকেরা ফরৌণের গৃহে তার বড় হয়ে ওঠার উদ্দেশ্য এবং তার উপরে ঈশ্বরের হাতকে দেখতে পাবে। কিন্তু লোকেরা বুঝতে পারেনি। মোশি যে তাদের উদ্ধারকর্তা হতে পারেন, সেটা তাদের কোন ভাবে মনেও হয়নি।

আমরা একই ধরণের ঘটনা প্রেরিত পৌলের জীবনেও লক্ষ্য করি। তার একটা শক্তিশালী মন পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তার জীবন আমূল ভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। প্রভু যীশু ব্যক্তিগত ভাবে তার কাছে দেখা দিয়ে, তাকে একটা মহান আহ্বান ও পরিচর্যায়ে আহূত করেছিলেন। এবং তবুও, তার প্রাথমিক বছরগুলিতে, মণ্ডলীর বাকী লোকেরা তাকে একটা সন্দেহের চোখে দেখেছিল, হয়তো তারা নিজেদেরকে পৌলের থেকে দূরেই রাখতো। পৌল অনেক সময় একাকীত্বে কাটিয়েছিলেন। তিনি নিজেই নিজের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তার দর্শনকে ধরে রেখেছিলেন, এবং প্রভুতে নিজেকে শক্তিযুক্ত করেছিলেন।

গালাতীয় ১:১৫,১৬

১৫ কিন্তু যিনি আমাকে আমার মাতার গর্ভ হইতে পৃথক করিয়াছেন, এবং আপন অনুগ্রহ দ্বারা আহ্বান করিয়াছেন, ১৬ তিনি যখন আপন পুত্রকে আমাতে প্রকাশ করিবার সুবাসনা করিলেন, যেন আমি পরজাতিগণের মধ্যে তাঁহার বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করি, তখন আমি ক্ষণমাত্রও রক্ত মাংসের সহিত পরামর্শ করিলাম না,

যখন লোকেরা আমাদের ঈশ্বরদত্ত দর্শন বুঝতে পারে না, আমাদের সেই দর্শনকে তখনও ধরে রাখতে হবে। অনেক সময়ে, প্রেরিত পৌলের মতো আমাদের "ক্ষণমাত্রও রক্ত মাংসের সহিত পরামর্শ" না নেওয়া শিখতে হবে। ঈশ্বর যে দর্শন আমাদের দিয়েছেন তার জন্য আমাদের মানুষের স্বীকৃতি প্রয়োজন নেই। আমাদের শুধু এই বাস্তবটিকে ধরে থাকতে হবে যে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে কথা বলেছেন।

সময়ের সাথে, ঈশ্বর তাঁর দেওয়া দর্শনের প্রতি স্বীকৃতি জানাবেন। তিনি সেই লোকেদের প্রেরণ করবেন যারা আপনার ঈশ্বরদত্ত দর্শনকে স্বীকৃতি দেবেন।

সময়ের সাথে, ঈশ্বর স্পষ্টটা, নির্দেশনা, পরিচালনা এবং প্রজ্ঞা প্রদান করবেন, যা দর্শনকে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন। ঈশ্বর সেই লোকেদের প্রেরণ করবেন যারা আমাদের পরামর্শ দিতে পারে, পরিচালনা করতে পারে এবং আমাদের দেখতে সাহায্য করবে যে কীভাবে বাস্তবিক ভাবে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে দর্শনটিকে কার্যকারী করে তুলতে পারব। ঈশ্বর যে লোকেদের আমাদের জীবনে প্রেরণ করবেন, সেই লোকেদের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর আমাদের সাথে যা কথা বলবেন, তা যেন আমরা শুনতে পারি।

একটা ঈশ্বরদত্ত দর্শন মন্দ আত্মার আক্রমণের মধ্যে পড়বে

নহিমিয় ২:১৮-২০

১৮ পরে আমার উপরে প্রসারিত ঈশ্বরের মঙ্গলময় হস্তের কথা এবং আমার প্রতি কথিত রাজার বাক্য তাহাদিগকে জানাইলাম। তাহাতে তাহারা কহিল, চল, আমরা উঠিয়া গিয়া গাঁথি। এইরূপে তাহারা সেই সাধু কার্যের জন্য আপন আপন হস্ত সবল করিল।

১৯ কিন্তু হোরোণীয় সন্‌বল্লট, অম্মোনীয় দাস টোবিয় ও আরবীয় গেশম্‌ এই কথা শুনিয়া আমাদিগকে বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা করিয়া কহিল, তোমরা এ কি কার্য করিতে উদ্যত হইলে? তোমরা কি রাজদ্রোহ করিবে? ২০ তখন আমি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলাম, যিনি স্বর্গের ঈশ্বর, তিনিই আমাদিগকে কৃতকার্য করিবেন; অতএব তাঁহার দাস আমরা উঠিয়া গাঁথিব; কিন্তু যিরূশালেমে তোমাদের কোন অংশ কি অধিকার কি স্মৃতিচিহ্ন নাই।

এটা খুবই সুস্পষ্ট, কিন্তু তবুও এই বিষয়ে উল্লেখ করা উচিৎ। শয়তান কখনই খুশী হয় না যখন সে কাউকে দেখে যে সেই ব্যক্তি, স্বর্গ থেকে কর্তৃত্ব লাভ করে, ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার করছে এবং অন্ধকারের শক্তিকে ধ্বংস করছে। ঈশ্বরের রাজ্যের কাজ করা থেকে আমাদের বিমুখ করার জন্য, বিরোধ করার জন্য, বিভ্রান্ত করার জন্য শয়তান সব রকম প্রচেষ্টা করবে।

যখন নহিমিয় যিরূশালেমের প্রাচীর পুনঃনির্মাণ করার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন, তখন আরবীয় এবং অম্মোনীয় আধিকারিকরা তাকে দেখে বিদ্রুপ করেছিল, এবং পরবর্তীকালে তারা নহিমিয়ের কাজের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু নহিমিয় তার দৃষ্টি সদাপ্রভুর উপর রেখেছিলেন এবং ঈশ্বরের দেওয়া কাজ করে গিয়েছিলেন।

অনেক ক্ষেত্রে মন্দ আত্মার বিরোধিতা এমন সূক্ষ্ম ভাবে আসে যা আমরা বুঝে উঠতে পারি না।

মন্দ আত্মার বিরোধিতা একটা বিক্ষেপের রূপে আসতে পারে। অন্যান্য অনেক ভালো বিষয় থাকতে পারে, গুরুত্বপূর্ণ অথবা জটিল বিষয় থাকতে পারে যা আমাদের মনোযোগকে, সময়কে ও শক্তিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করবে। আমাদের সূক্ষ্ম ভাবে বিবেচক হতে হবে এবং ঈশ্বরদত্ত দর্শনের প্রতি লক্ষ্য স্থির করে রাখতে হবে, যা আমাদের অন্তরে জন্ম নিয়েছে। বিক্ষেপ আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে এবং এর পরিণামে আমাদের সময়, ক্ষমতা ও সম্পদ নষ্ট হতে পারে।

মন্দ আত্মার বিরোধিতা একটা ক্ষুদ্র অপসারণ হিসাবে আসতে পারে। আমরা শুরুতে যদি একটা খুব ছোট অপসারণ দিয়ে শুরু করি, সময়ের সাথে, এই ক্ষুদ্র অপসারণটি একটা বৃহৎ ফাটল তৈরি করতে পারে আমাদের ও আমাদের প্রকৃত দর্শন থেকে। এখানেও, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা অনবরত নিজের যাচাই করি ও ঈশ্বরের দেওয়া দর্শনের সাথে নিজেদের পুনঃসংস্থাপিত করি। তাঁর পরিচালনার সাথে সারিবদ্ধ হয়ে থাকুন।

মন্দ আত্মার বিরোধিতা অন্তরের একটা বিবাদ অথবা লড়াই হসাবে আসতে পারে। অন্তরের লড়াইগুলি নিজেদেরকেই ভেঙ্গে ফেলে। সুতরাং, আমাদের অনবরত নিজেদের ভিতরের লড়াই থেকে আমাদের দল ও পরিচর্যাকে রক্ষা করতে হবে।

মন্দ আত্মার বিরোধিতা নিরুৎসাহের রূপ নিয়ে আসতে পারে। আমাদের প্রত্যেকেই কখনও না কখনও নিরুৎসাহের সম্মুখীন হই, যেখানে আমরা হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো মনে হতে পারে। অনেকসময়ে আমাদের সহ-কার্যকারীরা আমাদের নিরুৎসাহ করতে পারে। কিন্তু চাবিকাঠি এটাই যে আমরা যেন নিজেদের ঈশ্বরেতে উৎসাহিত করতে শিখি এবং নিবিষ্ট থাকতে পারি।

ঈশ্বর আমাদের সপক্ষে, জয়ী হওয়ার জন্য আমাদের শক্তিযুক্ত করবেন।

একটা ঈশ্বরদত্ত দর্শন ব্যক্তির চেয়ে অনেক বৃহৎ হয়

প্রত্যেক ঈশ্বরদত্ত দর্শন সেই ব্যক্তির চেয়ে অনেক বৃহৎ। ঈশ্বর কখনই এটা অভিপ্রায় করেননি যে ঈশ্বরদত্ত দর্শন একজন ব্যক্তি একাই সাধন করবে।

নহিমিয় ২:১২

১২ পরে আমি ও আমার সঙ্গী কয়েক জন পুরুষ, আমরা রাত্রিতে উঠিলাম; কিন্তু যিরূশালেমের জন্য যাহা করিতে ঈশ্বর আমার মনে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন, তাহা কাহাকেও বলি নাই; এবং আমি যে পশুর উপরে আরোহণ করিয়াছিলাম, সেটি ছাড়া আর কোন পশু আমার সঙ্গে ছিল না।

নহিমিয় ২:১৭,১৮

১৭ পরে আমি তাহাদিগকে কহিলাম, আমরা কেমন দুরবস্থায় আছি, তাহা তোমরা দেখিতেছ; যিরূশালেম ধ্বংসিত ও তাহার দ্বার সকল অগ্নিতে দগ্ধ রহিয়াছে; আইস, আমরা যিরূশালেমের প্রাচীর নির্মাণ করি, যেন আর গ্লানির পাত্র না থাকি। ১৮ পরে আমার উপরে প্রসারিত ঈশ্বরের মঙ্গলময় হস্তের কথা এবং আমার প্রতি কথিত রাজার বাক্য তাহাদিগকে জানাইলাম। তাহাতে তাহারা কহিল, চল, আমরা উঠিয়া গিয়া গাঁথি। এইরূপে তাহারা সেই সাধু কার্যের জন্য আপন আপন হস্ত সবল করিল।

অল্প সময়ের জন্য নহিমিয় কাউকে না জানিয়েই তার হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরদত্ত দর্শনটি বহন করেছিলেন। কিন্তু, একটা সময় উপস্থিত হল যখন তিনি তার দর্শন অন্যদের সাথে ভাগ করে নিলেন। তিনি লোকেদের তার দর্শনে আমন্ত্রণ করলেন যাতে তারা একসঙ্গে এই দর্শনটিকে পূর্ণ হতে দেখতে পারে। *"আইস, আমরা যিরূশালেমের প্রাচীর নির্মাণ করি,..."।* তিনি তাদের জানালেন যে কীভাবে ঈশ্বর তাকে এতো দূর পর্যন্ত নিয়ে এলেন এবং এর দ্বারা অন্যদের মধ্যে বিশ্বাস ও প্রত্যয় প্রদান করলেন, যাতে তারাও এই দর্শনটিকে ধরে এইরূপ বলতে পারে *"চল, আমরা উঠিয়া গিয়া গাঁথি"।*

প্রেরিতের পুস্তকে এবং অন্যান্য পত্রের মধ্যে, আমরা পৌলের সহকারীদের বিষয়ে পাঠ করে থাকি। পৌল নিজে অনেক মানুষদের কথা উল্লেখ করেছেন যারা তার সহকারী ছিলেন। তিনি এই ধরণের শব্দ ব্যবহার করেন, যেমন, 'সহবন্দী', 'সহকারী', 'অংশীদার এবং সাহায্যকারী', 'অংশীদার', 'সহ-কার্যকারী', 'সহ-দাস' তার সহকারীদের উল্লেখ করার জন্যঃ বার্ণবা, সীল, লূক, আন্দ্রনীক, যুনিয়, তীমথিয়,

লুকিয়, যাসোন, সোষিপাত্র, তীত, ক্লিমেন্ট, ইপাফ্রা, তুখিক, আরিষ্টার্খ, মারকুস, যুষ্ট, ফিলীমন, আপ্পিয়া, আর্খিপ্প, দীমা, এবং অন্যান্য আরও ভাইয়েরা, মহিলারা যারা তার সাথে সুসমাচারে সহযোগী করেছে, যাদের নাম জীবন পুস্তকে লেখা আছে।

আমাদের অনেকের সাথে সমস্যা এটা যে আমরা অন্যান্য লোকেদের আমাদের ঈশ্বরদত্ত দর্শনের মধ্যে প্রবেশ করতে দিই না। আমরা মনে করি যে আমরা এই সকল কিছু একাই করব। আমাদের মনে রাখতে হবে যে ঈশ্বর একটা ব্যক্তিকে দর্শন প্রদান করেন, কিন্তু তিনি অভিপ্রায় করেন যে অনেকে এই দর্শনের মধ্যে যুক্ত হবে এবং এক সঙ্গে সম্পন্ন করবে।

হয়তো একটা ক্ষেত্রে যেখানে একজন দর্শন বহনকারীকে বৃদ্ধি পেতে হবে, সেটা হল আমাদের দর্শনকে অন্যদের সাথে সঠিক ভাবে ভাগ করে নেওয়ার ক্ষমতা, যাতে তারাও দর্শনটিকে বুঝতে পারে এবং সেখানে পদক্ষেপ করতে পারে। আমাদের অবশ্যই এটা একটা সঠিক মনোভাব সহকারে করতে হবে। ঈশ্বর কারুর হৃদয়ে কথা বলতে পারেন এবং তারাও তাদের হৃদয়ে একটা মন্থন উপলব্ধি করতে পারে এবং আমাদের ঈশ্বরদত্ত দর্শনের মধ্যে পদক্ষেপ করতে পারে। আমরা এই ধরণের অংশীদারিত্ব উপভোগ করে থাকি। অনেকে আমাদের কথা শুনবে, কিন্তু তাদের হৃদয়ে একই ধরণের মন্থন উপলব্ধ নাও করতে পারে। আমরা যেন নিরুৎসাহ না হই এবং সেই মানুষদের প্রতি অসন্তোষ অথবা রাগ প্রকাশ না করি, যারা আমাদের দর্শনে সাড়া দেয়নি। ঈশ্বর তাদের জন্য হয়তো অন্য কিছু রেখেছেন যেখানে তারা যুক্ত হতে পারে।

অবশ্যই আমাদের সতর্কতা বজায় রাখতে হবে এবং বুদ্ধিমান হতে হবে, যখন আমরা আমাদের দর্শন অন্যদের সাথে ভাগ করে নিই এবং আমাদের দর্শনে অংশগ্রহণ করতে তাদের আহ্বান করি। আমরা চাইনা যে ভুল লোকেরা যুক্ত হোক। ঈশ্বর যা আমাদের হৃদয়ে জন্ম দিয়েছেন, তা তারা নষ্ট করে দিতে পারে।

একটা ঈশ্বরদত্ত দর্শনে অংশগ্রহণ করে অন্যান্য মানুষেরা তাদের আহ্বান উপলব্ধি এবং পূর্ণ করতে পারে

অনেক মানুষেরা আপনার দর্শনে পদক্ষেপ করে ও অংশগ্রহণ করে তারা তাদের জীবনের আহ্বানকে উপলব্ধি করতে ও পূর্ণ করতে পারবে।

আমাদের দর্শন অন্যের সাথে ভাগ করে নেওয়ার অর্থ এই নয় যে আমরা তাদের ব্যবহার করব আমার স্বার্থকে পূর্ণ করার জন্য। এটা সম্পূর্ণ ভাবে ভুল।

আমরা যখন অন্য ব্যক্তিদের আমাদের দর্শনে অংশগ্রহণ করতে দিই, তখন যেন আমরা তাদের কথাও আমাদের স্মরণে রাখি। আমরা যেন অবশ্যই দেখি যে ঈশ্বর তাদের জীবনে যা দিয়েছেন এবং ঈশ্বর তাদের যা কিছু পূর্ণ করার জন্য আহ্বান করেছেন, তা যেন পূর্ণতা লাভ করে যখন তারা আমাদের দর্শনে অংশগ্রহণ করে।

খ্রীষ্টের দেহে স্বপ্ন এবং দর্শনগুলি একে অপরের সাথে যুক্ত

যেহেতু আমরা একটা দেহ, ঈশ্বর তাঁর লোকেদের যে স্বপ্ন ও দর্শন প্রদান করে থাকেন তা একে অপরের উপর নির্ভরশীল ও যুক্ত।

ইফিষীয় ৪:৪

৪ দেহ এক, এবং আত্মা এক; আবার যেমন তোমাদের আহ্বানের একই প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হইয়াছ।

আমরা আমাদের দর্শন দেহের বাইরে পূর্ণ করতে পারি না। আমাদের সকলকেই একটা প্রত্যাশায় আহূত করা হয়েছে।

ইফিষীয় ৪:১৬

১৬ যিনি মস্তক, তিনি খ্রীষ্ট, তাঁহা হইতে সমস্ত দেহ, প্রত্যেক সন্ধি যে উপকার যোগায়, তদ্দ্বারা যথাযথ সংলগ্ন ও সংযুক্ত হইয়া প্রত্যেক ভাগের স্ব স্ব পরিমাণানুযায়ী কার্য অনুসারে দেহের বৃদ্ধি সাধন করিতেছে, আপনাকেই প্রেমে গাঁথিয়া তুলিবার জন্য করিতেছে।

আমরা প্রত্যেকে অপরকে যোগান দিয়ে থাকি, যাতে আমরা সকলে একসঙ্গে দেহকে গেঁথে তুলতে পারি।

আমরা যখন অন্য ব্যক্তিদের স্বপ্নে পদার্পণ করি এবং তাদের দর্শনকে পূর্ণ করতে সাহায্য করি – আমরা এর পরিণামে আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের দর্শন ও উদ্দেশ্যকেও পূর্ণ করতে পারব।

ঈশ্বরের কাছে একটা বড় হৃদয়ের জন্য যাচঞা করুন, বড় দর্শন নয়

আমাদের অনেকেরই একটা বড় দর্শন আছে, কিন্তু হৃদয় খুব ছোট। সেখানে শুধুই একজনের জন্য স্থান আছে, এবং সেটা হল সে 'নিজে'।

আমার হৃদয়ে যেন আমার থেকেই বেশী মানুষদের জন্য স্থান থাকে।

একটা বড় দর্শনের জন্য একটা বড় হৃদয়ের প্রয়োজন হয়!

আমাদের যেন অবশ্যই একটা বড় হৃদয় থাকে যেখানে সেই সকলের জন্য স্থান থাকে, যাদের ঈশ্বর নিরূপিত করেছেন আমাদের দর্শনের সাথে ভাগীদার হতে।

একটা বড় হৃদয় হল এমন একটা হৃদয় যেখানে কোন প্রকার নিরাপত্তাহিনতা, হিংসা, প্রতিযোগিতা, এবং আত্ম-কেন্দ্রিকতা থাকবে না। একটা বড় হৃদয় হল সেই হৃদয় যা লোকেদের জীবনে ঈশ্বরের কাজকে চিহ্নিত করে ও আনন্দ করে। এটা এমন একটা হৃদয় যা অন্যদের আহ্বানকে পূর্ণ করতে উৎসাহিত করে ও শক্তিযুক্ত করে।

ব্যক্তিগত প্রয়োগ

প্রশ্ন ১ – ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণ করার জন্য তিনি আপনার হৃদয়ে কী দর্শন প্রদান করেছেন? আপনার জীবনের এই পর্যায়ে তিনি আপনার সাথে কী কথা বলছেন? এটা যদি আপনার কাছে অস্পষ্ট থাকে, তাহলে হবক্কূকের মতো ঈশ্বরের রব শোনার জন্য আপনি নিজেকে অবস্থান করুন। *"আমি আপন প্রহরী-কার্য্যের স্থানে দাঁড়াইব, দুর্গের উপরে অবস্থিত থাকিব; আমার আবেদনের বিষয়ে তিনি আমাকে কি বলিবেন, এবং আমি কি উত্তর দিব, তাহা দেখিয়া বুঝিব"* (হবক্কূক ২:১)।

প্রশ্ন ২ – কী সেই ভিতরের ও বাহ্যিক বিষয়গুলি যা আপনি উপলব্ধি করতে পারছেন যে ঈশ্বর বর্তমানে আপনার জীবনে কাজ করছেন, যাতে তিনি তাঁর রাজ্যের উদ্দেশ্যটি আপনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে পারেন? এমন কোন বিষয় আছে যা করার মধ্যে দিয়ে আপনি ঈশ্বরের সাথে সহযোগ করতে পারেন, যাতে দর্শনটি আপনার জীবনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়?

প্রশ্ন ৩ – আপনার হৃদয়ে কি স্থান আছে যেখানে আপনি অন্য লোকেদের প্রবেশ করতে দেবেন এবং ঈশ্বরদত্ত দর্শনটিকে পূর্ণ করতে সাহায্য করতে দেবেন? লোকেদের আপনার দর্শন থেকে বাইরে রাখার জন্য কোন প্রকার প্রাচীর গঠন করে রেখেছেন কি? আপনি কি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করবেন এই প্রাচীরগুলি ভেঙ্গে ফেলার জন্য?

ঈশ্বরের পরিকল্পনা আবিষ্কার করার বিষয়ে আরও অধ্যয়ন করতে গেলে APC প্রকাশনের বিনামূল্যে পুস্তকটি পাঠ করুনঃ "Fulfilling God's Purpose for Your Life"

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করার জন্য আরও অনুপ্রেরনার জন্য APC প্রকাশনের বিনামূল্যে পুস্তকটি পাঠ করুনঃ "Giving Birth to the Purposes of God" এবং "Don't Compromise Your Calling"

সময় ও কাল সম্বন্ধে আরও অধ্যয়ন করতে গেলে APC প্রকাশনের বিনামূল্যে পুস্তকটি পাঠ করুনঃ "A Time for Every Purpose"

We Have a Vision

Written by: Chris Falson

We have a vision for this nation
We share a dream for this land
We join the angels in celebration
And by faith we speak revival to this land

Where every knee shall bow and worship You
And every tongue confess that You are Lord
Give us an open heaven
And anoint our prayers this day
And move Your sovereign hand across this nation

অধ্যায় পাঁচঃ

ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারীদের জীবনশৈলী

তদ্রূপ তোমাদের দীপ্তি মনুষ্যদের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হউক্, যেন তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে।

(মথি ৫:১৬)

৫

ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারীদের জীবনশৈলী

আমরা কী করি, তার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ আমরা কে। আমাদের হওয়া (পরিচয়) আমাদের কাজের চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

প্রায়ই রাজ্য নির্মাণকারী কাজে আমরা কাজ নিয়ে এতটাই আচ্ছন্ন হয়ে যাই যে, আমরা ভুলে যাই যে আমাদের কাজের তুলনায় ঈশ্বর আমাদের প্রতি বেশী আগ্রহী, যা তিনি আমাদের মধ্যে দিয়ে করেন।

সুতরাং, এই অধ্যায়ে সেই মূল বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে যা আমাদের পরিচয় ও রাজ্য নির্মাণকারী হিসাবে জীবন যাপন করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তিনটে প্রধান ক্ষেত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করবঃ (ক) ঐশ্বরিক চরিত্র (খ) আত্মিক পরিপক্কতা, এবং (গ) ধনাধ্যক্ষতা।

ঐশ্বরিক চরিত্র খুব গুরুত্বপূর্ণ

চরিত্র কী?

- চরিত্র হল ব্যক্তি হিসাবে আমার প্রকৃতি, গুণ, মেজাজ, ব্যক্তিত্ব, স্বভাব, আত্মা, নৈতিক তন্তু, যা আমাকে সংজ্ঞায়িত করে।
- আমার চরিত্র হল প্রকৃত ভাবে একজন ব্যক্তি হিসাবে আমি কে।
- এটা তা নয় যেটা আমি মানুষদের সামনে ধারণা করার চেষ্টা করি। এটা তা নয় যা অন্যেরা আমার সম্বন্ধে ধারণা করে।
- আমার চরিত্র আমার আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়ে।
- কঠিন ও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে আমার কাজ ও আচরন আমার চরিত্রকে প্রকাশ করে।
- গোপনে আমার পছন্দগুলি আমার চরিত্রকে প্রকাশ করে।
- আমার কথা, মনোভাব এবং সিদ্ধান্তগুলি আমার চরিত্রকে প্রকাশ করে।
- মূল্য-ব্যবস্থা আমার সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করে।

যোষেফ

বাইবেলে ঐশ্বরিক চরিত্রের মধ্যে অন্যতম উদাহরণ হলেন যোষেফ। তিনি বিশ্বস্ত ভাবে ১১ বছর পোটীফরের গৃহে সেবা করেছিলেন। তার সেবাকালের সময়ের শেষের দিকে, যোষেফ এমন এক স্থানে পৌঁছেছিলেন, যেখানে পোটীফার যোষেফের হাতে তার গৃহের সকল কিছু দায়িত্ব সঁপে দিয়েছিলেন। এবং তবুও যোষেফের জীবনে একটা খুব কঠিন পরিস্থিতি এলো। এখানে তার বিবরণ দেওয়া হলঃ

আদিপুস্তক ৩৯:১-১৩

১ যোষেফ মিসর দেশে আনীত হইলে পর, যে ইশ্মায়েলীয়েরা তাঁহাকে তথায় লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতে ফরৌণের কর্মচারী পোটীফর তাঁহাকে ক্রয় করিলেন; ইনি রক্ষক-সেনাপতি, একজন মিসরীয় লোক। ২ আর সদাপ্রভু যোষেফের সহবর্তী ছিলেন, এবং তিনি সফলকর্মা হইলেন, ও আপন মিসরীয় প্রভুর গৃহে রহিলেন। ৩ আর সদাপ্রভু তাঁহার সহবর্তী আছেন, এবং তিনি যাহা কিছু করেন, সদাপ্রভু তাঁহার হস্তে তাহা সফল করিতেছেন, ইহা তাঁহার প্রভু দেখিলেন। ৪ অতএব যোষেফ তাঁহার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন, ও তাঁহার পরিচারক হইলেন, এবং তিনি যোষেফকে আপন বাটীর অধ্যক্ষ করিয়া তাঁহার হস্তে আপনার সর্বস্ব সমর্পণ করিলেন। ৫ যে অবধি তিনি যোষেফকে আপন বাটীর ও সর্বস্বের অধ্যক্ষ করিলেন, সেই অবধি সদাপ্রভু যোষেফের অনুরোধে সেই মিসরীয় ব্যক্তির বাটীর প্রতি আশীর্বাদ করিলেন; বাটীতে ও ক্ষেত্রে স্থিত তাঁহার সমস্ত সম্পদের প্রতি সদাপ্রভুর আশীর্বাদ বর্তিল। ৬ অতএব তিনি যোষেফের হস্তে আপনার সর্বস্বের ভার দিলেন; আপনি নিজ আহারীয় দ্রব্য ব্যতীত আর কোন কিছুরই তত্ত্ব লইতেন না। যোষেফ রূপবান ও সুন্দর ছিলেন। ৭ এই সকল ঘটনার পর তাঁহার প্রভুর স্ত্রী যোষেফের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল; আর তাঁহাকে কহিল, আমার সহিত শয়ন কর। ৮ কিন্তু তিনি অস্বীকার করতঃ আপন প্রভুর স্ত্রীকে কহিলেন, দেখুন, এই বাটীতে আমার হস্তে কি কি আছে আমার প্রভু তাহা জানেন না; আমারই হস্তে সর্বস্ব রাখিয়াছেন; ৯ এই বাটীতে আমা অপেক্ষা বড় কেহই নাই; তিনি সমুদয়ের মধ্যে কেবল আপনাকেই আমার অধীনা করেন নাই, কারণ আপনি তাঁহার স্ত্রী। অতএব আমি কিরূপে এই মহা দুষ্কর্ম করিতে ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিতে পারি? ১০ সে দিন দিন যোষেফকে সেই কথা কহিলেও তিনি

তাহার সহিত শয়ন করিতে কিম্বা সঙ্গে থাকিতে তাহার কথায় সম্মত হইতেন না। [১১] পরে এক দিন যোষেফ কার্য করিবার জন্য গৃহমধ্যে গেলেন; বাটীর লোকদের মধ্যে অন্য কেহ তথায় ছিল না, [১২] তখন সে যোষেফের বস্ত্র ধরিয়া বলিল, আমার সহিত শয়ন কর; কিন্তু যোষেফ তাহার হস্তে আপন বস্ত্র ফেলিয়া বাহিরে পলাইয়া গেলেন। [১৩] তখন যোষেফ তাহার হস্তে বস্ত্র ফেলিয়া বাহিরে পলাইলেন

"না" বলার ক্ষমতা একটা শক্তিশালী চরিত্র থেকেই আসে (পদ ৮)।

আপনার বিবেক আপনাকে ঈশ্বরের সামনে জবাদিহি করবে, এমনকি যখন কেউ আপনাকে লক্ষ্য করছে না (পদ ৯)।

যদি আপনার একটা শক্তিশালী চরিত্র থাকে, তাহলেই প্রবল প্রলোভনের মুখে "না" বলার ক্ষমতা রাখতে পারবেন (পদ ১০)।

একটা শক্তিশালী চরিত্র কখনই দুর্বল হতে পারে না এবং কখনই একটা অনবরত প্রলোভনের মধ্যে পা দেবে না (পদ ১০)।

কীভাবে চরিত্র গঠিত হয়?

একজন ব্যক্তির চরিত্রকে কোন বিষয়গুলি প্রভাবিত করে অথবা গঠন করে? বাইবেলে দানিয়েল হলেন আরও একটা উদাহরণ যিনি শক্তিশালী নৈতিক চরিত্রের প্রমান দেখিয়েছিলেন। আমরা দানিয়েলের জীবন পর্যবেক্ষণ করব যাতে আমরা দেখতে পাই যে কীভাবে ঈশ্বর তার জীবনে চরিত্র গঠন করেছিলেন।

দানিয়েল

দানিয়েল, সম্ভবত যিরূশালেমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যিহূদা বংশের ছিলেন, যিরূশালেমের অন্যান্য বন্দীদের সাথে তাকেও বাবিল রাজ্যে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দানিয়েল এবং তার তিন বন্ধু হয়তো কিশোর ছিলেন যখন তাদের বাবিল রাজ্যে প্রশিক্ষণের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনটে রাজ্যের রাজার অধীনে দানিয়েল জীবন যাপন করেছিলেন ও তাদের দরবারে সেবা করেছিলেন, নবূখদ্নিৎসর এবং বেলশৎসর (বাবিলের রাজা), দারিয়াবস (মাদীয়) এবং পরবর্তীকালে সাইরাস (পারস্য রাজা)। তার জীবন এই শক্তিশালী রাজাদের প্রভাবিত করেছিল এবং তারা সকল স্বীকার করেছিল যে ইব্রীয়দের ঈশ্বর হলেন প্রকৃত ঈশ্বর।

- দানিয়েলের চরিত্র তার শুরুর বছরগুলি থেকেই গঠন হওয়া শুরু করেছিল যখন তিনি তার দৃঢ়প্রত্যয়ের সাথে দাঁড়িয়েছিলেন (দানিয়েল ১:৮)। দানিয়েল এবং তার বন্ধুরা যে দৃঢ়প্রত্যয়ের সাথে দাঁড়িয়েছিল, সেটা ঈশ্বর সম্মান করেছিলেন।

দানিয়েল ১:৮

৮ কিন্তু দানিয়েল মনে স্থির করিলেন যে, তিনি রাজার আহারীয় দ্রব্যে ও তাঁহার পানীয় দ্রাক্ষারসে আপনাকে অশুচি করিবেন না। এই জন্য আপনাকে যেন অশুচি করিতে না হয়, এই অনুমতি নপুংসকগণের অধ্যক্ষের কাছে প্রার্থনা করিলেন।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঐশ্বরিক চরিত্র গঠনের উপর কাজ শুরু করা, ততই ভালো।

- একটা মানুষের সঙ্গীরা তার চরিত্রকে প্রভাবিত করে।

দানিয়েল ২:১৭

১৭ পরে দানিয়েল গৃহে গিয়া আপনার সহচর হনানিয়, মীশায়েল, ও অসরিয়কে সেই কথা জ্ঞাত করিলেন;

১ করিন্থীয় ১৫:৩৩

৩৩ ভ্রান্ত হইও না, কুসংসর্গ শিষ্টাচার নষ্ট করে।

- সময়ের সাথে অনুশাসন ও অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে শক্তিশালী নৈতিক চরিত্র গঠিত হয়।

দানিয়েল ৬:১০

১০ পত্রখানি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, ইহা দানিয়েল যখন জানিতে পাইলেন, তখন আপন গৃহে গেলেন; তাঁহার কুঠরির বাতায়ন যিরূশালেমের দিকে খোলা ছিল; তিনি দিনের মধ্যে তিনবার জানু পাতিয়া আপন ঈশ্বরের সম্মুখে প্রার্থনা ও স্তবগান করিলেন, যেমন পূর্বে করিতেন।

- প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে শক্তিশালী নৈতিক চরিত্র আরও শক্তিযুক্ত হয়।

রোমীয় ৫:৩,৪

৩ কেবল তাহা নয়, কিন্তু নানাবিধ ক্লেশেও শ্লাঘা করিতেছি, কারণ আমরা জানি, ক্লেশ ধৈর্যকে, ৪ ধৈর্য পরীক্ষাসিদ্ধতাকে এবং পরীক্ষাসিদ্ধতা প্রত্যাশাকে উৎপন্ন করে;

চরিত্র কেন গুরুত্বপূর্ণ?

১, ঈশ্বরের রাজ্যে পরিচর্যার জন্য ঐশ্বরিক চরিত্র একটা পূর্বশর্ত

যখন প্রেরিত পৌল আত্মিক নেতাদের মনোনীত করার বিষয়ে তীমথিয় ও তীতকে লিখেছিলেন, যে গুণগুলি তিনি তালিকাভুক্ত করেছিলেন তা বরদানের চেয়েও চরিত্র ও জীবনশৈলীর উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করে।

অভিষেক এবং বরদান গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এইগুলির কারণে আমরা যেন আমাদের চরিত্র ও জীবনশৈলীকে অগ্রাহ্য না করি।

১ তীমথিয় ৩:১-১৫

১ এই কথা বিশ্বসনীয়, যদি কেহ অধ্যক্ষপদের আকাঙ্ক্ষী হন, তবে তিনি উত্তম কার্য বাঞ্ছা করেন। ২ অতএব ইহা আবশ্যক যে, অধ্যক্ষ অনিন্দনীয়, এক স্ত্রীর স্বামী, মিতাচারী, আত্মসংযমী, পরিপাটী, অতিথি সেবক এবং শিক্ষাদানে নিপুণ হউন; ৩ মদ্যপানে আসক্ত কিম্বা প্রহারক না হন, কিন্তু ক্ষান্ত, নির্বিরোধ ও অর্থলোভ-শূন্য হন, ৪ আপন ঘরের শাসন উত্তমরূপে করেন, এবং সম্পূর্ণ ধীরতা সহকারে সন্তানগণকে বশে রাখেন; ৫ কিন্তু যদি কেহ ঘর শাসন করিতে না জানে, সে কেমন করিয়া ঈশ্বরের মণ্ডলীর তত্ত্বাবধান করিবে? ৬ তিনি নূতন শিষ্য না হউন, পাছে গর্বান্ধ হইয়া দিয়াবলের বিচারে পতিত হন। ৭ আর বহিঃস্থ লোকদের কাছেও উত্তম সাক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া তাঁহার আবশ্যক, পাছে তিরস্কারে ও দিয়াবলের জালে পতিত হন। ৮ সেইরূপ পরিচারকদেরও আবশ্যক, যেন তাঁহারা ধীর হন, যেন দ্বিবাক্যবাদী, বহু মদ্যপানে আসক্ত, কুৎসিত লোভের আকাঙ্ক্ষী না হন, ৯ এবং শুচি বিবেকে বিশ্বাসের নিগূঢ়তত্ত্ব ধারণ করেন। ১০ আর অগ্রে তাঁহাদেরও পরীক্ষা করা হউক, যদি তাঁহারা অনিন্দনীয় হন, তবে পরিচারকের কর্ম করুন। ১১ তদ্রূপ স্ত্রীলোকেরাও ধীর, অনপবাদিকা, মিতাচারিণী এবং সর্ববিষয়ে বিশ্বস্ত হউন। ১২ পরিচারকেরা এক একজন এক এক স্ত্রীর স্বামী হউন, এবং সন্তান-সন্ততি ও আপন আপন ঘর উত্তমরূপে শাসন করুন। ১৩ কেননা যাঁহারা উত্তমরূপে পরিচারকের কার্য করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদের জন্য সুপ্রতিষ্ঠা, এবং খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাসে অতিশয় সাহস লাভ করেন। ১৪ আমি শীঘ্রই তোমার নিকটে উপস্থিত হইব, এমন আশা করিয়া তোমাকে এই সকল লিখিলাম; ১৫ কিন্তু যদি আমার বিলম্ব হয়, তবে যেন তুমি জানিতে পার যে, ঈশ্বরের গৃহমধ্যে কেমন আচার-ব্যবহার করিতে হয়; সেই গৃহ ত জীবন্ত ঈশ্বরের মণ্ডলী, সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি।

তীত ১:৫-৯

৫ আমি তোমাকে এই কারণে ক্রীতীতে রাখিয়া আসিয়াছি, যেন যাহা যাহা অসম্পূর্ণ, তুমি তাহা ঠিক করিয়া দেও, এবং যেমন আমি তোমাকে আদেশ দিয়াছিলাম, প্রত্যেক নগরে প্রাচীনদিগকে নিযুক্ত কর; ৬ যে ব্যক্তি অনিন্দনীয় ও কেবল এক স্ত্রীর স্বামী, যাঁহার সন্তানগণ বিশ্বাসী, নষ্টামি দোষে অপবাদিত বা অদম্য নয় (তাহাকে নিযুক্ত কর)। ৭ কেননা ইহা আবশ্যক যে, অধ্যক্ষ ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ বলিয়া অনিন্দনীয় হন; স্বেচ্ছাচারী কি আশুক্রোধী কি মদ্যপানে আসক্ত কি প্রহারক কি কুৎসিত লাভের লোভী না হন, ৮ কিন্তু অতিথিসেবক, সৎপ্রেমিক, সংযত, ন্যায়পরায়ণ, সাধু ও জিতেন্দ্রিয় হন, ৯ এবং শিক্ষানুরূপ বিশ্বসনীয় বাক্য ধরিয়া থাকেন, এই প্রকারে যেন তিনি নিরাময় শিক্ষাতে উপদেশ দিতে এবং প্রতিকূলবাদীদের দোষ ব্যক্ত করিতে সমর্থ হন।

১ পিতর ৫:১-৪

১ অতএব তোমাদের মধ্যে যে প্রাচীনবর্গ আছেন, তাঁহাদিগকে আমি- সহপ্রাচীন, খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সাক্ষী, এবং প্রকাশিতব্য ভাবী প্রতাপের সহভাগী আমি- বিনতি করিতেছি; ২ তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের যে পাল আছে, তাহা পালন কর; অধ্যক্ষের কার্য কর, আবশ্যকতা প্রযুক্ত নয়, কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক, ঈশ্বরের অভিমতে, কুৎসিত লাভার্থে নয়, কিন্তু উৎসুক ভাবে কর; ৩ নিরূপিত অধিকারের উপরে কর্তৃত্বকারীরূপে নয়, কিন্তু পালের আদর্শ হইয়াই কর। ৪ তাহাতে প্রধান পালক প্রকাশিত হইলে তোমরা ম্লান প্রতাপমুকুট পাইবে।

ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণ কাজের জন্য একটা ঐশ্বরিক চরিত্র হল পরিচর্যার ভিত্তিমূল।

আমাদের পরিচর্যার প্রকৃত শক্তি আমাদের অভিষেকের মধ্যে নয়, কিন্তু আমাদের চরিত্রের মধ্যে থাকে।

মথি ৯:১৭

১৭ আর লোকে পুরাতন কূপায় নূতন দ্রাক্ষারস রাখে না; রাখিলে কূপাগুলি ফাটিয়া যায়, তাহাতে দ্রাক্ষারস পড়িয়া যায়, কূপাগুলিও নষ্ট হয়; কিন্তু লোকে নূতন কূপাতেই টাট্‌কা দ্রাক্ষারস রাখে, তাহাতে উভয়েরই রক্ষা হয়।

অভিষেক হল দ্রাক্ষারস; আমাদের চরিত্র হল কূপা। যদি কূপা দুর্বল হয় তাহলে সেটা ফেটে যাবে এবং আমাদের অভিষেক নষ্ট হয়ে যাবে।

আমরা এইরূপ কথা আগে শুনেছিঃ আপনার বরদান আপনাকে সেই স্থানে নিয়ে যেতে পারে যেখানে আপনার চরিত্র আপনাকে রাখতে পারবে না। আমাদের চরিত্রকে শক্তিযুক্ত করতে হবে যাতে সেই উচ্চ স্থানে আমরা টিকে থাকতে পারি, যেখানে আত্মা আমাদের নিয়ে যায়।

২, আপনার নৈতিক চরিত্র হল আপনার প্রকৃত শক্তি

একজন মানুষের প্রকৃত শক্তি হল তার চরিত্র।

আপনার অন্তরের শক্তি – আপনার নৈতিক চরিত্র – নির্ধারণ করবে যে আপনি প্রলোভন, দোষারোপ, তাড়না, যৌন প্রলোভন, মিথ্যা এবং অন্যান্য চাপের মোকাবিলা করতে পারবেন কি না।

৩, আপনার চরিত্র আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তাকে আকার দেবে

১ থিষলনীকীয় ১:৫,৬

৫ কেননা আমাদের সুসমাচার তোমাদের কাছে কেবল বাক্যে নয়, কিন্তু শক্তিতে ও পবিত্র আত্মায় ও অতিশয় নিশ্চয়তায় উপস্থিত হইয়াছিল; তোমরা ত জান, আমরা তোমাদের কাছে তোমাদের নিমিত্ত কি প্রকার লোক হইয়াছিলাম। ৬ আর তোমরা বহু ক্লেশের মধ্যে পবিত্র আত্মার আনন্দে সেই বাক্য গ্রহণ করিয়া আমাদের এবং প্রভুরও অনুকারী হইয়াছ;

১ থিষলনীকীয় ২:১-১০

১ বস্তুতঃ, ভ্রাতৃগণ, তোমরা নিজেরাই জান, তোমাদের নিকটে আমাদের যে উপস্থিতি, তাহা নিষ্ফল হয় নাই। ২ বরং ফিলিপীতে পূর্বে দুঃখভোগ ও অপমান ভোগ করিলে পর, তোমরা জান, আমরা আমাদের ঈশ্বরে সাহসী হইয়া অতিশয় প্রাণপণে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচারের কথা বলিয়াছিলাম। ৩ কেননা আমাদের উপদেশ ভ্রান্তিমূলক কি অশুচিতামূলক বা ছলযুক্ত নয়। ৪ কিন্তু ঈশ্বর যেমন আমাদিগকে পরীক্ষাসিদ্ধ করিয়া আমাদের উপরে সুসমাচারের ভার রাখিয়াছেন, তেমনি কথা কহিতেছি; মনুষ্যকে সন্তুষ্ট করিব বলিয়া নয়, কিন্তু ঈশ্বর, যিনি আমাদের অন্তঃকরণ পরীক্ষা করেন, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব বলিয়াই কহিতেছি। ৫ কারণ, তোমরা জান, আমরা কখনও চাটুবাদে কিম্বা লোভের জন্য ছলে লিপ্ত হই নাই, ঈশ্বর ইহার সাক্ষী; ৬ আর মনুষ্যদের হইতে সম্মান পাইতে চেষ্টা করি নাই, তোমাদের

নয়, অন্যদের হইতেও নয়, যদিও খ্রীষ্টের প্রেরিত বলিয়া আমরা ভারস্বরূপ হইলেও হইতে পারিতাম; [৭] কিন্তু যেমন স্তন্যদাত্রী নিজ বৎসদের লালন পালন করে, তেমনি তোমাদের মধ্যে কোমল ভাব দেখাইয়াছিলাম; [৮] সেইরূপে আমরা তোমাদিগকে স্নেহ করাতে কেবল ঈশ্বরের সুসমাচার নয়, আপন আপন প্রাণও তোমাদিগকে দিতে স্থির ইচ্ছুক ছিলাম, যেহেতু তোমরা আমাদের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলে। [৯] বস্তুতঃ, হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের পরিশ্রম ও আয়াস তোমাদের স্মরণে আছে; তোমাদের কাহারও ভারস্বরূপ যেন না হই, তজ্জন্য আমরা দিবারাত্র কার্য করিতে করিতে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলাম। [১০] আর বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমাদের কাছে আমরা কেমন সাধু, ধার্মিক ও নির্দোষাচারী ছিলাম, তাহার সাক্ষী তোমরা আছ, ঈশ্বরও আছেন।

আপনার জীবন কথা বলে।

আপনার জীবন হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা যা আপনি প্রচার করতে পারেন।

আমাদের অনেক প্রচার মানুষেরা ভুলেও যেতে পারে, কিন্তু তারা আমাদের জীবনটা মনে রাখবে, যা আমরা যাপন করব।

"ব্যক্তিটি বার্তার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আপনার বার্তা বিশ্বাসযোগ্য হবে কারণ আপনি বিশ্বাসযোগ্য। যখন একজন ব্যক্তি বিশ্বাসযোগ্য হয় না, তার বার্তাও বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে" (ডাঃ এডউইন লুইস কোল)।

৪, আপনার চরিত্র আপনার স্থায়িত্ব নির্ধারণ করে

"খ্যাতি মুহূর্তের মধ্যে আসতে পারে, কিন্তু প্রকৃত মহানতা দীর্ঘায়ুর সাথে আসে" (ডাঃ এডউইন লুইস কোল)।

"তারাই মহান ব্যক্তি, যারা তাদের কৃতিত্ব বহু বছর ধরে ধরে রাখে, যা নির্ভর করে না যে বছরগুলি তার জীবনে কী নিয়ে আসে" (ডাঃ এডউইন লুইস কোল)।

আত্মিক পরিপক্কতা—আত্মিক বরদানের মতোই গুরুত্বপূর্ণ

আত্মিক পরিপক্কতা কী? আত্মিক ভাবে পরিপক্ক হওয়ার অর্থ কী? আমরা কীভাবে মূল্যায়ন করতে পারব যে আমরা প্রকৃত ভাবে আত্মিক পরিপক্কতা লাভ করছি কি না?

আত্মিক পরিপক্কতার প্রেক্ষাপটে তিনটে গ্রীক শব্দ প্রায়ই নতুন নিয়মে ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রীক ভাষায়ে এই তিনটে শব্দ বাংলাতে সাধারণত 'সিদ্ধ' বলে অনুবাদ করা হয়েছে, কিন্তু গ্রীক ভাষায়ে এদের অর্থকে পর্যবেক্ষণ করলে আরও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায়ঃ

'টেলেইওস' = সম্পূর্ণ – প্রাপ্ত বয়স্ক, পরিপক্ক, একজন সিদ্ধ ব্যক্তি। এর আক্ষরিক অর্থ হল পূর্ণ বয়স্ক অথবা বৃদ্ধি পাওয়া, একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি হওয়া। এটাকে প্রায়ই পরিপক্কতার প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করা হয়। একজন ব্যক্তি যে পূর্ণ বয়স্ক অথবা সিদ্ধ অথবা সম্পূর্ণ ব্যক্তি। এটা উভয় মানসিক এবং নৈতিক চরিত্রের বৃদ্ধিকে চিহ্নিত করে।

'প্লীরো' = পূর্ণ করা, পূর্ণ হওয়া, পরিব্যাপ্ত হওয়া, কোন কিছুর প্রভাবের অধীনে আসা। এটাকেও সম্পূর্ণ বলে অনুবাদ করা যেতে পারে, কিন্তু আক্ষরিক ভাবে এর অর্থ হল পূর্ণ করা।

'কাতারতাইজো' = পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্পূর্ণ করা, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভাবে সজ্জিত করা। এটাকে প্রায়ই সম্পূর্ণ বলে অনুবাদ করা হয়ে থাকে, কিন্তু এর আক্ষরিক অর্থ হল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভাবে সজ্জিত হওয়া।

আত্মিক পরিপক্কতার সাতটি বৈশিষ্ট্য

নতুন নিয়মের এই তিনটে গ্রীক শব্দের ব্যবহারকে পর্যবেক্ষণ করে আত্মিক পরিপক্কতার সাতটি বৈশিষ্ট্য আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি।

১, আত্মিক পরিপক্কতা হল খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে বৃদ্ধি পাওয়া

মথি ৫:৪৮

৪৮ অতএব তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেমন সিদ্ধ, তোমরাও তেমনি সিদ্ধ *('টেলেইওস')* হও।

যীশু আমাদের একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি হিসাবে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, এমন ব্যক্তি যারা পরিপক্ক এবং পূর্ণ বয়স্ক, কারণ আমাদের ঈশ্বরও এমনই! ঈশ্বর বালকের ন্যায় নন!

ইফিষীয় ৪:১৩

১৩ যাবৎ আমরা সকলে ঈশ্বরের পুত্র বিষয়ক বিশ্বাসের ও তত্ত্বজ্ঞানের ঐক্য পর্যন্ত, সিদ্ধ *('টেলেইওস')* পুরুষের অবস্থা পর্যন্ত, খ্রীষ্টের পূর্ণতার আকারের পরিমাণ পর্যন্ত, অগ্রসর না হই;

আত্মিক ভাবে সিদ্ধ ব্যক্তি হওয়া, একজন পরিপক্ক ব্যক্তি হওয়ার অর্থ হল যে আমরা খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে সম্পূর্ণ ভাবে বৃদ্ধি পাওয়া।

সকল বিষয়ে খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য আমাদের আহ্বান করা হয়েছে (ইফিষীয় ৪:১৫)। আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্র যেন তাঁর সাথে সারিবদ্ধ হয়ে থেকে। আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে খ্রীষ্ট যেন প্রকাশিত হন।

এইটাই ঈশ্বর আমাদের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য কাজ করছেন। সুতরাং, আমরা ঈশ্বরের সাথে যাত্রা করছি, আমাদের অবশ্যই এটাকে আমাদের লক্ষ্যে রাখতে হবে, যে আমরা যেন ব্যক্তিগতভাবে আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছি।

কলসীয় ১:২৮,২৯

২৮ তাঁহাকেই আমরা ঘোষণা করিতেছি, সমস্ত জ্ঞানে প্রত্যেক মনুষ্যকে সচেতন করিতেছি ও প্রত্যেক মনুষ্যকে শিক্ষা দিতেছি, যেন প্রত্যেক মনুষ্যকে খ্রীষ্টে সিদ্ধ *('টেলেইওস')* করিয়া উপস্থিত করি; ২৯ আর তাঁহার যে কার্যসাধক শক্তি আমাতে পরাক্রমে নিজ কার্য সাধন করিতেছে, তদনুসারে প্রাণপণ করিয়া আমি সেই অভিপ্রায়ে পরিশ্রমও করিতেছি।

এটা হল খ্রীষ্টিয় পরিপক্কতার লক্ষ্য – প্রত্যেক ব্যক্তিকে খ্রীষ্টেতে পূর্ণ বয়স্ক (পরিপক্ক, সিদ্ধ) করে উপস্থিত করা।

২, আত্মিক পরিপক্কতা হল ঈশ্বরের সকল ইচ্ছায় সিদ্ধ এবং সম্পূর্ণ হওয়া

কলসীয় ৪:১২

১২ ইপাফ্রা তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন, তিনি ত তোমাদেরই একজন, খ্রীষ্ট যীশুর দাস; তিনি সতত প্রার্থনায় তোমাদের পক্ষে মল্লযুদ্ধ করিতেছেন, যেন তোমরা ঈশ্বরের সমস্ত ইচ্ছাতে সিদ্ধ *('টেলেইওস')* ও কৃতনিশ্চয় *('প্লীরো')* হইয়া দাঁড়াইয়া থাক।

আমাদের প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমরা যেন সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সারিবদ্ধ হই।

আমাদের পূর্ণ বয়স্ক হতে হবে, সম্পূর্ণ ভাবে গঠিত হতে হবে, যার জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে কোন কিছুর অভাব নেই।

আমরা যত নিজেদের সমর্পণ করতে থাকব এবং আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রগুলিকে ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সারিবদ্ধ করব এবং সেই ক্ষেত্রগুলিতে বৃদ্ধি পেতে লাগব, আমরা জানবো যে আমরা আত্মিক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছি।

৩, আত্মিক পরিপক্কতা হল প্রত্যেক উত্তম কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া

আত্মিক পরিপক্কতায়ে বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হল সমস্ত উত্তম কাজে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রস্তুত হওয়া, যা ঈশ্বর আমাদের জীবনের জন্য নিরূপিত করে রেখেছেন।

২ করিন্থীয় ১৩:৯,১১

৯ বাস্তবিক আমরা যখন দুর্বল ও তোমরা বলবান, তখন আমরা আনন্দ করি; আর ইহার জন্য প্রার্থনাও করি, যেন তোমরা পরিপক্ক *('কাতারতাইজো')* হও। ১১ অবশেষে বলি, হে ভ্রাতৃগণ, আনন্দ কর, পরিপক্ক *('কাতারতাইজো')* হও, আশ্বাস গ্রহণ কর, একভাববিশিষ্ট হও, শান্তিতে থাক; তাহাতে প্রেমের ও শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন।

উপরের এই শাস্ত্রাংশ থেকে, আমরা যেন অবশ্যই বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করি যেন তারা সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত হতে পারে। লক্ষ্য করুন, এখানে পরিপক্ক হওয়া, অথবা সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত হওয়ার জন্য অনুজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এটা আমাদের উপর একটা দায়িত্ব আরোপ করে যে আমাদের প্রস্তুত হতে হবে এবং আত্মিক পরিপক্কতার দিকে যাত্রা করতে হবে।

ইব্রীয় ১৩:২০,২১

২০ আর শান্তির ঈশ্বর, যিনি অনন্তকালস্থায়ী নিয়মের রক্ত প্রযুক্ত সেই মহান পাল-রক্ষককে, আমাদের প্রভু যীশুকে, মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়া আনিয়াছেন, ২১ তিনি আপন ইচ্ছা সাধনার্থে তোমাদিগকে সমস্ত উত্তম বিষয়ে পরিপক্ক *('কাতারতাইজো')* করুন, আপনার দৃষ্টিতে যাহা প্রীতিজনক, তাহা আমাদের অন্তরে, যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা, সমপন্ন করুন; যুগে যুগে তাঁহার মহিমা হউক। আমেন।

এখানেও, প্রার্থনা এটাই যে ঈশ্বর যেন বিশ্বাসীদের জীবনে কাজ করেন, যাতে তারা পরিপক্ক হয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী সমস্ত উত্তম কাজ সাধন করতে পারে। এই পরিপক্কতা আসে যখন ঈশ্বর আমাদের মধ্যে কাজ করেন ও আমাদের তাঁর দৃষ্টিতে প্রীতিজনক কাজ করতে সাহায্য করেন।

তিনি আমাদের মধ্যে কাজ না করলে আমরা প্রত্যেক উত্তম কাজ সম্পন্ন করার জন্য পরিপক্ক হতে পারব না, যা তাঁর দৃষ্টিতে প্রীতিজনক।

লূক ৬:৪০

৪০ শিষ্য গুরু হইতে বড় নয়, কিন্তু যে কেহ পরিপক্ক *('কাতারতাইজো')* হয়, সে আপন গুরুর তুল্য হইবে।

প্রভু যীশু আশা করেছিলেন যে তাঁর সকল শিষ্যরা তাঁর মতো হবে। আমাদেরকে আমাদের শিক্ষকের মতো হতে গেলে, আমাদের একটা সর্বাঙ্গীণ ভাবে প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে।

ইফিষীয় ৪:১১,১২

১১ আর তিনিই কয়েক জনকে প্রেরিত, কয়েক জনকে ভাববাদী, কয়েক জনকে সুসমাচার-প্রচারক ও কয়েক জনকে পালক ও শিক্ষাগুরু করিয়া দান করিয়াছেন, ১২ পবিত্রগণকে পরিপক্ক *('কাতারতিসমস')* করিবার নিমিত্ত করিয়াছেন, যেন পরিচর্যা কার্য সাধিত হয়, যেন খ্রীষ্টের দেহকে গাঁথিয়া তোলা হয়,

পাঁচ ধরণের পরিচর্যার একটা কাজ হল পবিত্রগণকে খ্রীষ্টের দেহে পরিচর্যা কাজের জন্য গেঁথে তোলা।

৪, আত্মিক পরিপক্কতা হল কঠিন খাদ্য গ্রহণ করার সক্ষমতা

ইব্রীয় ৫:১১-১৪

১১ তাঁহার বিষয়ে আমাদের অনেক কথা আছে, তাহার অর্থ ব্যক্ত করা দুষ্কর, কারণ তোমরা শ্রবণে শিথিল হইয়াছ। ১২ বস্তুতঃ এতকালের মধ্যে শিক্ষক হওয়া তোমাদের উচিত ছিল, কিন্তু কেহ যে তোমাদিগকে ঈশ্বরীয় বচনকলাপের আদিম কথার অক্ষরমালা শিক্ষা দেয়, ইহা তোমাদের পক্ষে পুনর্বার আবশ্যক হইয়াছে; এবং তোমরা এমন লোক হইয়া পড়িয়াছ, যাহাদের দুগ্ধের প্রয়োজন, কঠিন খাদ্যের নয়। ১৩ কেননা যে দুগ্ধপোষ্য, সে ত ধার্মিকতার বাক্যে অভ্যস্ত নয়; কারণ সে শিশু। ১৪ কিন্তু কঠিন খাদ্য সেই সিদ্ধ বয়স্কদেরই জন্য *('টেলেইওস')*, যাহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল অভ্যাস প্রযুক্ত সদসৎ বিষয়ের বিচারণে পটু হইয়াছে।

ইব্রীয় ৬:১-৩

১ অতএব আইস, আমরা খ্রীষ্ট-বিষয়ক আদিম কথা পশ্চাৎ ফেলিয়া সিদ্ধির *('টেলেইওটেস')* চেষ্টায় অগ্রসর হই; পুনর্বার এই ভিত্তিমূল স্থাপন না করি, যথা মৃত ক্রিয়া হইতে পরিবর্তন, ২ ও ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস, নানা বাপ্তিস্ম ও হস্তার্পণের শিক্ষা, মৃতগণের পুনরুত্থান ও অনন্তকালার্থক বিচার। ৩ ঈশ্বরের অনুমতি হইলে তাহাই করিব।

১ করিন্থীয় ২:৬,৭

৬ তথাপি আমরা সিদ্ধদের *('টেলেইওস')* মধ্যে জ্ঞানের কথা কহিতেছি, কিন্তু সেই জ্ঞান এই যুগের নয়, এবং এই যুগের শাসনকর্তাদেরও নয়, ইহারা ত অকিঞ্চন হইয়া পড়িতেছেন। ৭ কিন্তু আমরা নিগূঢ়তত্ত্বরূপে ঈশ্বরের সেই জ্ঞানের কথা কহিতেছি, সেই গুপ্ত জ্ঞান, যাহা ঈশ্বর আমাদের প্রতাপের জন্য যুগপর্যায়ের পূর্বে নিরূপণ করিয়াছিলেন।

যারা সিদ্ধ, পূর্ণ বয়স্ক, যারা কঠিন খাদ্য গ্রহণ করতে সক্ষম। এরা সেই ব্যক্তিরা যারা মৌলিক বিষয়গুলি, জগতের অক্ষরমালা অতিক্রম করে ফেলেছে, এবং পরিপক্কতার দিকে অনুধাবন করছে ও পূর্ণ বয়স্কে পরিণত হচ্ছে। এরা সেই ব্যক্তি যারা ঈশ্বরের রাজ্যের নিগূঢ়তত্ত্ব গ্রহণ করতে ও প্রজ্ঞা লাভ করতে সক্ষম।

৫, আত্মিক পরিপক্কতা হল ভালো ও মন্দকে চিহ্নিত করার জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়কে প্রশিক্ষিত করা

ইব্রীয় ৫:১৪

১৪ কিন্তু কঠিন খাদ্য সেই সিদ্ধ বয়স্কদেরই জন্য, যাহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল অভ্যাস প্রযুক্ত সদসৎ বিষয়ের বিচারণে পটু হইয়াছে।

যারা পূর্ণ বয়স্ক, তারা তাদের ইন্দ্রিয়কে (প্রাণ) উত্তম ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে প্রশিক্ষিত করে। তাদের প্রাণ (মন, ইচ্ছা এবং আবেগ) সত্য দ্বারা পোক্ত হয়েছে, যা তারা অনবরত ব্যবহার করে এবং উত্তম ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করাতে প্রশিক্ষিত হয়েছে।

৬, আত্মিক পরিপক্কতা হল শিশুভাব ত্যাগ করা

১ করিন্থীয় ১৩:১১

১১ আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন শিশুর ন্যায় কথা কহিতাম, শিশুর ন্যায় চিন্তা করিতাম, শিশুর ন্যায় বিচার করিতাম; এখন মানুষ হইয়াছি বলিয়া শিশুভাবগুলি ত্যাগ করিয়াছি।

১ করিন্থীয় ৩:১-৪

১ আর, হে ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগকে আত্মিক লোকদের ন্যায় সম্ভাষণ করিতে পারি নাই, কিন্তু মাংসময় লোকদের ন্যায়, খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় শিশুদের ন্যায় সম্ভাষণ করিয়াছি। ২ আমি তোমাদিগকে দুগ্ধ পান করাইয়াছিলাম, অন্ন দিই নাই, কেননা তখন তোমাদের শক্তি হয় নাই; ৩ এমন কি, এখনও তোমাদের শক্তি হয় নাই, কারণ এখনও তোমরা মাংসিক রহিয়াছ; বাস্তবিক যখন তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা ও বিবাদ রহিয়াছে, তখন তোমরা কি মাংসিক নও, এবং মনুষ্যের রীতিক্রমে কি চলিতেছ না? ৪ কেননা যখন তোমাদের একজন বলে, আমি পৌলের, আর একজন, আমি আপল্লোর, তখন তোমরা কি মনুষ্যমাত্র নও?

আমরা যত আত্মিক ভাবে পরিপক্ক হই, তত আমরা শিশুভাব ও শিশুর মতো চিন্তাভাবনা, কথা বলা, বোধশক্তি ত্যাগ করি।

আমরা আমাদের চিন্তাভাবনায়, বোধশক্তিতে এবং আমাদের বাক্যে শিশুর ন্যায় যেন না হই।

মাংসিক হওয়া অর্থাৎ শিশুর ন্যায় হওয়া। ঈর্ষা, বিভেদ, লড়াই, প্রতিযোগিতা এবং স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষা হল বিভিন্ন প্রকারের শিশুসুলভ আচরণ।

৭, আত্মিক পরিপক্কতা হল আপনার জিহ্বা এবং শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করা

যাকোব ৩:২

২ কারণ আমরা সকলে অনেক প্রকারে উছোট খাই। যদি কেহ বাক্যে উছোট না খায়, তবে সে সিদ্ধপুরুষ, *(‘টেলেইওস’)* সমস্ত শরীরকেই বল্গা দ্বারা বশে রাখিতে সমর্থ।

আত্মিক ভাবে পরিপক্ক একজন ব্যক্তি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে – তার নিজের শরীর ও জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা রাখে।

আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, যা প্রকৃতই আমাদের জীবনে আত্মার কাজের একটা পরিণাম (গালাতীয় ৫:২২,২৩; ২ তীমথিয় ১:৭), আত্মিক পরিপক্কতার একটা চিহ্ন।

হিতোপদেশ আমাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়ঃ *"যে ক্রোধে ধীর, সে বীর হইতেও উত্তম, নিজ আত্মার শাসনকারী নগর-জয়কারী হইতেও শ্রেষ্ঠ"* (হিতোপদেশ ১৬:৩২)। *"যে আপন আত্মা দমন না করে, সে এমন নগরের তুল্য, যাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যাহার প্রাচীর নাই"* (হিতোপদেশ ২৫:২৮)।

আত্মিক পরিপক্কতা একটা প্রক্রিয়া। এটা অবিলম্বে ঘটে না। এটার জন্য সময় লাগে। যখন ঈশ্বর আমাদের মধ্যে তাঁর বাক্য দ্বারা, তাঁর আত্মা দ্বারা, অন্য লোকেদের দ্বারা, এবং জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা কাজ করেন, তখন আমরা তাঁর সাথে যাত্রা করি। আমাদের অনবরত আত্মিক পরিপক্কতায়ে বৃদ্ধি পেয়ে যেতে হবে।

রাজ্যের ধনাধ্যক্ষতা

১ করিন্থীয় ৪:১,২

১ লোকে আমাদিগকে এইরূপ মনে করুক যে, আমরা খ্রীষ্টের সেবক ও ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ত্বরূপ ধনের অধ্যক্ষ। ২ আর এই স্থলে ধনাধ্যক্ষের এই গুণ চাই, যেন তাহাকে বিশ্বস্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

১ পিতর ৪:১০

১০ তোমরা যে যেমন অনুগ্রহদান পাইয়াছ, তদনুসারে ঈশ্বরের বহুবিধ অনুগ্রহ-ধনের উত্তম অধ্যক্ষের মত পরস্পর পরিচর্যা কর।

তীত ১:৭

৭ কেননা ইহা আবশ্যক যে, অধ্যক্ষ ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ বলিয়া অনিন্দনীয় হন; স্বেচ্ছাচারী কি আশুক্রোধী কি মদ্যপানে আসক্ত কি প্রহারক কি কুৎসিত লাভের লোভী না হন,

আমরা ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ।

নেতৃত্বের জন্য ধনাধ্যক্ষতার প্রয়োজন, যা আমাদের আচরণ ও জীবন যাপনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়।

ঈশ্বরের রাজ্যের নেতা হিসাবে এবং রাজ্য নির্মাণকারী হিসাবে ধনাধ্যক্ষতা যেন আমাদের একটা জীবনশৈলী হয়ে ওঠে।

আমরা ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ত্বরূপ ধনের ধনাধ্যক্ষ। ঈশ্বরের উপহার ও অনুগ্রহের ধনাধ্যক্ষ।

ঈশ্বরের একজন ধনাধ্যক্ষ হওয়ার অর্থ কী?

ধনাধ্যক্ষ, গ্রীক ভাষায়ে *'অইকোনোমস'* = একটা গৃহের অধ্যক্ষ অথবা দেখাশোনা কারী, নগরাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ। এই শব্দটি দুটো মূল শব্দ থেকে বেরিয়ে আসে, *'অইকোস'* = গৃহ, *'নোমস'* = একটা নিয়ম।

ধনাধ্যক্ষতা, গ্রীক ভাষায়ে *'অইকোনোমিয়া'* = একটা গৃহের ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন।

আমরা এই দুটি শব্দ পেয়েছি, *'অইকোনোমস'* এবং *'অইকোনোমিয়া'*, যা লূক ১৬:২,৩,৪; ১ করিন্থীয় ৯:১৭; কলসীয় ১:২৫; ইফিষীয় ৩:২,৯; ইফিষীয় ১:১০; রোমীয় ১৬:২৩; গালাতীয় ৪:১,২ এবং তীমথিয় ১:৪ পদগুলিতে ব্যবহার করা হয়েছে।

একজন ধনাধ্যক্ষ হলেন একজন তত্ত্বাবধানকারী, দেখাশোনা কারী – একজন যাকে অন্য একজন ব্যক্তির বিষয় ও বস্তুর উপর দেখাশোনা করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

একজন ব্যক্তিকে কোন একটা বিষয়ের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যেটা তার নয়। তাকে দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

একজন ধনাধ্যক্ষ যেন অবশ্যই নিশ্চিত করেঃ

- সমস্ত কিছু ভালো ভাবে কাজ করছে।
- বিষয়সকল লাভদায়ক হচ্ছে।
- সমস্ত কিছুর হিসাব রাখা আছে।
- তার অধীনে যা কিছু কর্তৃত্ব ভার দেওয়া হয়েছে, সেইগুলি যেন সে রক্ষা করে।
- সেই ব্যক্তি যেন ধারাবাহিকতা সুনিশ্চিত করতে পারে, অর্থাৎ, সে যেন তার উত্তরাধিকারী তৈরি করতে পারে।

ঈশ্বরের রাজ্যে আমরা কীসের ধনাধ্যক্ষ?

- সুসমাচার (১ করিন্থিয় ৯:১৬,১৭)।
- ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ত্ব (ইফিষীয় ৩:৯; ১ করিন্থীয় ৪:১; কলসীয় ১:২৬-২৯; ১ করিন্থীয় ২:৭; ২ করিন্থীয় ২:১৭; ৪:১,২)। আমাদের কাছে যে প্রকাশ করা হয়েছে, আমরা তার ধনাধ্যক্ষ।
- আপনাকে যে বরদান দেওয়া হয়েছে (১ পিতর ৪:১০,১১)।
- একটা নির্দিষ্ট মিশনের জন্য ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ আপনাকে দেওয়া হয়ছে (ইফিষীয় ৩:১,২)।

ঈশ্বরের রাজ্যে একজন উত্তম ধনাধ্যক্ষের বৈশিষ্ট্য

ঈশ্বরের অনুগ্রহের এবং ঈশ্বরের রাজ্যের কাজের ধনাধ্যক্ষ হিসাবে, ঈশ্বর আমাদের থেকে এই বিষয়গুলি আশা করেনঃ

১, একটা উত্তম ধনাধ্যক্ষ সঠিক কর্তব্যপালন সুনিশ্চিত করে

আমাদের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা সঠিক ভাবে কর্তব্যপালন করার দায়িত্ব আমাদের। প্রত্যেক কিছু যেন সঠিক ভাবে থাকে এবং অনিন্দনীয় হয়। *"আমরা কোন বিষয়ে কোন ব্যাঘাত জন্মাই না, যেন সেই পরিচর্যা-পদ কলঙ্কিত না হয়; কিন্তু ঈশ্বরের পরিচারক বলিয়া সর্ববিষয়ে আপনাদিগকে যোগ্যপাত্র দেখাইতেছি- বিপুল ধৈর্যে, নানা প্রকার ক্লেশে, অনটনে, সঙ্কটে,"* (২ করিন্থীয় ৬:৩,৪)।

২, একটা উত্তম ধনাধ্যক্ষ লাভযোগ্যতা সুনিশ্চিত করে

আমরা যেন সুনিশ্চিত করতে পারি যে আমরা আমাদের কাজে ফলপ্রসূ হচ্ছি। আমাদের ফলপ্রসূ হতে হবে। *"ইহাতেই আমার পিতা মহিমান্বিত হন যে, তোমরা প্রচুর ফলে ফলবান হও; আর তোমরা আমার শিষ্য হইবে"* (যোহন ১৫:৮)।

আমাদের প্রায়ই আমাদের কাজকে মূল্যায়ন করতে হবে যাতে আমরা ফল ধারণ করছি কি না তা নির্ধারণ করতে পারি। আমরা যদি ফলপ্রসূ না হই, তাহলে নিজেদের সঠিক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হবে এবং জানতে হবে যে আমাদের কী কী পরিবর্তন করতে হবে, যাতে আমরা ফল ধারণ করতে পারি।

৩, একটা উত্তম ধনাধ্যক্ষ জবাবদিহিতা সুনিশ্চিত করে

আমরা সকলেই ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি, সেই সকল কিছুর জন্য যা তিনি আমাদের অধীনে দায়িত্ব দিয়েছেন। আমরা একটা গভীর জবাবদিহিতার মনোভাব সহকারে, উভয় এখন এবং পরে, এবং সেই সময়েও যখন আমরা তাঁর সিংহাসনের সামনে দাঁড়াবো, নিজেদের আচরণ করি ও ঈশ্বরের রাজ্যের কাজ করি। *"আর এই কারণ আমরা লক্ষ্য রাখিতেছি, নিবাসে থাকি, কিম্বা প্রবাসী হই, যেন তাঁহারই প্রীতির*

পাত্র হই। কারণ আমাদের সকলকেই খ্রীষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইতে হইবে, যেন সৎকার্য হউক, কি অসৎকার্য হউক, প্রত্যেক জন আপনার কৃত কার্য অনুসারে দেহ দ্বারা উপার্জিত ফল পায়" (২ করিন্থীয় ৫:৯,১০)।

একজন ধনাধ্যক্ষ যে নষ্ট করে অথবা ফলপ্রসূ হয় না, তাকে সেই সকল দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে, যা তাকে দেওয়া হয়েছিল। *"আর তিনি শিষ্যদিগকেও কহিলেন, একজন ধনবান লোক ছিল, তাহার এক দেওয়ান ছিল; সে মালিকের ধন অপচয় করিতেছে বলিয়া তাহার নিকটে অপবাদিত হইল। পরে সে তাহাকে ডাকিয়া কহিল, তোমার বিষয়ে এ কি কথা শুনিতেছি? তোমার দেওয়ানী-পদের হিসাব দেও, কেননা তুমি আর দেওয়ান থাকিতে পারিবে না"* (লূক ১৬:১,২)।

৪, একটা উত্তম ধনাধ্যক্ষ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে

ঈশ্বর আমাদের অধীনে যা কিছু দায়িত্বে দিয়েছেন, তা যেন আমরা রক্ষা করি।

সঠিক প্রশাসনিক কাজ যেন সুনিশ্চিত করে যে কোন প্রকার অপব্যবহার না হয়, কোন কিছু চুরি না যায় অথবা আমাদের অধীনে যা কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার যেন আত্মসাৎ না হয়।

৫, একটা উত্তম ধনাধ্যক্ষ ধারাবাহিকতা সুনিশ্চিত করে

একজন ধনাধ্যক্ষ গৃহের কাজকে ধারাবাহিক ভাবে চালু রাখার জন্য তার উত্তরাধিকারীকে তৈরি করার জন্যও দায়িত্বে থাকে। *"কিন্তু আমি বলি, দায়াধিকারী যত কাল বালক থাকে, তত কাল সর্বস্বের স্বামী হইলেও দাসে ও তাহাতে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই; কিন্তু পিতার নিরূপিত সময় পর্যন্ত সে পালকদের ও ধনাধ্যক্ষদের অধীন থাকে"* (গালাতীয় ৪:১,২)।

ঈশ্বর আমাদের যা দিয়েছেন তা যেন আমরা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এগিয়ে দিই, আমরা যে অবস্থায় শুরু করেছিলাম, সেই অবস্থার চেয়েও আরও উত্তম ও শক্তিশালী অবস্থায় তাদের এগিয়ে দিই।

৬, একটা উত্তম ধনাধ্যক্ষ বিশ্বস্ত এবং বুদ্ধিমান

লূক ১২:৪১-৪৮

৪১ তখন পিতর বলিলেন, প্রভু, আপনি কি আমাদিগকে, না সকলকেই এই দৃষ্টান্ত বলিতেছেন? ৪২ প্রভু কহিলেন, সেই বিশ্বস্ত, সেই বুদ্ধিমান গৃহাধ্যক্ষ কে, যাহাকে তাহার প্রভু নিজ পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করিবেন, যেন সে তাহাদিগকে উপযুক্ত সময়ে খাদ্যের নিরূপিত অংশ দেয়? ৪৩ ধন্য সেই দাস, যাহাকে তাহার প্রভু আসিয়া সেইরূপ করিতে দেখিবেন। ৪৪ আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, তিনি তাহাকে আপন সর্বস্বের অধ্যক্ষ করিয়া নিযুক্ত করিবেন। ৪৫ কিন্তু সেই দাস যদি মনে মনে বলে, আমার প্রভুর আসিবার বিলম্ব আছে, এবং সে দাস-দাসীদিগকে প্রহার করিতে, ভোজন পান করিতে ও মত্ত হইতে আরম্ভ করে, ৪৬ তবে যে দিন সে অপেক্ষা না করিবে, ও যে দণ্ড সে না জানিবে, সেই দিন সেই দণ্ডে সেই দাসের প্রভু আসিবেন, এবং তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া অবিশ্বস্তদের মধ্যে তাহার অংশ নিরূপণ করিবেন। ৪৭ আর সেই দাস, যে নিজ প্রভুর ইচ্ছা জানিয়াও প্রস্তুত হয় নাই, ও তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কর্ম করে নাই, সে অনেক প্রহারে প্রহারিত হইবে। ৪৮ কিন্তু যে না জানিয়া প্রহারের যোগ্য কর্ম করিয়াছে, সে অল্প প্রহারে প্রহারিত হইবে। আর যে কোন ব্যক্তিকে অধিক দত্ত হইয়াছে, তাহার নিকটে অধিক দাবি করা যাইবে; এবং লোকে যাহার কাছে অধিক রাখিয়াছে, তাহার নিকটে অধিক চাহিবে।

১ তীমথিয় ১:১২

১২ যিনি আমাকে শক্তি দিয়াছেন, আমাদের সেই প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর ধন্যবাদ করিতেছি, কেননা তিনি আমাকে বিশ্বস্ত জ্ঞান করিয়া পরিচর্যায় নিযুক্ত করিয়াছেন,

ধনাধ্যক্ষ হিসাবে আমাদের বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান হতে হবে। বিশ্বস্ততার সাথে আন্তরিকতা, নির্ভরযোগ্যতা, এবং প্রত্যয়যোগ্যতা আসে।

সঠিক ধনাধ্যক্ষতা পদোন্নতি নিয়ে আসে এবং আরও বেশী ধনাধ্যক্ষতার দায়িত্ব প্রদান করে। *"সেই বিশ্বস্ত, সেই বুদ্ধিমান গৃহাধ্যক্ষ কে, যাহাকে তাহার প্রভু নিজ পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করিবেন,..."* (পদ ৪২)।

ধনাধ্যক্ষতা হল আমাদের ইচ্ছা মতো কাজ করা নয়, কিন্তু মালিকের ইচ্ছা জেনে, সেই অনুযায়ী কাজ করা। *"আর সেই দাস, যে নিজ প্রভুর ইচ্ছা জানিয়াও প্রস্তুত হয় নাই, ও তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কর্ম করে নাই, সে অনেক প্রহারে প্রহারিত হইবে"* (পদ ৪৭)।

অধার্মিক ধনাধ্যক্ষ

এখানে আরও একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হল যেখানে প্রভু যীশু আমাদের ধনাধ্যক্ষতার সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছেন।

লূক ১৬:১-১২

১ আর তিনি শিষ্যদিগকেও কহিলেন, একজন ধনবান লোক ছিল, তাহার এক দেওয়ান ছিল; সে মালিকের ধন অপচয় করিতেছে বলিয়া তাহার নিকটে অপবাদিত হইল। ২ পরে সে তাহাকে ডাকিয়া কহিল, তোমার বিষয়ে এ কি কথা শুনিতেছি? তোমার দেওয়ানী-পদের হিসাব দেও, কেননা তুমি আর দেওয়ান থাকিতে পারিবে না। ৩ তখন সেই দেওয়ান মনে মনে কহিল, কি করিব? আমার প্রভু ত আমার নিকট হইতে দেওয়ানী-পদ লইতেছেন; মাটি কাটিবার বল আমার নাই, ভিক্ষা করিতে আমার লজ্জা হয়। ৪ আমার দেওয়ানী-পদ গেলে লোকে যেন আপন আপন গৃহে আমাকে গ্রহণ করে, এই জন্য যাহা করিব, তাহা বুঝিলাম। ৫ পরে সে আপন প্রভুর প্রত্যেক ঋণীকে ডাকিয়া প্রথম জনকে কহিল, তুমি আমার প্রভুর কত ধার? ৬ সে বলিল, একশত মণ তৈল। তখন সে তাহাকে কহিল, তোমার ঋণপত্র লও, এবং শীঘ্র বসিয়া পঞ্চাশ লেখ। ৭ পরে সে আর একজনকে বলিল, তুমি কত ধার? সে বলিল, একশত বিশি গম। তখন সে কহিল, তোমার ঋণপত্র লইয়া আশি লেখ। ৮ তাহাতে সেই প্রভু সেই অধার্মিক দেওয়ানের প্রশংসা করিল, কারণ সে বুদ্ধিমানের কর্ম করিয়াছিল। বাস্তবিক এই যুগের সন্তানেরা নিজ জাতির সম্বন্ধে দীপ্তির সন্তানগণ অপেক্ষা বুদ্ধিমান। ৯ আর আমিই তোমাদিগকে বলিতেছি, আপনাদের জন্যে অধার্মিকতার ধন দ্বারা মিত্র লাভ কর, যেন উহা শেষ হইলে তাহারা তোমাদিগকে সেই অনন্ত আবাসে গ্রহণ করে। ১০ যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে বিশ্বস্ত, সে প্রচুর বিষয়েও বিশ্বস্ত; আর যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে অধার্মিক, সে প্রচুর বিষয়েও অধার্মিক। ১১ অতএব তোমরা যদি অধার্মিকতার ধনে বিশ্বস্ত না হইয়া থাক, তবে কে বিশ্বাস করিয়া তোমাদের কাছে সত্য ধন রাখিবে? ১২ আর যদি পরের বিষয়ে বিশ্বস্ত না হইয়া থাক, তবে কে তোমাদের নিজ বিষয় তোমাদিগকে দিবে?

প্রভু যীশু এখানে সেই দেওয়ানের কাজের জন্য তাকে প্রশংসা করেন নি। তাকে "অধার্মিক ধনাধ্যক্ষ" অথবা "কুটিল দেওয়ান" বলা হয়েছে। যে বিষয়টি প্রভু এখানে প্রশংসনীয় বলেছেন তা হল সেই ব্যক্তির বুদ্ধি, যা তার বিচক্ষণতার প্রমান দিয়েছে। সে তার পদ ও অর্থ ব্যবহার করে বন্ধুত্ব করেছে যাতে যখন তাকে তার পদ থেকে বের করে দেওয়া হল, তখন অন্তত যাদের সে সাহায্য করেছিল, তারা তার সাহায্য করেছিল। তারপর তিনি ধনাধ্যক্ষতার সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বললেন।

৭, একটা উত্তম ধনাধ্যক্ষ অল্প বিষয়েও বিশ্বস্ত থাকে

কীভাবে আমরা সামান্য বিষয়ের দায়িত্ব নিই, সেই দিয়ে আমাদের ধনাধ্যক্ষতা প্রমান পায়। আমাদের যখন সামান্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়, তখন কি আমরা যত্ন সহকারে এবং নিষ্ঠার সাথে কাজ করি, অথবা বিষয়গুলিকে খুব সামান্য ভাবেই নিই? *"যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে বিশ্বস্ত, সে প্রচুর বিষয়েও বিশ্বস্ত; আর যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে অধার্মিক, সে প্রচুর বিষয়েও অধার্মিক"* (পদ ১০)।

ক্ষুদ্র বিষয়ে বিশ্বস্ততা আমাদের বৃহৎ বিষয়ের দায়িত্ব দেবে।

৮, একটা উত্তম ধনাধ্যক্ষ অর্থ পরিচালনাতেও বিশ্বস্ত

প্রায়ই আমরা অর্থ পরিচালনাকে খুব সামান্য ভাবে নিই, যেন এটা একটা "অধার্মিক কুবের" এবং হয়তো এমন একটা বিষয় যেখানে ঈশ্বর খুব বেশী মনোযোগ দেন না। কিন্তু, আমাদের যে অর্থ দেওয়া হয়েছে, সেটা আমরা কীভাবে পরিচালনা করি, ঈশ্বর তাও দেখেন।

আশ্চর্য ভাবে, প্রভু যীশু বলেছেন যে আমরা যদি অর্থ সঠিক ভাবে পরিচালনা ও ব্যবহার করতে পারি, তাহলে আমাদের প্রকৃত ধনের দায়িত্ব দেওয়া হবে – ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়সকল দিয়ে। *"অতএব তোমরা যদি অধার্মিকতার ধনে বিশ্বস্ত না হইয়া থাক, তবে কে বিশ্বাস করিয়া তোমাদের কাছে সত্য ধন রাখিবে?"* (পদ ১১)।

৯, একটা উত্তম ধনাধ্যক্ষ আরেকজনের বস্তুর প্রতি বিশ্বস্ত

অন্যের বিষয়বস্তুকে সঠিক ধনাধ্যক্ষতার মানসিকতার সাথে পরিচালনা করা আমাদের নিজেদের বিষয়ের উপর দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা প্রদান করে। "আর যদি পরের বিষয়ে বিশ্বস্ত না হইয়া থাক, তবে কে তোমাদের নিজ বিষয় তোমাদিগকে দিবে?" (পদ ১২)।

ধনাধ্যক্ষতা একটা দায়িত্ব মনোভাব নিয়ে আসে। *"বস্তুতঃ আমি যদি স্ব-ইচ্ছায় ইহা করি, তবে আমার পুরস্কার আছে; কিন্তু যদি স্ব-ইচ্ছায় না করি, তবু ধনাধ্যক্ষের কার্য আমার হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে"* (১ করিন্থীয় ৯:১৭)।

ধনাধ্যক্ষতা ত্যাগস্বীকার দাবী করে। *"এখন তোমাদের নিমিত্ত আমার যে সকল দুঃখভোগ হইয়া থাকে, তাহাতে আনন্দ করিতেছি, এবং খ্রীষ্টের ক্লেশভোগের যে অংশ অপূর্ণ রহিয়াছে তাহা আমার মাংসে তাঁহার দেহের নিমিত্ত পূর্ণ করিতেছি; সেই দেহ মণ্ডলী। তোমাদের পক্ষে ঈশ্বরের যে দেওয়ানী কার্য আমাকে দত্ত হইয়াছে, তদনুসারে আমি মণ্ডলীর পরিচারক হইয়াছি, যেন আমি ঈশ্বরের বাক্য সম্পূর্ণরূপে প্রচার করি;"* (কলসীয় ১:২৪,২৫)।

ব্যক্তিগত প্রয়োগ

প্রশ্ন ১ – আপনার ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্রে এমন কোন ক্ষেত্র আছে যা আপনাকে শক্তিযুক্ত করতে হবে? এই ক্ষেত্রগুলিতে আপনি নিজেকে শক্তিযুক্ত করতে গেলে আপনি কী করতে পারেন?

প্রশ্ন ২ – আত্মিক পরিপক্কতার সাতটি বৈশিষ্ট্যের আলোকে, আত্মিক বৃদ্ধির কোন ক্ষেত্রগুলিতে আপনি মনে করেন যে আপনাকে আরও বেশী নজর দিতে হবে?

প্রশ্ন ৩ – ঈশ্বরের রাজ্যের কাজ দিয়ে আপনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যে ঈশ্বরের রাজ্যের কাজে আপনি বর্তমানে যুক্ত আছেন, সেখানে আপনার ধনাধ্যক্ষতাকে কীভাবে আরও উত্তম করবেন? কীভাবে আপনি একজন আরও উত্তম ধনাধ্যক্ষ হিসাবে পরিণত করবেন?

একজন পরিচারকের ব্যক্তিগত জীবন এবং চরিত্র সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত ভাবে জানতে গেলে APC প্রকাশনের বিনামূল্যে পুস্তকটি পাঠ করুনঃ “Code of Honor”

Let the Beauty of Jesus Be Seen In Me

Written By: Albert Orsborn

Let the beauty of Jesus be seen in me,
All His wonderful passion and purity;
O Thou spirit Divine, all my nature refine,
Till the beauty of Jesus be seen in me.

অধ্যায় ছয়ঃ

আত্মার দ্বারা মানুষদের গঠন করা

ফলতঃ তোমরা খ্রীষ্টের পত্র, আমাদের পরিচর্যায় সাধিত পত্র বলিয়া প্রকাশ পাইতেছ;
তাহা কালি দিয়া নয়, কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরের আত্মা দিয়া, প্রস্তর-ফলকে নয়, কিন্তু
মাংসময় হৃদয়-ফলকে লিখিত হইয়াছে।
(২ করিন্থীয় ৩:৩)

৬

আত্মা দ্বারা মানুষদের গঠন করা

এই অধ্যায়ে আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের কাজের একটা মূল বিষয় তুলে ধরব, এবং সেটা হল মানুষদের গঠন করা। ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণ করা কোন সংস্থা নির্মাণ করা নয়, যদিও এই প্রক্রিয়ায়ে আমরা শক্তিশালী সংস্থা গড়ে তুলতে পারি। রাজ্য নির্মাণের কাজ কোন বড় অট্টালিকা নির্মাণ করা নয়, অথবা কোন সংগঠিত অনুষ্ঠান, অধিবেশন আয়োজন করা নয়, যদিও আমরা হয়তো এই সকল করতে পারি। রাজ্য নির্মাণ করা হল প্রকৃত মানুষদের নির্মাণ করা।

রাজ্য গঠন করা হল মানুষদের গঠন করা

১ করিন্থীয় ৩:৯

৯ কারণ আমরা ঈশ্বরেরই সহকার্যকারী; তোমরা ঈশ্বরেরই ক্ষেত্র, ঈশ্বরেরই গাঁথনি।

প্রেরিত পৌল নিজেকে ঈশ্বরের সহকার্যকারী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, একজন রাজ্য নির্মাণকারী হিসাবে। ঈশ্বরের লোকেরা হল 'ক্ষেত্র' এবং 'গাঁথনি' যার উপর তিনি ঈশ্বরের সাথে একসঙ্গে কাজ করছেন।

১ করিন্থীয় ৯:১

১ আমি কি স্বাধীন নই? আমি কি প্রেরিত নই? আমাদের প্রভু যীশুকে আমি কি দেখি নাই? তোমরাই কি প্রভুতে আমার কৃত কর্ম নও?

প্রেরিত পৌল তার অনেকগুলি মিশনারি যাত্রার উল্লেখ করতে পারতেন যা তিনি যাত্রা করেছিলেন, অনেক মণ্ডলীর উল্লেখ করতে পারতেন যা তিনি স্থাপন করেছিলেন, অনেক প্রচারের উল্লেখ করতে পারতেন যা তিনি প্রচার করেছিলেন অথবা সেই পত্রগুলির উল্লেখ করতে পারতেন যা তিনি লিখেছিলেন তার প্রভুতে পরিচর্যা হিসাবে। তবুও, তিনি লোকেদের দিকে উল্লেখ করলেন, যে তারা হল তার প্রভুতে কাজ। "তোমরাই কি প্রভুতে আমার কৃত কর্ম নও?"

ইফিষীয় ২:২২

[২২] তাঁহাতে আত্মাতে ঈশ্বরের আবাস হইবার নিমিত্ত তোমাদিগকেও একসঙ্গে গাঁথিয়া তোলা হইতেছে।

ঈশ্বর কোন অট্টালিকা অথবা কোন সংস্থা নির্মাণ করছেন না। তিনি মানুষদের নির্মাণ করছেন। ঈশ্বরের লোকেরা একসঙ্গে গঠিত হচ্ছে, তাঁর বাসস্থান হিসাবে।

১ পিতর ২:৫

[৫] আসিয়া জীবন্ত প্রস্তরের ন্যায় আত্মিক গৃহস্বরূপে গাঁথিয়া তোলা যাইতেছ, যেন পবিত্র যাজকবর্গ হইয়া যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বরের গ্রাহ্য আত্মিক বলি উৎসর্গ করিতে পার।

এই আত্মিক গৃহ জীবন্ত প্রস্তর দিয়ে নির্মিত – ঈশ্বরের লোক।

"জীবন্ত প্রস্তরের" সাথে কাজ করা "মৃত প্রস্তরের" সাথে কাজ করার চেয়ে অনেক আলাদা! প্রস্তরের কোন অনুভব নেই, জীবন্ত প্রস্তরের আছে। সাধারণ প্রস্তর বৃদ্ধি পায় না, কিন্তু জীবন্ত প্রস্তর বৃদ্ধি পায়। প্রস্তর নড়াচড়া করে না, কিন্তু জীবন্ত প্রস্তর করে।

রাজ্য নির্মাণকারীদের হৃদয়ে যেন অবশ্যই মানুষেরা বাস করে

২ করিন্থীয় ৭:৩

[৩] আমি দোষী করিবার জন্য এই কথা কহিতেছি, তাহা নয়; কেননা পূর্বে বলিয়াছি, তোমরা আমাদের হৃদয়ে এমন ভাবে গাঁথা রহিয়াছ যে, মরি ত একসঙ্গে মরি, বাঁচি ত একসঙ্গে বাঁচি।

পৌল যাদের প্রতি পরিচর্যা করতেন, তাদেরকে তিনি তার হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি তাদের মূল্যবান মনে করতেন। তিনি তাদের অতি প্রিয় বলে গণ্য করতেন, এমনকি তিনি তাদের জন্য বাঁচতে ও মরতেও ইচ্ছুক ছিলেন।

১ থিষলনীকীয় ২:১৯,২০

[১৯] কেননা আমাদের প্রত্যাশা, বা আনন্দ, বা শ্লাঘার মুকুট কি? আমাদের প্রভু যীশুর সাক্ষাতে তাঁহার আগমনকালে তোমরাই কি নও? [২০] বাস্তবিক তোমরাই আমাদের গৌরব ও আনন্দভূমি।

যখন পৌল শেষ দিনে প্রভুর সামনে দাঁড়াবেন, তিনি সেই মহান বিষয়গুলির বিষয়ে শ্লাঘা করবেন না যা তিনি সাধন করেছিলেন, অথবা যে যাত্রা তিনি করেছিলেন, অথবা যে পুস্তকগুলি তিনি লিখেছিলেন, ইত্যাদি। বরং, তিনি সেই মানুষদের বিষয়ে শ্লাঘা করবেন যাদের তিনি সেবা করেছিলেন। যে লোকেদের তিনি সেবা করেছিলেন, তারাই তার আনন্দ ছিল, তার মুকুট, তার গৌরব ছিল, যাদের সম্বন্ধে তিনি আনন্দ করবেন ও গর্ব করবেন।

আমরা কীসের উপর গর্ব করি, আমাদের সাফল্যে, অথবা সেই লোকেদের প্রতি যাদের আমরা সেবা করি?

২ করিন্থীয় ৩:১-৩

[১] আমরা কি পুনর্বার আপনাদের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিতেছি? অথবা তোমাদের প্রতি কিম্বা তোমাদের হইতে সুখ্যাতি-পত্রে কি অন্য কাহারও কাহারও ন্যায় আমাদেরও প্রয়োজন আছে? [২] তোমরাই আমাদের পত্র, আমাদের হৃদয়ে লিখিত পত্র, যাহা সকল মনুষ্য জানে ও পাঠ করে; [৩] ফলতঃ তোমরা খ্রীষ্টের পত্র, আমাদের পরিচর্যায় সাধিত পত্র বলিয়া প্রকাশ পাইতেছ; তাহা কালি দিয়া নয়, কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরের আত্মা দিয়া, প্রস্তর-ফলকে নয়, কিন্তু মাংসময় হৃদয়-ফলকে লিখিত হইয়াছে।

লক্ষ্য করুন পৌল কি বলেছেন। যে লোকেদের প্রতি তিনি পরিচর্যা করেছেন তারা তার হৃদয়ের মধ্যে লিখিত আছে। তিনি তাদের তার হৃদয়ে বহন করেন। এটা সকলের কাছে সুস্পষ্ট ছিল। এখন যখন তিনি তাদের তার হৃদয়ে বহন করেছেন, তিনি তাদের হৃদয়ে পবিত্র আত্মার দ্বারা লিখতে পেরেছিলেন।

যখন আমরা ঈশ্বরকে অনুমতি দিই যে তিনি আমাদের হৃদয়ে লোকেদের লিখবেন, তখনই তিনি আমাদের সক্ষম করেন তাদের হৃদয়ে লেখার জন্য। অন্যান্য সকল পরিচর্যা, এটা ব্যতিরেকে, শুধুই একটা বাহ্যিক রূপ যার মধ্যে জীবন পরিবর্তনকারী শক্তি নেই।

আমরা আত্মার দ্বারা মানুষদের গঠন করি

২ করিন্থীয় ৩:১-৩

[১] আমরা কি পুনর্বার আপনাদের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিতেছি? অথবা তোমাদের প্রতি কিম্বা তোমাদের হইতে সুখ্যাতি-পত্রে কি অন্য কাহারও কাহারও ন্যায় আমাদেরও প্রয়োজন আছে? [২] তোমরাই আমাদের পত্র, আমাদের হৃদয়ে লিখিত পত্র, যাহা সকল মনুষ্য জানে ও পাঠ করে; [৩] ফলতঃ তোমরা খ্রীষ্টের পত্র, আমাদের

পরিচর্যায় সাধিত পত্র বলিয়া প্রকাশ পাইতেছ; তাহা কালি দিয়া নয়, কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরের আত্মা দিয়া, প্রস্তর-ফলকে নয়, কিন্তু মাংসময় হৃদয়-ফলকে লিখিত হইয়াছে।

আমরা লোকেদের হৃদয়ে কোন কলম অথবা কালি দিয়ে নয়, কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা লিখি। আমরা সাধারণ পদ্ধতি ব্যবহার করে লোকেদের হৃদয়ে লিখি না। বাস্তবে, আমরা তা পারব না। এটা শুধুমাত্র ঈশ্বরের আত্মার ক্ষমতায়ে আমরা ঈশ্বরের কাজ লোকেদের হৃদয়ে ও জীবনে স্থাপন হতে দেখি।

যোহন ৬:৬৩

৬৩ আত্মাই জীবনদায়ক, মাংস কিছু উপকারী নয়; আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা কহিয়াছি, তাহা আত্মা ও জীবন;

এটা আত্মার কাজ যা জীবন সৃষ্টি করে – যা মানুষের জীবনে চিরস্থায়ী পরিবর্তন সাধন করে। আমাদের নির্ভরতা যেন অবশ্যই আত্মার কাজের উপর হয়, মাংসের পদ্ধতির উপর নয়।

অসিদ্ধ মানুষদের দ্বারা ঈশ্বর অসিদ্ধ মানুষদের সিদ্ধ করেন

হিতোপদেশ ২৭:১৭

১৭ লৌহ লৌহকে সতেজ করে, তদ্রূপ মনুষ্য আপন মিত্রের মুখ সতেজ করে।

ঈশ্বর আমাকে ব্যবহার করেন অন্য একজনকে সিদ্ধ করার জন্য, এর অর্থ এই নয় যে আমি সিদ্ধ!

আমরা শুধু নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাছে উপলব্ধ করে তুলি যাতে তিনি আমাদের ব্যবহার করে অন্যদের জীবনকে তীক্ষ্ণ করতে পারেন। একই ভাবে, ঈশ্বর অন্যদের দ্বারা আমাদের মধ্যে কী কাজ করছেন, সেই বিষয়েও আমাদের উন্মুক্ত থাকতে হবে, সে তিনি যাকেই মনোনীত করুক না কেন।

আত্মার দ্বারা মানুষদের গঠন করার কিছু বাস্তবিক চাবিকাঠি

লোকেদের আত্মার দ্বারা গঠন করার কিছু বাস্তবিক চাবিকাঠি আমরা আলোচনা করব, যেখানে আমরা লক্ষ্য কেন্দ্র করব তাদের যত্ন নেওয়াতে, যাতে তারা তাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা পূর্ণ করতে পারে।

#১, সেই ব্যক্তির জীবনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য চিহ্নিত করুন

আমরা যদি কোন একজন ব্যক্তিকে এমন কিছুতে গঠন করি, যা ঈশ্বর তার জীবনের জন্য পরিকল্পিত করেন নি, তাহলে আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশের বিরুদ্ধে লড়াই করে থাকি।

তাদের ঈশ্বর নিরূপিত স্থান সূক্ষ্ম ভাবে বিবেচনা করুন।

১ করিন্থীয় ১২:১৮

১৮ কিন্তু এখন ঈশ্বর অঙ্গ সকল এক এক করিয়া দেহের মধ্যে যেমন ইচ্ছা করিয়াছেন, সেইরূপ বসাইয়াছেন।

তাদের ঈশ্বর নিরূপিত দায়িত্ব সূক্ষ্ম ভাবে বিবেচনা করুন।

রোমীয় ১২:৪-৬

৪ কেননা যেমন আমাদের এক দেহে অনেক অঙ্গ, কিন্তু সকল অঙ্গের একরূপ কার্য নয়, ৫ তেমনি এই অনেক যে আমরা, আমরা খ্রীষ্টে এক দেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ৬ আর আমাদিগকে যে অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে, তদনুসারে যখন আমরা বিশেষ বিশেষ বর প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন সেই বর যদি ভাববাণী হয়, তবে আইস, বিশ্বাসের পরিমাণ অনুসারে ভাববাণী বলি;

এটা একটা দারুন দায়িত্ব যা আপনি পেয়েছেন – লোকেদের সাহায্য করা তাদের ঈশ্বর নিরূপিত উদ্দেশ্য আবিষ্কার করতে এবং তা পূর্ণ করতে তাদের সাহায্য করা। আপনাকে প্রচণ্ড ভাবে ঈশ্বরের আত্মার পরিচালনার প্রতি অনুভবনশীল হতে হবে এই ক্ষেত্রে।

যীশু লোকেদের আত্মা দ্বারা উপলব্ধি করতে পারতেন।

পিতরের ক্ষেত্রে

যোহন ১:৪১,৪২

৪১ তিনি প্রথমে আপন ভ্রাতা শিমোনের দেখা পান, আর তাঁহাকে বলেন, আমরা মশীহের দেখা পাইয়াছি- অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ খ্রীষ্ট [অভিষিক্ত]। ৪২ তিনি তাঁহাকে যীশুর নিকটে আনিলেন। যীশু তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তুমি যোহনের পুত্র শিমোন, তোমাকে কৈফা বলা যাইবে- অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ পিতর [পাথর]।

নথনেলের ক্ষেত্রে

যোহন ১:৪৭

৪৭ যীশু নথনেলকে আপনার নিকটে আসিতে দেখিয়া তাঁহার বিষয়ে কহিলেন, ঐ দেখ, একজন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়, যাহার অন্তরে ছল নাই।

আত্মায়ে, মানুষদের ভবিষ্যৎ দেখুন, তার জন্য তাদের প্রশিক্ষিত করুন এবং সঠিক সময়ে তাদের সেই আহ্বানে মুক্ত করুন।

#২, ঐশ্বরিক ক্ষমতা মুক্ত করার জন্য লোকেদের অবস্থিত করুন

লোকেদের অবস্থিত করতে হবে – তাদের ঈশ্বর নিরূপিত স্থানে তাদের অবস্থিত করতে হবে, প্রত্যেকটি কালে, যাতে তারা সেই বিষয়ে পরিণত হতে পারে যা ঈশ্বর তাদের জন্য নিরূপিত করে রেখেছেন।

মোশি এবং যিহোশূয়ের ক্ষেত্রে

দ্বিতীয় বিবরণ ১:৩৮

৩৮ তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান নূনের পুত্র যিহোশূয় সেই দেশে প্রবেশ করিবে; তুমি তাহাকেই আশ্বাস দেও, কেননা সে ইস্রায়েলকে তাহা অধিকার করাইবে।

দ্বিতীয় বিবরণ ৩:২৮

২৮ কিন্তু তুমি যিহোশূয়কে আজ্ঞা কর, তাহাকে আশ্বাস দেও, এবং তাহাকে বীর্যবান কর, কেননা সে এই লোকদের অগ্রগামী হইয়া পার হইবে, আর যে দেশ তুমি দেখিবে, সেই দেশ সে তাহাদিগকে অধিকার করাইবে।

বার্ণবা এবং শৌলের ক্ষেত্রে

প্রেরিত ১১:২৫,২৬

২৫ পরে তিনি শৌলের অন্বেষণ করিতে তার্ষে গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে পাইয়া আন্তিয়খিয়াতে আনিলেন। ২৬ আর তাঁহারা সম্পূর্ণ এক বৎসর কাল মণ্ডলীতে একত্র হইতেন, এবং অনেক লোককে উপদেশ দিলেন; আর প্রথমে আন্তিয়খিয়াতেই শিষ্যেরা 'খ্রীষ্টীয়ান' নামে আখ্যাত হইল।

পৌল, বার্ণবা এবং যোহন মার্ক

অনেক সময়ে, কোন ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বরের ক্ষমতা বুঝতে পারাতে আমরা ভুল করতে পারি, যেমন প্রাথমিক ভাবে পৌল করেছিলেন যোহন মার্কের ক্ষেত্রে, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তার মত পরিবর্তন করেছিলেন।

প্রেরিত ১৩:১৩

১৩ পরে পৌল ও তাঁহার সঙ্গিগণ পাফঃ হইতে জাহাজ খুলিয়া পাম্ফুলিয়ার পর্গা নগরে উপস্থিত হইলেন। তখন যোহন তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া যিরূশালেমে ফিরিয়া গেলেন।

প্রেরিত ১৫:৩৬-৪১

৩৬ কতক দিন পরে পৌল বার্ণবাকে কহিলেন, চল, আমরা যে সকল নগরে প্রভুর বাক্য প্রচার করিয়াছিলাম, সেই সকল নগরে এখন ফিরিয়া গিয়া ভ্রাতৃগণের তত্ত্বাবধান করি, দেখি, তাহারা কেমন আছে। ৩৭ আর বার্ণবা চাহিলেন, যোহন যাঁহাকে মার্ক বলে, তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবেন; ৩৮ কিন্তু পৌল মনে করিলেন, যে ব্যক্তি পাম্ফুলিয়াতে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছিল, তাঁহাদের সহিত কার্যে গমন করে নাই, এমন লোককে সঙ্গে করিয়া লওয়া উচিত নয়। ৩৯ ইহাতে এমন বিতণ্ডা হইল যে, তাঁহারা পরস্পর পৃথক হইলেন; বার্ণবা মার্ককে সঙ্গে করিয়া জাহাজে কুপ্রে গমন করিলেন; ৪০ কিন্তু পৌল সীলকে মনোনীত করিয়া, ভ্রাতৃগণের দ্বারা প্রভুর অনুগ্রহে সমর্পিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। ৪১ আর তিনি সুরিয়া ও কিলিকিয়া দিয়া গমন করিতে করিতে মণ্ডলীসমূহকে সুস্থির করিলেন।

কলসীয় ৪:১০

১০ আমার সহবন্দি আরিষ্টার্খ, এবং বার্ণবার কুটুম্ব, মার্ক- যাঁহার বিষয়ে তোমরা আজ্ঞা পাইয়াছ; তিনি যদি তোমাদের কাছে উপস্থিত হন, তবে তাঁহাকে গ্রহণ করিও

২ তীমথিয় ৪:১১

১১ একা লূক মাত্র আমার সঙ্গে আছেন। তুমি মার্ককে সঙ্গে করিয়া আইস, কেননা তিনি পরিচর্যা বিষয়ে আমার বড় উপকারী।

#৩, তাদের প্রতিভা ও বরদান আবিষ্কার করুন ও গঠন করুন

আমরা যেন মানুষদের বরদান ও প্রতিভার ক্ষেত্রগুলিতে উৎসাহিত করতে পারি।

আমাদের হয়তো মানুষদের সেই স্থানে যাওয়া থেকে আটকাতে হতে পারে, যা তাদের অনুগ্রহ ও বরদানের স্থান নয়। মানুষ হিসাবে, আমাদের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে যে আমরা অন্যের বিষয়গুলি আকাঙ্ক্ষা করি।

১ তীমথিয় ৪:১৪

১৪ তোমার অন্তরস্থ সেই অনুগ্রহ-দান অবহেলা করিও না, যাহা ভাববাণী দ্বারা প্রাচীনবর্গের হস্তার্পণ সহকারে তোমাকে দত্ত হইয়াছে।

২ তীমথিয় ১:৬,৭

৬ এই কারণ তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আমার হস্তার্পণ দ্বারা ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ-দান তোমাতে আছে, তাহা উদ্দীপিত কর। ৭ কেননা ঈশ্বর আমাদিগকে ভীরুতার আত্মা দেন নাই, কিন্তু শক্তির, প্রেমের ও সুবুদ্ধির আত্মা দিয়াছেন।

#৪, জীবন দিয়ে জীবনের যত্ন নিন

ফিলিপীয় ৪:৯

৯ তোমরা আমার কাছে যাহা যাহা শিখিয়াছ, গ্রহণ করিয়াছ, শুনিয়াছ ও দেখিয়াছ, সেই সকল কর; তাহাতে শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন।

১ করিন্থীয় ৪:১৬

১৬ অতএব তোমাদিগকে বিনয় করি, তোমরা আমার অনুকারী হও।

১ করিন্থীয় ১১:১

১ আমি তোমাদের প্রশংসা করিতেছি যে, তোমরা সকল বিষয়ে আমাকে স্মরণ করিয়া থাক,

আপনার জীবন হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা যা আপনি প্রচার করে থাকেন।

মথি ৫:১৯

১৯ অতএব যে কেহ এই সকল ক্ষুদ্রতম আজ্ঞার মধ্যে কোন একটা আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, ও লোকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গরাজ্যে অতি ক্ষুদ্র বলা যাইবে; কিন্তু যে কেহ সেই সকল পালন করে ও শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গ-রাজ্যে মহান বলা যাইবে।

শিক্ষা দেওয়ার আগে আপনাকে এটা করতে হবে।

মথি ১৫:১৪

১৪ উহাদিগকে থাকিতে দেও, উহারা অন্ধদের অন্ধ পথদর্শক; যদি অন্ধ অন্ধকে পথ দেখায়, উভয়েই গর্তে পড়িবে।

আপনি নিজে যে বিষয়ে প্রকাশ পান নি, সেই বিষয়ে আপনি অন্যদের পরিচালনা করতে পারবেন না। আপনি যদি তা করার চেষ্টা করেন, এটা একজন অন্ধ ব্যক্তি আরেকজন অন্ধ ব্যক্তিকে পরিচালনা করার মতো হবে। উভয়েই গর্তে পড়ে যাবে!

আপনি সেই বিষয় দিতে পারবেন না যা আপনার কাছে নেই।

আপনি অন্যদের সেই স্থানে নিয়ে যেতে পারবেন না, যেখানে আপনি নিজে যান নি।

আপনি লোকেদের খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে পরিপক্ক করাতে পারবেন না, যদি আপনি নিজে খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে পরিপক্ক না হয়ে থাকেন।

আপনি সেই বিষয়ে স্বাধীনতা আনতে পারবেন না, যেখানে আপনি নিজে বন্দিত্বে আছেন।

#৫, নিরাপত্তাহীনতাকে দূর করুন

লোকেদের সাথে সম্পর্কযুক্ত করাতে নেতার সবচেয়ে বড় যে সমস্যায়ে পড়ে, তা হল নিরাপত্তাহীনতার সমস্যা।

নিরাপত্তাহীন নেতারা অন্য লোকেদের প্রতি ঈর্ষা করেন, অন্য ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণ করেন, লোকেদের জীবনে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী যুক্ত হয়ে যায়, কর্তৃত্বপূর্ণ/ একনায়কতান্ত্রিক হয়ে যায়, ইত্যাদি। এই ধরণের পতন থেকে নিজেকে রক্ষা করুন।

(ক) ঈর্ষাকে দূরে রাখুন

শৌল এবং দায়ূদের উদাহরণ

১ শমূয়েল ১৮:৬-১১

৬ পরে লোকেরা ফিরিয়া আসিলে যখন দায়ূদ পলেষ্টীয়দিগকে আঘাত করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন শৌল রাজার সঙ্গে সাক্ষাত করিতে ইস্রায়েলের সমস্ত নগর হইতে স্ত্রীলোকেরা তবলধ্বনি, আমোদ ও ত্রিতন্ত্রীবাদ্য সহকারে গান ও নৃত্য করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিল। ৭ সেই স্ত্রীলোকেরা অভিনয়ক্রমে পরস্পর গান করিয়া বলিল, শৌল বধিলেন সহস্র সহস্র, আর দায়ূদ বধিলেন অযুত অযুত। ৮ তাহাতে শৌল অতি ক্রুদ্ধ হইলেন, তিনি এই কথায় অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, উহারা দায়ূদের বিষয়ে অযুত অযুতের কথা বলিল, ও আমার বিষয়ে কেবল সহস্র সহস্রের কথা বলিল; ইহাতে রাজত্ব ব্যতীত সে আর কি পাইবে? ৯ সেই দিন অবধি শৌল দায়ূদের উপরে দৃষ্টি রাখিলেন। ১০ পরদিবসে ঈশ্বর হইতে এক দুষ্ট আত্মা সবলে শৌলের উপরে আসিল, এবং তিনি গৃহমধ্যে প্রলাপ বকিতে লাগিলেন, আর দায়ূদ প্রত্যহ যেমন করিতেন, সেইরূপ হস্ত দ্বারা বাদ্য বাজাইতেছিলেন; তখন শৌলের হস্তে তাঁহার বর্শা ছিল। ১১ শৌল সেই বর্শা নিক্ষেপ করিলেন, বলিলেন, আমি দায়ূদকে দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথিব; কিন্তু দায়ূদ দুই বার তাঁহার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলেন।

১ যোহন ৪:২০,২১

২০ যদি কেহ বলে, আমি ঈশ্বরকে প্রেম করি, আর আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে মিথ্যাবাদী; কেননা যাহাকে দেখিয়াছে, আপনার সেই ভ্রাতাকে যে প্রেম না করে, সে যাঁহাকে দেখে নাই, সেই ঈশ্বরকে প্রেম করিতে পারে না। ২১ আর আমরা তাঁহা হইতে এই আজ্ঞা পাইয়াছি যে, ঈশ্বরকে যে প্রেম করে, সে আপন ভ্রাতাকেও প্রেম করুক।

একটা পবিত্র ও সরল হৃদয় শুধুমাত্র ঈশ্বরের প্রতি সঠিক থাকে না, কিন্তু লোকেদের প্রতিও সঠিক আচরণ করে।

(খ) অতিরিক্ত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা/প্রতিরক্ষা করা থেকে নিজেকে দূরে রাখুন

২ করিন্থীয় ১১:১-৪

১ আমার ইচ্ছা, যেন একটু নির্বুদ্ধিতার বিষয়ে তোমরা আমার প্রতি সহিষ্ণুতা কর; তোমরা আমার প্রতি সহিষ্ণুতা করিতেছই ত। ২ কারণ ঈশ্বরীয় অন্তর্জ্বালায় তোমাদের জন্য আমার অন্তর্জ্বালা হইতেছে, কেননা আমি তোমাদিগকে সতী কন্যা বলিয়া একই বর খ্রীষ্টের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য বাগ্‌দান করিয়াছি। ৩ কিন্তু আশঙ্কা হইতেছে, পাছে সর্প যেমন আপন ধূর্ততায় হবাকে প্রতারণা করিয়াছিল, তেমনি তোমাদের মন খ্রীষ্টের প্রতি সরলতা ও শুদ্ধতা হইতে ভ্রষ্ট হয়। ৪ কোন আগন্তুক যদি এমন আর এক যীশুকে প্রচার করে, যাহাকে আমরা প্রচার করি নাই, কিম্বা তোমরা যদি এমন অন্যবিধ আত্মা পাও, যাহা প্রাপ্ত হও নাই, বা এমন অন্যবিধ সুসমাচার পাও, যাহা গ্রহণ কর নাই, তবে বিলক্ষণ সহিষ্ণুতা করিতেছ!

২ করিন্থীয় ১:২৪

২৪ আমরা যে তোমাদের বিশ্বাসের উপরে প্রভুত্ব করি, এমন নয়, বরং তোমাদের আনন্দের সহকারী হই; কারণ বিশ্বাসেই তোমরা দাঁড়াইয়া আছ।

"ঐশ্বরিক ঈর্ষা সহকারে লোকেদের উপর ঈর্ষা করা"- যেটা একটা স্বাস্থ্যকর বিষয়, এবং লোকেদের বিশ্বাস ও ঈশ্বরের সাথে গমনাগমনের উপর প্রভুত্ব করার মধ্যে একটা ভারসাম্য আছে।

(গ) অতিরিক্ত ভাবে তাদের জীবনে যুক্ত হওয়া থেকে দূরে থাকুন

লোকেদের সঠিক ও বেঠিক বিষয়গুলির সম্বন্ধে শিক্ষা দিন এবং তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেদেরকেই নিতে দিন। লোকেদের হয়ে আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন না, নয়তো তারা কখনই বৃদ্ধি পাবে না এবং তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে শিখবে না।

তাদের জন্য আপনি একটা খঞ্জের যষ্টি হয়ে উঠবেন না, যে লোকেরা আপনার উপরই নির্ভর করে চলে। তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য শিক্ষা দিন। আপনি তাদের আশেপাশে না থাকলেও তারা যেন নিজেদের জীবন যাপন করতে পারে, নিজেদের অনুশাসন করতে পারে, বিষয়গুলি দেখাশোনা করতে পারে!

(ঘ) কর্তৃত্বপূর্ণ হওয়া থেকে দূরে থাকুন

১ পিতর ৫:১-৪

১ অতএব তোমাদের মধ্যে যে প্রাচীনবর্গ আছেন, তাঁহাদিগকে আমি- সহপ্রাচীন, খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সাক্ষী, এবং প্রকাশিতব্য ভাবী প্রতাপের সহভাগী আমি- বিনতি করিতেছি; ২ তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের যে পাল আছে, তাহা পালন কর; অধ্যক্ষের কার্য কর, আবশ্যকতা প্রযুক্ত নয়, কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক, ঈশ্বরের অভিমতে, কুৎসিত লাভার্থে নয়, কিন্তু উৎসুক ভাবে কর; ৩ নিরূপিত অধিকারের উপরে কর্তৃত্বকারীরূপে নয়, কিন্তু পালের আদর্শ হইয়াই কর। ৪ তাহাতে প্রধান পালক প্রকাশিত হইলে তোমরা ম্লান প্রতাপমুকুট পাইবে।

১ করিন্থীয় ৯:১৮

১৮ তবে আমার পুরস্কার কি? তাহা এই যে, সুসমাচার প্রচার করিতে করিতে আমি সেই সুসমাচারকে ব্যয়-রহিত করি, যেন সুসমাচার সম্বন্ধে যে কর্তৃত্ব আমার আছে, তাহার পূর্ণ ব্যবহার না করি।

২ করিন্থীয় ১০:৮

৮ বাস্তবিক আমাদের কর্তৃত্ব বিষয়ে কিঞ্চিৎ অধিক শ্লাঘা করিলেও আমি লজ্জা পাইব না; প্রভু তোমাদের উৎপাটনের নিমিত্ত নয়, কিন্তু তোমাদিগকে গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্ত সেই কর্তৃত্ব দিয়াছেন;

২ করিন্থীয় ১২:১৮,১৯

১৮ আমি তীতকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, এবং তাঁহার সঙ্গে সেই ভ্রাতাকে পাঠাইয়াছিলাম; তীত কি তোমাদিগকে ঠকাইয়াছেন? আমরা কি একই আত্মায়, একই পদচিহ্ন দিয়া চলি নাই? ১৯ এ যাবৎ তোমরা মনে করিতেছ যে, আমরা তোমাদেরই নিকটে দোষ কাটাইবার কথা কহিতেছি। আমরা ঈশ্বরেরই সাক্ষাতে খ্রীষ্টে কথা কহিতেছি; আর, প্রিয়তমেরা, সকলই তোমাদিগকে গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্ত কহিতেছি।

(ঙ) আবেগজনিত সংযুক্তি থেকে দূরে থাকুন

অনেক সময় আমরা তাদের সাথে আবেগগত ভাবে যুক্ত হয়ে যাই, যাদের আমরা প্রভুতে বৃদ্ধি দিচ্ছি। তাহলে, যখন তাদের মুক্ত করে দেওয়ার সময় আসবে, তখন আমরা তাদের মুক্ত করতে অনিচ্ছুক হয়ে উঠবো, আবেগগত সংযুক্তির কারণে। এটা একটা বিপদজনক বিষয়।

১ শমূয়েল ১৮:১ পদে আমরা লক্ষ্য করি যে দায়ূদ এবং যোনাথন, একে অপরের সাথে একটা বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। তবুও, যখন দায়ূদকে দূরে পাঠিয়ে দেওয়ার সময় এসেছিল, যোনাথন তা করেছিলেন (১ শমূয়েল ২০:১৩)।

#৬, যখন প্রয়োজন, অনুযোগ করুন

১ করিন্থীয় ৪:২১

২১ তোমাদের ইচ্ছা কি? আমি কি বেত লইয়া তোমাদের কাছে যাইব? না প্রেম ও মৃদুতার আত্মায় যাইব?

২ করিন্থীয় ৭:১১,১২

১১ কারণ দেখ, এই বিষয়টি, অর্থাৎ ঈশ্বরের মতানুযায়ী যে মনোদুঃখ তোমাদের হইয়াছে, তাহা তোমাদের পক্ষে কত যত্ন সাধন করিয়াছে! আর কেমন দোষপ্রক্ষালন, আর কেমন বিরক্তি, আর কেমন ভয়, আর কেমন অনুরাগ, আর কেমন উদ্যোগ, আর কেমন প্রতিকার! সর্ববিষয়ে তোমরা আপনাদিগকে ঐ ব্যাপারে শুদ্ধ দেখাইয়াছ। ১২ অতএব আমি যদিও তোমাদের কাছে লিখিয়াছিলাম, তথাপি অপরাধীর জন্য কিম্বা যাহার বিরুদ্ধে অপরাধ করা হইয়াছে, তাহার জন্য নয়, কিন্তু আমাদের পক্ষে তোমাদের যে যত্ন আছে, তাহা যেন ঈশ্বরের সাক্ষাতে তোমাদের প্রত্যক্ষ হয়, এই জন্য লিখিয়াছিলাম।

২ করিন্থীয় ১৩:১০

১০ এই কারণ আমি অনুপস্থিত হইয়া এই সকল কথা লিখিলাম, যেন উপস্থিত হইলে প্রভুর দত্ত ক্ষমতানুসারে তীক্ষ্ম ভাব প্রয়োগ করিতে না হয়; সেই ক্ষমতা তিনি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নিমিত্ত নয়, কিন্তু গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্তই আমাকে দিয়াছেন।

প্রায়ই, আমরা অনুযোগ করি না কারণ আমরা একটা সম্পর্ককে আঘাত পৌঁছানোর ঝুঁকি নিতে চাই না।

হিতোপদেশ ২৭:৬

৬ প্রণয়ীর প্রহার বিশ্বস্ততাযুক্ত, কিন্তু শত্রুর চুম্বন অতিমাত্র।

প্রেমের সাথে অনুযোগ করার অন্তরের শক্তি আমাদের রাখতে হবে। এটা আমাদের বুঝতে হবে যে একজন ব্যক্তির জীবনে অনুযোগ করার দ্বারা আমরা তার জীবনে ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশী ভালো সাধন করি। আমরা যদি বিষয়টিকে তুচ্ছ মনে করি অথবা অবহেলা করি, তাহলে সেই বিষয়টিই ব্যক্তির জীবনে ক্ষতিকারক হতে পারে, অথবা অন্যান্য মানুষদের জীবনেও সমস্যা নিয়ে আসতে পারে।

অনুযোগ করতে বিলম্ব করবেন না।

যখন আমরা কারুর জীবনে অনুযোগ করি, সেই ব্যক্তিকে ঈশ্বরের কাছে সাড়া দেওয়ার সুযোগ অথবা স্বাধীনতা দিন। যারা আমাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করেছে, তাদের যন্ত্রণার জন্য আমরা দায়ী নই।

হিতোপদেশ ১৭:৯

[৯] যে অধর্ম আচ্ছাদন করে, সে প্রেমের অন্বেষণ করে; কিন্তু যে পুনঃ পুনঃ এক কথা বলে, সে মিত্রভেদ জন্মায়।

যখন আমরা অনুযোগ করি, স্মরণে রাখবেন যে আমরা যেন সেই ব্যক্তির ভুলগুলি নিয়ে আলোচনা করতে না থাকি।

যখন আপনি কাউকে অনুযোগ করেন, সেই ব্যক্তিকে গেঁথে তোলার জন্য করুন, তাকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য নয়।

(ক) শান্ত ভাব সহকারে অনুযোগ করুন

প্রেমের সাথে অনুযোগ করা সবসময় সহজ বিষয় নয় কারণ এই সমস্ত পরিস্থিতিতে আমাদের আবেগ (অসন্তুষ্ট হওয়া, রেগে যাওয়া, উত্তেজিত হওয়া, ইত্যাদি) জড়িত থাকে। কিন্তু, আমাদের পবিত্র আত্মাকে অনুমতি দিতে হবে যাতে তিনি আমাদের শান্ত ভাব সহকারে, দয়া সহকারে এবং উত্তমতা সহকারে কঠিন পরিস্থিতিতেও পরিচালিত হতে সাহায্য করেন।

গালাতীয় ৫:২২

[২২] কিন্তু আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, মাধুর্য, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা,

২ করিন্থীয় ৬:৬

[৬] ...শুদ্ধতায়, জ্ঞানে, চিরসহিষ্ণুতায়, মধুর ভাবে, পবিত্র আত্মায়, অকপট প্রেমে,...

১ থিষলনীকীয় ২:৭

[৭] কিন্তু যেমন স্তন্যদাত্রী নিজ বৎসদের লালন পালন করে, তেমনি তোমাদের মধ্যে কোমল ভাব দেখাইয়াছিলাম;

২ তীমথিয় ২:২৪

[২৪] আর যুদ্ধ করা প্রভুর দাসের উপযুক্ত নহে; কিন্তু সকলের প্রতি কোমল, শিক্ষাদানে নিপুণ,...

তীত ৩:২

২ বাধ্য হয়, সর্বপ্রকার সৎক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত হয়, কাহারও নিন্দা না করে, নির্বিরোধ ও ক্ষান্তশীল হয়, সকল মনুষ্যের কাছে সম্পূর্ণ মৃদুতা দেখায়।

যাকোব ৩:১৭

১৭ কিন্তু যে জ্ঞান উপর হইতে আইসে, তাহা প্রথমে শুচি, পরে শান্তিপ্রিয়, ক্ষান্ত, সহজে অনুনীত, দয়া ও উত্তম উত্তম ফলে পরিপূর্ণ, ভেদাভেদবিহীন ও নিষ্কপট।

(খ) আদেশ করা বনাম অনুরোধ করা

অনুরোধ করা

পত্রগুলির মধ্যে সব মিলিয়ে ২৪টি উল্লেখ আছে, যেখানে পৌল এবং অন্যান্য পরিচর্যাকারীরা তাদের শ্রোতাদের "অনুরোধ" করেছেন কিছু নির্দেশ মান্য করার জন্য [রোমীয় ১২:১; রোমীয় ১৫:৩০; রোমীয় ১৬:১৭; ১ করিন্থীয় ১:১০; ১ করিন্থীয় ৪:১৬; ১ করিন্থীয় ১৬:১৫; ২ করিন্থীয় ২:৮; ২ করিন্থীয় ৬:১,২; ২ করিন্থীয় ১০:১,২; গালাতীয় ৪:১২; ইফিষীয় ৪:১; ফিলিপীয় ৪:২; ১ থিষলনীকীয় ৪:১; ১ থিষলনীকীয় ৪:১০; ১ থিষলনীকীয় ৫:১২; ২ থিষলনীকীয় ২:১; ফিলীমন ১:৯,১০; ইব্রীয় ১৩:১৯; ইব্রীয় ১৩:২২; ১ পিতর ২:১১; ২ যোহন ১:৫]

"অনুরোধের" গ্রীক শব্দ হলঃ

গ্রীক *'পারাক্লেও'* = কাছে ডাকা, আমন্ত্রণ করা, আহ্বান করা, পরামর্শ দেওয়া, প্রার্থনা করা।

গ্রীক *'এরোটাও'* = প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা, অনুরোধ করা, জিজ্ঞেস করা, আকাঙ্ক্ষা করা, বিনতি করা, প্রার্থনা করা।

কিছু উদাহরণঃ

রোমীয় ১৬:১৭

১৭ ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা যে শিক্ষা পাইয়াছ, তাহার বিপরীতে যাহারা দলাদলি ও বিঘ্ন জন্মায়, তাহাদিগকে চিনিয়া রাখ ও তাহাদের হইতে দূরে থাক।

ফিলিপীয় ৪:২

২ আমি ইবদিয়াকে বিনতি করিয়া, ও সুন্তখীকে বিনতি করিয়া বলিতেছি, তোমরা প্রভুতে একই বিষয় ভাব।

ফিলীমন ১:৯,১০

৯ তথাপি আমি প্রেম প্রযুক্ত বরং বিনতি করিতেছি- ঈদৃশ ব্যক্তি, সেই বৃদ্ধ পৌল, এবং এখন আবার খ্রীষ্ট যীশুর বন্দি- ১০ আমি নিজ বৎসের বিষয়ে, বন্ধন-দশায় যাহাকে জন্ম দিয়াছি, সেই ওনীষিমের বিষয়ে তোমাকে বিনতি করিতেছি।

আদেশ করা

ঈশ্বরের পরিচর্যাকারী হিসাবে অনেক সময়ে আমাদের লোকেদেরকে আদেশ দিতে হবে ও শিক্ষা দিতে হবে। আমরা আমাদের আত্মিক কর্তৃত্ব ব্যবহার করে লোকেদের ঈশ্বরের নির্দেশ পালন করতে আদেশ দিই।

১ তীমথিয় ৪:১১

১১ তুমি এই সকল বিষয় আজ্ঞা কর ও শিক্ষা দেও।

আদেশ, গ্রীক ভাষায়ে 'প্যরাঞ্জেলো' = কোন বার্তা পাঠানো, আদেশ করা, ভারার্পণ করা।

যাইহোক, পত্রগুলিতে, পৌল খুবই অল্প সংখ্যক "আদেশ" কথাটি ব্যবহার করেছেন (৪ বার), লোকেদের "অনুরোধ" করার তুলনায়ে (প্রায় ২০ বার)। এটা আমাদের বলে যে লোকেদের পরামর্শ দেওয়া, পরিচালনা করা ও সংশোধন করার সাধারণ পদ্ধতি হল তাদের অনুরোধ করার দ্বারা। খুব কম আপনি তাদের "আদেশ" করবেন।

১ করিন্থীয় ৭:১০

১০ আর বিবাহিত লোকদিগকে এই আজ্ঞা দিতেছি- আমি দিতেছি তাহা নয়, কিন্তু প্রভুই দিতেছেন- স্ত্রী স্বামীর নিকট হইতে চলিয়া না যাউক

২ থিষলনীকীয় ৩:৪,৬,১২

৪ আর তোমাদের সম্বন্ধে প্রভুতে আমাদের এই দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, আমরা যাহা যাহা আদেশ করি, সেই সকল তোমরা পালন করিতেছ ও করিবে। ৬ আর, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাদিগকে এই আদেশ দিতেছি, যে কোন ভ্রাতা অনিয়মিতরূপে চলে, এবং তোমরা আমাদের নিকট হইতে যে শিক্ষা পাইয়াছ, তদনুসারে চলে না, তাহার সঙ্গ ত্যাগ কর; ১২ এই প্রকার লোকদিগকে আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আদেশ ও উপদেশ দিতেছি, তাহারা শান্ত ভাবে কার্য করিয়া আপনাদেরই অন্ন ভোজন করুক।

(গ) অপরিপক্ক প্রতিক্রিয়াগুলিকে সামলানো

সাধারণত, যখন আমরা অনুযোগ করি, কিছু মানুষেরা তা ভালো ভাবে গ্রহণ করবে। অন্যেরা ভালো ভাবে গ্রহণ করবে না। তারা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। যাদের আমরা প্রেম করি, যাদের আমরা আত্মায়ে বৃদ্ধি দিই, তাদের থেকে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাওয়া একজন পরিচর্যাকারীর জীবনে খুব যন্ত্রণাদায়ক একটা অভিজ্ঞতা প্রদান করতে পারে। আমরা তাদের জন্য প্রাণপণ ভাবে মঙ্গলের প্রচেষ্টা করি, তাদের ভবিষ্যতকে আমাদের হৃদয়ে ধরে রাখি, এবং তবুও তারা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখায়, কারণ তারা অনুযোগের কষ্টদায়ক অনুভুতিকে সহ্য করতে পারে না।

এখানে কিছু নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ দেওয়া হল যা আমরা পেতে পারিঃ

(ক) নালিশ করা – হঠাৎ, যে ব্যক্তিকে অনুযোগ করা হয়েছে, তার কাছে সমস্ত কিছু খুব আলাদা হয়ে ওঠে। এতদিন পর্যন্ত যা কিছু তার কাছে সুন্দর ছিল এবং দারুন ছিল, হঠাৎ সেই সমস্ত কিছু তার জন্য যেন একটা মরুভুমি অথবা একটা প্রান্তরের ন্যায় হয়ে ওঠে। সেই ব্যক্তি এখন প্রত্যেক ছোট ছোট বিষয়ে নালিশ ও অভিযোগ করতে থাকে। অতীতের ছোট ছোট ঘটনাকে তুলে বড় সমস্যা তৈরি করে। এখন আমরা যা কিছুই করি না কেন, মনে হয় যে আমরা বোধয় তাকে নিচে নামিয়ে আনছি, তাদের নিষেধ করছি, তাদের নিয়ন্ত্রণ করছি অথবা তাদের আঘাত দিচ্ছি।

(খ) প্রত্যাহার – যে ব্যক্তিকে সংশোধন করা হয়েছে সে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়, যোগাযোগ ছিন্ন করে দেয় এবং নিজেকে গুটিয়ে ফেলে। সেখানে যোগাযোগ করায়ে কোন স্বাধীনতা নেই। সেই ব্যক্তির চারিপাশে আমাদের খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে, যাতে আমরা তাকে আঘাত করার মতো কিছু করে না ফেলি। তারা আমাদের থেকে কোন প্রকার আত্মিক বিষয় লাভ করতে পারে না।

(গ) প্রতিশোধ – সেই ব্যক্তি তার সমস্যার জন্য, হতাশার জন্য এবং অসন্তোষের জন্য আমাদের দোষ দিতে লাগে। হঠাৎ, আমাদের প্রতি তার সকল সম্মান যেন একটা অতীতের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

মথি ১৩:৫৭

[৫৭] এইরূপে তাহারা তাঁহাতে বিঘ্ন পাইতে লাগিল। কিন্তু যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আপনার দেশ ও কুল ছাড়া আর কোথাও ভাববাদী অনাদৃত হন না।

গীতসংহিতা ৪১:৯

৯ আমার যে মিত্র আমার বিশ্বাসপাত্র ছিল, ও আমার রুটি খাইত, সে আমার বিরুদ্ধে পাদমূল উঠাইয়াছে।

(ঘ) প্রস্থান করা – সেই ব্যক্তি হঠাৎ কোন খবর না দিয়েই উধাও হয়ে যায়। তারা তাদের সমস্যা আরেকটি পরিচর্যাকারী সংস্থায় বহন করে নিয়ে যায়, যেখানে তারা কিছু কালের জন্য প্রশ্রয় পাবে এবং তারপর তাদের সমস্যার বোঝা আবার উন্মুক্ত হবে।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের কী করনীয়?

(ক) ব্যক্তিগত ভাবে নেবেন না

কোন কোন ব্যক্তির অনুযোগ না নেওয়ার ক্ষমতা এরকমই হয়। তারা অনুযোগ অথবা সংশোধন গ্রহণ করতে পারে না, এবং সুতরাং, তারা তাদের প্রতিক্রিয়া দেখায়। এটা আমাদের পরিচর্যাকারী হিসাবে কিছু ইঙ্গিত দেয় না।

(খ) খারাপ লাগাবেন না। আপনার হৃদয়কে রক্ষা করুন

গালাতীয় ৪:১১,১২

১১ তোমাদের বিষয়ে আমার ভয় হয়; কি জানি, তোমাদের মধ্যে বৃথা পরিশ্রম করিয়াছি। ১২ হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে এই বিনয় করিতেছি, তোমরা আমার মত হও, কেননা আমিও তোমাদের মত।

পৌল এমন এক পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন, যে গালাতীয়দের প্রতি অনেক পরিশ্রম করার পর তার মনে হয়েছিল যে তার সকল পরিশ্রম বৃথা যাবে। তিনি তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছেন। তার প্রস্থানের পর, অন্য কিছু ব্যক্তিরা এসে ব্যবস্থা পালনের মধ্যে দিয়ে গালাতীয়দের বন্ধনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। এই পরিস্থিতিকে পৌল কীভাবে মোকাবিলা করলেন তা অনুকরণীয়।

"এটা কোন ব্যক্তিগত বিষয় নয়। আমার নালিশ করার কোন কারণ নেই। তোমরা আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে কোন আঘাত কর নি। আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; কোন খারাপ মনোভাব নেই; কেউ কারুর বিরুদ্ধে কোন আঘাত করে নি। সুতরাং, ব্যক্তিগত ভাবে আমি বেশী স্বাধীনতার সাথে তোমাদের এই বিষয়টি মেনে নিতে বলছি, যখন আমি তোমাদের নিশ্চিত করছি যে তোমরা আমার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগত ভাবে আঘাত কর নি। আমার কাছে নালিশ করার কিছুই নেই, এবং

একজন ব্যক্তি হিসাবে নয়, কিন্তু আরও উচ্চ স্থান থেকে আমি তোমাদের অনুরোধ করছিঃ এটা তোমাদের মঙ্গলের জন্য, এবং একটা সার্বিক মঙ্গলের জন্য। যখন খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীরা সত্য থেকে দূরে সরে যায়, এবং পালকদের পরামর্শ ও নির্দেশকে অবজ্ঞা করে, এবং জগতের ন্যায় হয়ে যায়, এটা কোন ব্যক্তিগত বিষয় নয়, অথবা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধের বিষয় নয়। তারা বলতে পারে না যে তারা ব্যক্তিগত ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। এটা একটা উচ্চ বিষয়। ধর্মের বিষয়গুলি আঘাত পেয়েছে। মণ্ডলী আঘাত পেয়েছে, এবং উদ্ধারকর্তা "তাঁর বন্ধুর গৃহেই আঘাত পেয়েছেন"। এই জগতের অনুরূপ হওয়া, অথবা কোন পাপে পড়ে যাওয়া, একটা প্রকাশ্য পাপ, এবং এটাকে একটা অপরাধ হিসাবে গণ্য করা উচিৎ যা উদ্ধারকর্তার উদ্দেশ্যকে আঘাত করেছে। এটা পৌলের মহানুভবতা প্রকাশ করে, যদিও তারা তার মতবাদকে ত্যাগ করেছে, এবং তাদের মঙ্গলার্থে তার প্রেম ও পরিশ্রমকে ভুলে গেছে, তবুও তিনি এটাকে ব্যক্তি বিরুদ্ধে অপরাধ হিসাবে গণ্য করেন নি, এবং এটা মনে করেন নি যে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছেন। একজন গৌরবাকাঙ্ক্ষী অথবা একজন প্রতারক এই বিষয়টিকেই মূল বিষয় করতো"। (Barnes Commentary. Albert Barnes' Notes on the Bible, Albert Barnes, 1798-1870)

(গ) লোকেদের পরিবর্তন হওয়ার সময় দিন

যে বিষয়গুলি নিয়ে মোকাবিলা করার প্রয়োজন আছে, সেই পর্যায়ে আসতে কিছু লোকেদের সময়ের প্রয়োজন হয়।

(ঘ) শান্তিতে তাদের এগিয়ে যেতে দিন

তাদের ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিন। কারণ, এটা ঈশ্বরই যিনি তাদের জীবনে বৃদ্ধি ও পরিপক্কতা নিয়ে আসতে পারেন।

#৭, সকল ক্ষেত্রে পরিপক্কতা নিয়ে আসুন

আত্মার দ্বারা লোকেদের নির্মাণ করার লক্ষ্য হল, তাদের খ্রীষ্টিয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিপক্কতা আনতে সাহায্য করা।

ইফিষীয় ৪:১৩-১৫

[১৩] যাবৎ আমরা সকলে ঈশ্বরের পুত্র বিষয়ক বিশ্বাসের ও তত্ত্বজ্ঞানের ঐক্য পর্যন্ত, সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা পর্যন্ত, খ্রীষ্টের পূর্ণতার আকারের পরিমাণ পর্যন্ত, অগ্রসর না হই; [১৪] যেন আমরা আর বালক না থাকি, মনুষ্যদের ঠকামিতে, ধূর্ততায়, ভ্রান্তির চাতুরীক্রমে তরঙ্গাহত এবং যে সে শিক্ষাবায়ুতে ইতস্ততঃত পরিচালিত না হই; [১৫] কিন্তু প্রেমে সত্যনিষ্ঠ হইয়া সর্ববিষয়ে তাঁহার উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই,

এটা সাধন করার জন্য ঈশ্বর আমাদের তাঁর বাক্য ও তাঁর আত্মা প্রদান করেছেন।

প্রায়ই, আমরা বরদান ও আহ্বানের ক্ষেত্রে পরিপক্কতার উপর জোর দিয়ে থাকি, কিন্তু চারিত্রিক বিষয়গুলি ও অন্যান্য বাস্তবিক বিষয়গুলিকে আমরা ভুলে যাই – লোকেদের সাথে আচরণ করা, সময় ও অর্থ ব্যবহার করা, একজন উত্তম স্বামী/স্ত্রী হওয়া, কাজ এবং বিশ্রামের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা, এবং ইত্যাদি।

চারিত্রিক সমস্যাগুলির সাথে মোকাবিলা করাঃ

- লোকেদের বরদান ছাড়াও তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে শিখুন। সবসময় সেই ব্যক্তির আহ্বান অথবা বরদান সম্পর্কিত কথা বলবেন না। লোকেরা সাধারণত তাদের আহ্বান ও বরদানে আড়ালে তাদের গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক সমস্যাগুলি লুকিয়ে রাখে।
- হৃদয়ের সমস্যাগুলি নিয়ে মোকাবিলা করুন। উদাহরণঃ শীঘ্রই রেগে যাওয়া, লোকেদের সাথে সম্পর্ক না রাখতে পারা, কারুর উপর নির্ভর না করা, ইত্যাদি।
- জীবনশৈলী ও অভ্যাস নিয়ে মোকাবিলা করুন। উদাহরণঃ একটা ভালো সাক্ষ্য বজায় রাখার গুরুত্ব, সময়ের, অর্থের সঠিক ব্যবহার, এবং ইত্যাদি।
- তারা নিজেদের উপর যে সীমাবদ্ধতা রেখেছে, তা চিহ্নিত করা ও সেটাকে ভেঙ্গে ফেলা।
- বারংবার ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাকে চিহ্নিত করা ও ভেঙ্গে ফেলা (প্রায়ই মণ্ডলী অথবা পরিচর্যা ছেড়ে দেওয়া)

#৮, তাদের আহ্বানে তাদের মুক্ত করে দিন

যখন লোকেরা বৃদ্ধি পায় ও পরিপক্ক হয়, আমাদের যেন সেই অনুগ্রহকারী ক্ষমতা থাকে যে আমরা তাদের আহ্বানে তাদেরকে মুক্ত করে দিতে পারি।

১ তীমথিয় ১:৩

৩ মাকিদনিয়ায় যাইবার সময়ে যেমন আমি তোমাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, তুমি ইফিষে থাকিয়া কতকগুলি লোককে এই আদেশ দেও, যেন তাহারা অন্যবিধ শিক্ষা না দেয়,

তীত ১:৪,৫

৪ পিতা ঈশ্বর এবং আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রীষ্ট যীশু হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি বর্তুক। ৫ আমি তোমাকে এই কারণে ক্রীতীতে রাখিয়া আসিয়াছি, যেন যাহা যাহা অসম্পূর্ণ, তুমি তাহা ঠিক করিয়া দেও, এবং যেমন আমি তোমাকে আদেশ দিয়াছিলাম, প্রত্যেক নগরে প্রাচীনদিগকে নিযুক্ত কর;

তারা অবশ্যই স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পেরেছিলেন।

#৯, প্রয়োজনে, তাদের আত্মিক সহায়তা প্রদান করতে থাকুন

আমরা যখন লোকেদের মুক্ত করে দিই, তখন আমরা তাদের একেবারে ত্যাগ করি না – বরং আমরা তাদের জন্য আত্মিক সাহায্য ও উৎসাহের জন্য অনবরত উপলব্ধ থাকি।

২ করিন্থীয় ১২:১৪,১৫

১৪ দেখ, এই তৃতীয় বার আমি তোমাদের কাছে যাইতে প্রস্তুত আছি; আর আমি তোমাদের গলগ্রহ হইব না; কেননা আমি তোমাদের কোন দ্রব্যের চেষ্টা নয়, তোমাদেরই চেষ্টা করিতেছি; কারণ পিতামাতার জন্য ধন সঞ্চয় করা সন্তানদের কর্তব্য নয়, বরং সন্তানদের জন্য পিতামাতার কর্তব্য। ১৫ আর আমি অতিশয় আনন্দের সহিত তোমাদের প্রাণের নিমিত্ত ব্যয় করিব, এবং ব্যয়িতও হইব। আমি যখন তোমাদিগকে অধিক প্রেম করি, তখন কি অল্পতর প্রেম প্রাপ্ত হই?

#১০, যারা পড়ে যায়, তাদের তুলে ধরুন

গালাতীয় ৬:১

১ ভ্রাতৃগণ, যদি কেহ কোন অপরাধে ধরাও পড়ে, তবে আত্মিক যে তোমরা, তোমরা সেই প্রকার ব্যক্তিকে মৃদুতার আত্মায় সুস্থ কর, আপনাকে দেখ, পাছে তুমিও পরীক্ষাতে পড়।

১ যোহন ৫:১৪-১৬

১৪ আর তাঁহার উদ্দেশে আমরা এই সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি যে, যদি তাঁহার ইচ্ছানুসারে কিছু যাচ্ঞা করি, তবে তিনি আমাদের যাচ্ঞা শুনেন। ১৫ আর যদি জানি যে, আমরা যাহা যাচ্ঞা করি, তিনি তাহা শুনেন তবে ইহাও জানি যে, আমরা তাঁহার কাছে যাহা যাচ্ঞা করিয়াছি সেই সকল পাইয়াছি। ১৬ যদি কেহ আপন ভ্রাতাকে এমন পাপ করিতে দেখে, যাহা মৃত্যুজনক নয়, তবে সে যাচ্ঞা করিবে, এবং [ঈশ্বর] তাহাকে জীবন দিবেন- যাহারা মৃত্যুজনক পাপ করে না, তাহাদিগকেই দিবেন। মৃত্যুজনক পাপ আছে, সেই বিষয়ে আমি বলি না যে, তাহাকে বিনতি করিতে হইবে।

প্রায়ই আমরা আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের আরও আঘাত দিয়ে থাকি। পরিবর্তে, আমরা যেন তাদের প্রেমের সাথে তুলে ধরতে পারি, যারা ভুল করে ও পড়ে যায়।

#১১, যারা পড়ে গেছে, তাদের সাথে যথাযথ আচরণ করুন

কেউ কেউ ঈশ্বরের আহ্বান থেকে পড়ে যেতে পারে।

ফিলীমন ১:২৪

২৪ ...মার্ক, আরিষ্টার্খ, দীমা ও লূক, আমার এই সহকারিগণও করিতেছেন।

২ তীমথিয় ৪:১০

১০ কেননা দীমা এই বর্তমান যুগ ভালবাসাতে আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, এবং থিষলনীকীতে গিয়াছে; ক্রীষ্কেন্ত গালাতিয়াতে, তীত দাল্‌মাতিয়াতে গিয়াছেন;

কেউ কেউ তাদের বিশ্বাস থেকে হারিয়ে গিয়ে আপনার বিশিষ্ট বিরোধিতা কারী হয়ে উঠতে পারে।

১ তীমথিয় ১:১৯,২০

১৯ যেন বিশ্বাস ও সৎবিবেক রক্ষা কর; সৎবিবেক দূরে ফেলাতে কাহারও কাহারও বিশ্বাস-রূপ নৌকা ভগ্ন হইয়াছে। ২০ তাহাদের মধ্যে হুমিনায় ও আলেক্‌সান্দর রহিয়াছে; আমি তাহাদিগকে শয়তানের হস্তে সমর্পণ করিলাম, যেন তাহারা শাসিত হইয়া ধর্মনিন্দা ত্যাগ করিতে শিক্ষা পায়।

২ তীমথিয় ৪:১৪,১৫

১৪ আলেক্সান্দর কাংস্যকার আমার বিস্তর অপকার করিয়াছে; প্রভু তাহার কর্মের সমুচিত প্রতিফল তাহাকে দিবেন। ১৫ তুমিও সেই ব্যক্তি হইতে সাবধান থাকিও, কেননা সে আমাদের বাক্যের অত্যন্ত প্রতিরোধ করিয়াছিল।

ব্যক্তিগত প্রয়োগ

প্রশ্ন ১ – এতো দূর পর্যন্ত আপনার যাত্রায়, লোকেদের আত্মা দ্বারা নির্মাণ করার অভিজ্ঞতাগুলি একবার চিন্তাভাবনা করুন। কী কী ইতিবাচক এবং কী কী নেতিবাচক পরিণাম দেখা দিয়েছে? এই অভিজ্ঞতাগুলি থেকে কিছু মূল শিক্ষণগুলি বের করে নেওয়ার চেষ্টা করুন।

ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণের কাজে লোকেদের নির্মাণ করার বিষয়ে আরও অধ্যয়ন করার জন্য APC প্রকাশনের বিনামূল্যে এই পুস্তকটি পাঠ করুনঃ “Code of Honor”

For I'm Building a People of Power

Written by : Dave Richards

For I'm building a people of power
For I'm making a people of praise
That will move through
this land by My Spirit
And will glorify
My precious Name

Build Your church Lord
Make us strong Lord
Join our hearts Lord
Through Your Son
Make us one Lord
In Your body
In the kingdom of Your Son

অধ্যায় সাতঃ

অংশীদারিত্ব—ঈশ্বরের রাজ্যে সহকর্মী

আমি রোপণ করিলাম, আপল্লো জল সেচন করিলেন, কিন্তু ঈশ্বর বৃদ্ধি দিতে থাকিলেন। অতএব রোপক কিছু নয়, সেচকও কিছু নয়, বৃদ্ধিদাতা ঈশ্বরই সার। আর রোপক ও সেচক উভয়েই এক, এবং যাহার যেরূপ নিজের শ্রম, সে তদ্রূপ নিজের বেতন পাইবে। (১ করিন্থীয় ৩:৬-৮)

৭

অংশীদারিত্ব—ঈশ্বরের রাজ্যে সহকর্মী

১ করিন্থীয় ৩:৯ক

৯ কারণ আমরা ঈশ্বরেরই সহকার্যকারী;...

যেহেতু আমরা সকলেই ঈশ্বরের সাথে সহকার্যকারী, সুতরাং, ঈশ্বরের রাজ্যে আমরা একে অপরের সাথেও সহকার্যকারী।

অংশীদারিত্বের মধ্যে দিয়ে, ঈশ্বরের রাজ্যের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই পৃথিবীতে অনেক কিছু সাধন করা যেতে পারে।

খ্রীষ্টের দেহে যে স্বপ্ন ও দর্শন প্রদান করা হয়ে থাকে, সেইগুলি একে অপরের সাথে সংযুক্ত আছে। আমাদের ঈশ্বরদত্ত দর্শনকে পরিপূর্ণ করার জন্য আমাদের প্রায়ই ঈশ্বরের রাজ্যে অংশীদারদের প্রয়োজন হবে।

ঈশ্বরের সেনাবাহিনীতে, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর সৈনিকদের মধ্যেই লড়াই লেগে যায়, হয়তো ঈশ্বরের সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ লড়াইগুলি হয়ে থাকে। প্রকৃত শত্রুর কাজ অনেক কমে যায়। আমরা যখন একে অপরকে ধ্বংস করাতে ব্যস্ত থাকি, তখন আমাদের শত্রু দর্শকের ন্যায় দেখতে থাকে। অনেক সময়ে আমরা একে অপরের থেকে অনেক দূরে চলে যায় এবং একাকী লড়াই করি, এবং এটা উপলব্ধি করতে পারি না যে খ্রীষ্টের দেহ কোন একজন সৈনিকের সেনাবাহিনী নয়।

একটা বিভক্ত রাজ্য দুর্বল ও শক্তিহীন

মার্ক ৩:২৪

২৪ কোন রাজ্য যদি আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়, তবে সেই রাজ্য স্থির থাকিতে পারে না।

একে অপরের সাথে অংশীদারিত্ব করায়ে অনিচ্ছুক হওয়াতে অনেক কিছু অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে।

ঈশ্বরের রাজ্যের প্রগতিতে আমাদের অংশীদারিত্ব অনিচ্ছুক হওয়া ব্যঘাত নিয়ে আসে।

আত্মায়ে একতা বজায় রাখার জন্য আমরা আহূত

ইফিষীয় ৪:৩

৩ প্রেমে পরস্পর ক্ষমাশীল হও, শান্তির যোগবন্ধনে আত্মার ঐক্য রক্ষা করিতে যত্নবান হও।

ফিলিপীয় ২:১

১ অতএব খ্রীষ্টে যদি কোন আশ্বাস, যদি প্রেমের কোন সান্ত্বনা, যদি আত্মার কোন সহভাগিতা, যদি কোন স্নেহ ও করুণা থাকে,

প্রকৃত ঈশ্বরের রাজ্যের নির্মাণের কাজে, আত্মার প্রকৃত কাজের দুটি বৈশিষ্ট্য হল আত্মায় একতা এবং সহভাগিতা। প্রকৃত ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণের কাজ আত্মায়ে একতা ও সহভাগিতাকে আরও শক্তিযুক্ত করে।

লূক ৯:৪৯,৫০

৪৯ পরে যোহন কহিলেন, নাথ, আমরা এক ব্যক্তিকে আপনার নামে ভূত ছাড়াইতে দেখিয়াছিলাম, আর তাহাকে বারণ করিতেছিলাম, কারণ সে আমাদের দলভুক্ত নয়। ৫০ কিন্তু যীশু তাঁহাকে বলিলেন, বারণ করিও না, কেননা যে তোমাদের বিপক্ষ নয়, সে তোমাদের সপক্ষ।

কেউ আমাদের দলে সদস্য নয় বলে, এর অর্থ এই নয় যে তারা ঈশ্বরের রাজ্যের কাজ করছে না!

ঈশ্বরের রাজ্য-মনা হওয়া

দ্বিতীয় বিবরণ ২২:১০

১০ বলদে ও গর্দভে একত্র জুড়িয়া চাষ করিবে না।

আমাদের যদি একসঙ্গে কাজ করতে হয় তাহলে আমাদের একমনা হতে হবে। আমরা যদি সকলেই রাজ্য-মনা হই, তাহলে একসঙ্গে কাজ করা সহজ হয়ে যাবে, সহজে ঈশ্বরের রাজ্য অগ্রসর করাতে পারব, এবং আত্মায়ে একতা ও সহভাগিতাকে শক্তিযুক্ত করতে পারব। যাইহোক, আমাদের মধ্যে যদি অল্প সংখ্যক ঈশ্বরের রাজ্য-মনা হয় এবং বাকিরা তাদের ব্যক্তিগত অথবা সংস্থার বিষয়গুলি নিয়ে বেশী চিন্তিত থাকে, তাহলে এটা একটা বলদ ও গাধাকে একসঙ্গে জোয়ালি বদ্ধ করার মতো হবে!

আমোষ ৩:৩

৩ একপরামর্শ না হইলে দুই ব্যক্তি কি এক সঙ্গে চলে?

১ করিন্থীয় ১:১০

১০ কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলি, তোমরা সকলে একই কথা বল, তোমাদের মধ্যে দলাদলি না হউক, কিন্তু এক মনে ও এক বিচারে পরিপক্ক হও।

আমরা কোন বিষয়ে একমত হতে পারি? যদিও আমরা খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারী হিসাবে আমরা বিভিন্ন বিশ্বাস গোষ্ঠী থেকে আসতে পারি এবং এমনকি আমাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্যও থাকতে পারে, তবুও আমরা বিশ্বাসের মূল বিষয়ের উপর একমত হতে পারি, যেমন খ্রীষ্টের বিষয়, ক্রুশের উপর তাঁর সমাপ্ত কাজ, তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান, তাঁর দ্বিতীয় আগমন এবং মহান কার্যভার, যা তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন। এই বিষয়ে আমরা একমনা হতে পারি – আমরা যাই করি না কেন, খ্রীষ্টের রাজ্যকে অগ্রসর করানোর জন্য আমরা অন্বেষণ করতে পারি।

আমরা সকলেই ঈশ্বরের রাজ্য-মনা হতে পারি।

ব্যক্তিগত পরিচর্যার অগ্রগতির আগে ঈশ্বরের রাজ্যের বৃদ্ধিকে রাখুন

মথি ৬:১০

১০ তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক;

আমাদের মানসিকতায়ে, বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এক আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন। আমরা যখন আমাদের দর্শনের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে দায়িত্বশীল ও আমাদের দর্শনের এক উত্তম ধনাধ্যক্ষ হয়ে উঠতে হবে, আমাদের এটাও বুঝতে হবে যে অবশেষে, এটা আমাদের পরিচর্যার বিষয় নয়, আমাদের স্থানীয় মণ্ডলী অথবা আমাদের আহ্বানের বিষয়ে নয় – কিন্তু এটা ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে।

আমাদের অবশ্যই রাজ্যের মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে, যেখানে ঈশ্বরের রাজ্য আমাদের ব্যক্তিগত দর্শনের চেয়ে, আহ্বানের চেয়ে, পরিচর্যার চেয়ে এবং স্থানীয় মণ্ডলীর চেয়ে ঊর্ধ্বে হবে। এটা নিশ্চিত ভাবে মূর্খ বিষয় মনে হতে পারে, বিশেষ ভাবে যখন অন্যান্য পরিচর্যাকারীরা একই ধরণের মানসিকতা পোষণ করে না এবং ঈশ্বরের রাজ্যের বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ না দিয়ে তারা নিজেদের উদ্দেশ্যকে বৃদ্ধি দেওয়ার প্রচেষ্টা করে। যাইহোক, এটা আরেকটি ক্ষেত্র, যেখানে মথি ৬:৩৩ প্রয়োগ করা উচিৎঃ *"কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে"।*

ঈশ্বরের রাজ্যের বৃদ্ধি ও অগ্রগতিকে আমাদের ব্যক্তিগত সাফল্যের আগে রাখা হল নিজের প্রতি মারা যাওয়ার একটা উত্তম পদ্ধতি। এটা সহজ নয়, কিন্তু এটাই সঠিক কাজ। ঈশ্বর এই ধরণের ত্যাগস্বীকার সম্মান করবেন।

আমরা যেন অন্যদের সাথে যোগাযোগে থাকতে এবং এক সঙ্গে কাজ করতে শিক্ষা লাভ করি

আমরা অংশীদারিত্বের জন্য পরিকল্পিত

১ করিন্থীয় ১২:১৮

১৮ কিন্তু এখন ঈশ্বর অঙ্গ সকল এক এক করিয়া দেহের মধ্যে যেমন ইচ্ছা করিয়াছেন, সেইরূপ বসাইয়াছেন।

খ্রীষ্টের দেহকে এই ভাবে পরিকল্পিত করা হয়েছে যে লোকেরা অংশীদারিত্বে কাজ করে।

ইফিষীয় ৪:১৬

১৬ যিনি মস্তক, তিনি খ্রীষ্ট, তাঁহা হইতে সমস্ত দেহ, প্রত্যেক সন্ধি যে উপকার যোগায়, তদ্দ্বারা যথাযথ সংলগ্ন ও সংযুক্ত হইয়া প্রত্যেক ভাগের স্ব স্ব পরিমাণানুযায়ী কার্য অনুসারে দেহের বৃদ্ধি সাধন করিতেছে, আপনাকেই প্রেমে গাঁথিয়া তুলিবার জন্য করিতেছে।

প্রত্যেক গ্রন্থি যেন তার নিজের অবদান দিয়ে থাকে।

অংশীদারিত্ব হল একে অপরের পরিপূরক হওয়া, একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করা নয়। আমরা এই ভাবে পরিকল্পিত যে আমরা যেন একে অপরের পরিপূরক হই।

ঈশ্বরের আগাম কাজের জন্য আমাদের সকলকে বরদান দেওয়া হয়েছে এবং সকলের প্রয়োজন আছে। ঈশ্বরের পরিবারে আমাদের সকলকে একটা সঠিক স্থানে আসতে হবে। মণ্ডলীকে শক্তিযুক্ত করার জন্য ঈশ্বর পাঁচ ধরণের পরিচর্যাকে তুলছেন, এবং প্রত্যেক সাধুগণদের তাদের বরদান ও আহ্বান অনুযায়ী, তিনি তাদের সঠিক স্থানে স্থাননির্ণয় করছেন, সেটা স্থানীয় মণ্ডলীর মধ্যে হোক, অথবা বিশ্বব্যাপী বৃহৎ খ্রীষ্টের দেহের মধ্যে হোক। যখন প্রত্যেক জনকে অবস্থানকৃত করা হয়, তাদের প্রশিক্ষিত করা হয় এবং তাদের আহ্বানে মুক্ত করে দেওয়া হয়, তখনই আমরা এমন একটা দেহ পাব যেটা সঠিক ভাবে এবং কার্যকারী ভাবে কাজ করতে পারবে।

যোহন ৪:৩৬-৩৮

৩৬ যে কাটে সে বেতন পায়, এবং অনন্ত জীবনের নিমিত্ত শষ্য সংগ্রহ করে; যেন, যে বুনে ও যে কাটে, উভয়ে একত্রে আনন্দ করে। ৩৭ কেননা এ স্থলে এই কথা সত্য, একজন বুনে, আর একজন কাটে। ৩৮ আমি তোমাদিগকে এমন শষ্য কাটিতে প্রেরণ করিলাম, যাহার জন্য তোমরা পরিশ্রম কর নাই; অন্যেরা পরিশ্রম করিয়াছে, এবং তোমরা তাহাদের শ্রম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছ।

১ করিন্থীয় ৩:৫-৮

৫ ভাল, আপল্লো কি? আর পৌল কি? তাহারা ত পরিচারকমাত্র, যাহাদের দ্বারা তোমরা বিশ্বাসী হইয়াছ, প্রত্যেককে প্রভু যেমন দায়িত্ব দিয়াছেন। ৬ আমি রোপণ করিলাম, আপল্লো জল সেচন করিলেন, কিন্তু ঈশ্বর বৃদ্ধি দিতে থাকিলেন। ৭ অতএব রোপক কিছু নয়, সেচকও কিছু নয়, বৃদ্ধিদাতা ঈশ্বরই সার। ৮ আর রোপক ও সেচক উভয়েই এক, এবং যাহার যেরূপ নিজের শ্রম, সে তদ্রূপ নিজের বেতন পাইবে।

এই ভাবেই ঈশ্বর কাজ করে থাকেন। প্রায়ই, বীজ বপন করার জন্য ঈশ্বর একজন মানুষকে ব্যবহার করবেন, জল সেচন করার জন্য আরেকজনকে এবং অন্য একজনকে ব্যবহার করবেন শষ্য ছেদন করার জন্য।

প্রায়ই, আমরা এটা বুঝতে পারি না এবং ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণের কাজে ভুল পদ্ধতিতে কাজ করে ফেলি। আমাদের এই ধরণের মানসিকতা আছে যে "আমি বপন করেছি, আমিই জল সেচন করব এবং আমিই এর ফসল উপভোগ করব"। সেই কারণে আমরা "আমাদের ক্ষেত্রে" অন্যদের পদার্পণ করতে প্রতিরোধ করে থাকি এবং আমাদের ক্ষেত্রকে রক্ষা করে রাখি।

আমাদের পরিশ্রমের ক্ষেত্রে প্রবেশ করার জন্য প্রভু লোকেদের প্রেরণ করেন (যোহন ৪:৩৮)। কিন্তু, যেহেতু আমরা রাজ্য-মনা নই, সেই কারণে যখন প্রভু আমাদের ক্ষেত্রে লোকেদের প্রেরণ করেন জল সেচন করার জন্য অথবা শষ্য ছেদনে আমাদের সাহায্য করার জন্য, তখন আমরা তাদের তাড়িয়ে দিই। এবং তখন আমরা চিন্তা করি যে বীজগুলি অঙ্কুরিত হচ্ছে না কেন। আমরা তখন চিন্তাভাবনা করি যে আমরা শষ্য ছেদন করতে পারছি না কেন। একটা কারণ হতে পারে যে আমরা সেই লোকেদের তাড়িয়ে দিচ্ছি যাদের ঈশ্বর প্রেরণ করেছেন আমাদের ক্ষেত্রে জল সেচন করার জন্য, অথবা আমরা তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছি যাদের ঈশ্বর প্রেরণ করেছিলেন আমাদের শষ্য ছেদনে সাহায্য করার জন্য।

আমরা যখন তাদের গ্রহণ করি যাদের ঈশ্বর প্রেরণ করেছেন, তখন আমরা তাঁকে গ্রহণ করি। "সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, আমি যে কোন ব্যক্তিকে পাঠাই, তাহাকে যে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে, এবং আমাকে যে গ্রহণ করে, সে তাঁহাকে গ্রহণ করে, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন" (যোহন ১৩:২০)। আমাদের অনেকে হয়তো ঈশ্বরকে গ্রহণ না করার জন্য দোষী হতে পারি, কারণ তিনি হয়তো আরও একটা ভাই/বোনের রূপে এসেছিলেন আমাদের সঙ্গে কাজ করার জন্য।

অবশ্যই, আমরা যেন এতটাই সাদাসিধা না হই যে আমরা যেকোনো ব্যক্তিকে আমাদের কাজে প্রবেশ করতে অনুমতি দিই। আমাদের সাবধানে সেই লোকেদের বিরুদ্ধে রক্ষা করতে হবে যারা বিবাদ সৃষ্টি করে এবং যারা স্বার্থ চেষ্টা করে থাকে। আমরা যেন অবশ্যই ভ্রান্ত প্রেরিত এবং পরিচর্যাকারীদের থেকে সতর্ক থাকি, যারা শয়তানের, কিন্তু খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারী হিসাবে আমাদের সামনে রূপ ধারণ করে।

ঈশ্বর বৃদ্ধি দিতে চান, কিন্তু তিনি তাঁর পদ্ধতিতে করবেন, আমাদের পদ্ধতিতে নয়। ঈশ্বরের রাজ্যে, অংশীদারিত্বের মধ্যে দিয়ে বৃদ্ধি আসে, কারণ এই ভাবেই ঈশ্বর পরিকল্পিত করেছেন।

একইভাবে, ঈশ্বর আমাদেরকেও প্রেরণ করতে পারেন অন্য লোকেদের ক্ষেত্রে প্রবেশ করার জন্য। অন্য ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে প্রবেশ করবো সেই বিষয়ে আমাদের সাবধান থাকতে হবে। আমাদের অবশ্যই সেই ব্যক্তিদের সম্মান করতে হবে ও স্বীকৃতি দিতে হবে যারা আমাদের আগে সেই স্থানে গেছেন। আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জল সেচন করতে পারব

না, যতক্ষণ না পর্যন্ত কেউ সেখানে চোখের জলে বীজ বপন করেছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা শষ্য ছেদন করতে পারব না যদি না কেউ ভূমি চাষ করেছে, বীজ বপন করেছে এবং তাদের বলিদান, প্রার্থনায়ে এবং পরিশ্রমের দ্বারা জল সেচন করেছে। ঈশ্বর এইটা অভিপ্রায় করেন যে যারা বপন করে এবং যারা শষ্য ছেদন করে, তারা যেন একসঙ্গে আনন্দ করে (যোহন ৪:৩৬)। সুতরাং, তাদের সাথে শষ্যছেদনে আনন্দ করুন, যারা বপন করেছে এবং যারা জল সেচন করেছে।

ঈশ্বরের রাজ্যে যিনি বপন করেন, যিনি জল সেচন করেন এবং যিনি শষ্যছেদন করেন, তারা সকলেই সমান (১ করিন্থীয় ৩:৮)। ঈশ্বরের রাজ্যে কেউ কারুর চেয়ে উৎকৃষ্ট, উত্তম অথবা বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়। ঈশ্বর আমাদের সকলকে সমান ও এক ভাবে দেখেন।

ঈশ্বরের রাজ্যে অংশীদারিত্বের আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে আমরা যেন জানি যে কোন একটা সময়ে ঈশ্বর আমাদের কোথায়ে অবস্থানকৃত করেছেন, কোন ভূমিকা তিনি আমাদের পালন করতে দিয়েছেন এবং তিনি কী চান যে আমরা করি, যেমন ঈশ্বর সেই সময়ে নিরূপিত করেছেন (১ করিন্থীয় ৩:৫)।

২ করিন্থীয় ১০:১৩

[১৩] আমরা কিন্তু পরিমাণের অতিরিক্ত শ্লাঘা করিব না, বরং ঈশ্বর পরিমাণ বলিয়া আমাদের পক্ষে যে সীমা নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ অনুসারে শ্লাঘা করিব; তাহা তোমাদের নিকট পর্যন্তও যায়।

আমাদের বুঝতে হবে যে তিনি আমাদের কোন ক্ষেত্রে ও কোন সীমার মধ্যে দায়িত্ব দিয়েছেন।

ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের "প্রভাবের বৃত্ত" নিরূপিত করেছেন। আমাদের অবশ্যই সেই প্রভাবের বৃত্ত চিহ্নিত করতে হবে যার মধ্যে থাকার জন্য ঈশ্বর আমাদের নিরূপিত করেছেন। ঈশ্বর আমাদের প্রভাবের বৃত্ত বৃদ্ধি দিতে থাকেন যেমন তিনি ঠিক মনে করেন। যখন ঈশ্বর তা করেন, আমাদের তাঁর সাথে এগিয়ে যেতে হবে যাতে আমরা সেই লোকেদের জীবন স্পর্শ করতে পারি যাদের কাছে পরিচর্যা করার জন্য আমাদের নিরূপিত করেছেন।

পৌলের সহকার্যকারীরা

রোমীয় ১৬:৭

৭ আমার স্বজাতীয় ও আমার সহবন্দি আন্দ্রনীক ও যুনিয়কে মঙ্গলবাদ কর; তাঁহারা প্রেরিতদের মধ্যে সুপরিচিত ও আমার পূর্বে খ্রীষ্টের আশ্রিত হন।

রোমীয় ১৬:২১

২১ আমার সহকারী তিমথীয় এবং আমার স্বজাতীয় লুকিয়, যাসোন ও সোষিপাত্র তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন।

২ করিন্থীয় ৮:২৩

২৩ তীতের বিষয় যদি বলিতে হয়, তবে তিনি আমার সহভাগী ও তোমাদের পক্ষে আমার সহকারী। আমাদের ভ্রাতৃগণের বিষয় যদি বলিতে হয়, তাঁহারা মণ্ডলীগণের প্রেরিত, খ্রীষ্টের গৌরব।

ফিলিপীয় ৪:৩

৩ আবার, হে প্রকৃত সহযুগ্য, তোমাকেও বিনয় করিতেছি, তুমি ইঁহাদের সাহায্য কর, কেননা ইঁহারা সুসমাচারে আমার সহিত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, ক্লীমেন্ত এবং আমার অন্যান্য সহকর্মচারীও তাহা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম জীবন-পুস্তকে লেখা আছে।

কলসীয় ১:৭

৭ তোমরা আমাদের প্রিয় সহদাস ইপাফ্রার কাছে সেইরূপ শিক্ষা পাইয়াছ; তিনি তোমাদের নিমিত্তে খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত পরিচারক;

কলসীয় ৪:৭,১০,১১

৭ প্রভুতে প্রিয় ভ্রাতা, বিশ্বস্ত পরিচারক ও সহদাস যে তুখিক, তিনি তোমাদিগকে আমার সমস্ত বিষয় জানাইবেন। ১০ আমার সহবন্দি আরিষ্টার্খ, এবং বার্ণবার কুটুম্ব, মার্ক- যাঁহার বিষয়ে তোমরা আজ্ঞা পাইয়াছ; তিনি যদি তোমাদের কাছে উপস্থিত হন, তবে তাঁহাকে গ্রহণ করিও- ১১ ও যুষ্ট নামে আখ্যাত যীশু, ইঁহারা তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন; ছিন্নত্বক্ লোকদের মধ্যে কেবল এই কয়েক জন ঈশ্বরের রাজ্যের পক্ষে আমার সহকারী; ইঁহারা আমার সান্ত্বনাজনক হইয়াছেন।

১ থিষলনীকীয় ৩:২

[২] এবং আমাদের ভ্রাতা ও খ্রীষ্টের সুসমাচারে ঈশ্বরের পরিচারক যে তীমথিয়, তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলাম, যেন তিনি তোমাদিগকে সুস্থির করেন, এবং তোমাদের বিশ্বাসের সম্বন্ধে আশ্বাস দেন,

ফিলীমন ১:১,২,২৩,২৪

[১] পৌল, খ্রীষ্ট যীশুর বন্দি, এবং ভ্রাতা তীমথিয়- [২] আমাদের প্রেম-পাত্র ও সহকারী ফিলীমন, আপ্পিয়া ভগিনী ও আমাদের সহসেনা আর্খিপ্প এবং তোমার গৃহস্থিত মণ্ডলী সমীপে। [২৩] খ্রীষ্ট যীশুতে আমার সহবন্দি ইপাফ্রা তোমাকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন, [২৪] মার্ক, আরিষ্টার্খ, দীমা ও লূক, আমার এই সহকারিগণও করিতেছেন।

প্রেরিত পুস্তকে এবং অন্যান্য পত্রে, পৌল নিজে অনেক লোকেদের তার সহকার্যকারী হিসাবে স্বীকৃতি দেন। তিনি এই ধরণের শব্দ ব্যবহার করেছেন এই লোকেদের উল্লেখ করার জন্য, যেমন "সহবন্দি, সহকারী, সহযুগ্য, সহসেনা"।

বার্ণবা, সীল, লূক, আন্দ্রনীক, যুনিয়, তীমথিয়, লুকিয়, যাসোন, সোষিপাত্র, তীত, ক্লিমেন্ট, ইপাফ্রা, তুখিক, আরিষ্টার্খ, মারকুস, যুষ্ট, ফিলীমন, আপ্পিয়া, আর্খিপ্প, দীমা, এবং অন্যান্য আরও ভাইয়েরা, মহিলারা যারা তার সাথে সুসমাচারে সহযোগী করেছে, যাদের নাম জীবন পুস্তকে লেখা আছে।

এই উদাহরন আমাদের অনুসরণ করতে হবে। আমাদের সেই ব্যক্তিদের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সম্মান করতে হবে যারা আমাদের সাথে সেবা করেন এবং যারা আমাদের আগে পরিশ্রম করে গেছেন। আমাদের অবশ্যই সেই ব্যক্তিদের সম্মান করতে হবে যারা সম্মান পাওয়ার যোগ্য।

ঐশ্বরিক সংযোগ আনার জন্য ঈশ্বরকে অনুমতি দিন

১ বংশাবলি ১২:১৬-১৮,২২,৩৮

[১৬] আর বিন্যামীনের ও যিহূদার সন্তানগণের মধ্যে কতক জন লোক দায়ূদের নিকটে দুর্গম স্থানে আসিয়াছিল। [১৭] আর দায়ূদ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, যদি তোমরা আমার সাহায্য করিতে শান্তিভাবে আমার কাছে আসিয়া থাক, তবে আমার চিত্ত তোমাদের সঙ্গে এক হইয়া যাইবে। কিন্তু আমার হস্তে কোন দৌরাত্ম্য না থাকিলেও যদি আমাকে ঠকাইয়া বিপক্ষ লোকদের হস্তগত করিবার জন্য আসিয়া থাক, তবে আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তাহা দেখুন ও অনুযোগ করুন। [১৮] তখন ঈশ্বরের আত্মা সেনানীবর্গের অধ্যক্ষ অমাসয়ের উপরে

আসিলেন, [আর তিনি কহিলেন], হে দায়ূদ, আমরা তোমারই, হে যিশয়ের পুত্র, আমরা তোমারই পক্ষ; মঙ্গল হউক, তোমার মঙ্গল হউক, ও তোমার সাহায্যকারীদের মঙ্গল হউক, কেননা তোমার ঈশ্বর তোমার সাহায্য করেন। তখন দায়ূদ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়া সৈন্যদলের সেনাপতি করিলেন।

[২২] বস্তুতঃ সেই সময়ে দায়ূদের সাহায্যার্থে দিন দিন লোক আসিত, তাহাতে ঈশ্বরের সৈন্যদলের ন্যায় মহাসৈন্য হইল।

[৩৮] যুদ্ধে ও সৈন্যরচনায় নিপুণ এই সকল লোক দায়ূদকে সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজা করণার্থে একাগ্রচিত্তে হিব্রোণে আসিল, এবং ইস্রায়েলের অবশিষ্ট সকল লোকও দায়ূদকে রাজা করণার্থে একচিত্ত হইল।

যদিও এটা একটা পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রাংশ, এখানে ঈশ্বরের আত্মার কাজের বিষয়ে কিছু আকর্ষণীয় বিষয় শিখতে পারি।

যখন দায়ূদ তার ইস্রায়েলের রাজা হওয়ার আহ্বানে পদার্পণ করেছিলেন, আমরা লক্ষ্য করি যে ঈশ্বরের আত্মা অনেক লোকেদের মধ্যে কাজ করেছিলেন এবং তাদেরকে দায়ূদের নেতৃত্বে অধীনে সেবা করিয়েছিলেন। প্রথমে যখন এই যোদ্ধারা দায়ূদের কাছে আসতে শুরু করেছিল, তিনি প্রথমে তাদের গ্রহণ করতে শঙ্কাকুল ছিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি তাদের গ্রহণ করেছিলেন। অনেক শক্তিশালী নেতারা এবং যোদ্ধারা দায়ূদের কাছে এসেছিল, যতক্ষণ না পর্যন্ত তার কাছে একটা মহান সেনা বাহিনী তৈরি হয়েছিল।

আমাদের সেই ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে হবে যাদেরকে ঈশ্বর আমাদের সাথে সংযুক্ত করছেন, এবং এই ধরণের ঐশ্বরিক সংযুক্তিকরণকে আমাদের স্বাগত জানাতে হবে। আমাদের এই ধরণের সম্পর্ককে সম্মান জানাতে হবে, সাবধানে এই সম্পর্কগুলির সাথে আচরণ করতে হবে, বুদ্ধি সহকারে চলতে হবে এবং পবিত্র আত্মার অধীনে থেকে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

অবশ্যই আমাদের ভুল সংযোগ এড়িয়ে চলতে হবে। মাংসিক চাহিদার হেতু জোর করে সংযুক্ত হওয়ার প্রলোভন থেকে আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে।

আমরা যেন একে অপরকে বিচার না করি

মথি ২০:১-১৬

১ কেননা স্বর্গ-রাজ্য এমন একজন গৃহকর্তার তুল্য, যিনি প্রভাত কালে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মজুর লাগাইবার জন্য বাহিরে গেলেন। ২ তিনি মজুরদের সহিত দিনে এক সিকি বেতন স্থির করিয়া তাহাদিগকে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। ৩ পরে তিনি তিন ঘটিকার সময়ে বাহিরে গিয়া দেখিলেন, অন্য কয়েক জন বাজারে নিষ্কর্মে দাঁড়াইয়া আছে, ৪ এবং তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও, যাহা ন্যায্য, তোমাদিগকে দিব; তাহাতে তাহারা গেল। ৫ আবার তিনি ছয় ও নয় ঘটিকার সময়েও বাহিরে গিয়া তদ্রূপ করিলেন। ৬ পরে এগার ঘটিকার সময়ে বাহিরে গিয়া আর কয়েক জনকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলেন, আর তাহাদিগকে বলিলেন, কি জন্য সমস্ত দিন এখানে নিষ্কর্মে দাঁড়াইয়া আছ? ৭ তাহারা তাঁহাকে বলিল, কেহই আমাদিগকে কাজে লাগায় নাই। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও। ৮ পরে সন্ধ্যা হইলে সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্তা আপন দেওয়ানকে কহিলেন, মজুরদিগকে ডাকিয়া মজুরী দেও, শেষ জন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম জন পর্যন্ত দেও। ৯ তাহাতে যাহারা এগার ঘটিকার সময়ে লাগিয়াছিল, তাহারা আসিয়া এক একজন এক এক সিকি পাইল। ১০ পরে যাহারা প্রথমে লাগিয়াছিল, তাহারা আসিয়া মনে করিল, আমরা বেশী পাইব; কিন্তু তাহারাও এক এক সিকি পাইল। ১১ পাইয়া তাহারা সেই গৃহকর্তার বিরুদ্ধে বচসা করিয়া বলিতে লাগিল, ১২ শেষের ইহারা ত এক ঘণ্টা মাত্র খাটিয়াছে, আমরা সমস্ত দিন খাটিয়াছি ও রৌদ্রে পুড়িয়াছি, আপনি ইহাদিগকে আমাদের সমান করিলেন। ১৩ তিনি উত্তর করিয়া তাহাদের একজনকে কহিলেন, হে বন্ধু! আমি তোমার প্রতি কোন অন্যায় করি নাই; তুমি কি আমার নিকটে এক সিকিতে স্বীকার কর নাই? ১৪ তোমার যাহা পাওনা, তাহা লইয়া চলিয়া যাও; আমার ইচ্ছা, তোমাকে যাহা, ঐ শেষের জনকেও তাহাই দিব। ১৫ আমার নিজের যাহা, তাহা আপনার ইচ্ছামত ব্যবহার করিবার অধিকার কি আমার নাই? না আমি দয়ালু বলিয়া তোমার চক্ষু টাটাইতেছে? ১৬ এইরূপে যাহারা শেষের, তাহারা প্রথম হইবে, এবং যাহারা প্রথম, তাহারা শেষে পড়িবে।

ঈশ্বরের রাজ্যের কাজে, ঈশ্বর নির্ধারণ করেন যে তিনি কাদের তুলবেন, তিনি কীভাবে তাদের অভিষেক করবেন এবং তাদের দ্বারা তাঁর রাজ্যের কাজকে কীভাবে বিস্তারিত করবেন।

ঈশ্বরের রাজ্যে, যারা পরবর্তী সময়ে প্রবেশ করে, তাদের অনুগ্রহে, প্রকাশের মধ্যে দিয়ে এবং আগের প্রজন্মের অভিষেকের মধ্যে দিয়ে গেঁথে ওঠার সুযোগ আছে এবং পরিণামে তারা একটা দ্রুত শষ্যছেদনের অভিজ্ঞতার সুযোগ পায়। আমাদের অবশ্যই এই বিষয়টিকে নিয়ে আনন্দিত হতে হবে এবং তাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর যা করছেন, সেই নিয়ে খুশী থাকতে হবে।

রোমীয় ১৪:৪

৪ তুমি কে, যে অপরের ভৃত্যের বিচার কর? নিজ প্রভুরই নিকটে হয় সে স্থির থাকে, নয় পতিত হয়। বরং তাহাকে স্থির রাখা যাইবে, কেননা প্রভু তাহাকে স্থির রাখিতে পারেন।

১ করিন্থীয় ৪:৫

৫ অতএব তোমরা সময়ের পূর্বে, যে পর্যন্ত প্রভু না আইসেন, সেই পর্যন্ত কোন বিচার করিও না; তিনিই অন্ধকারের গুপ্ত বিষয় সকল দীপ্তিতে আনিবেন, এবং হৃদয়সমূহের মন্ত্রণা সকল প্রকাশ করিবেন; আর তৎকালে প্রত্যেক জন ঈশ্বর হইতে আপন আপন প্রশংসা পাইবে।

অন্যান্য পরিচর্যাকারীদের সাথে নিজেকে তুলনা করা বন্ধ করুন।

অন্যান্য পরিচর্যাকারীদের বিচার করা ও তাদের পুরস্কার নির্ধারণ করা থেকে দূরে থাকুন।

প্রত্যেককেই ভিন্ন ভাবে বরদান প্রদান করা হয়েছে

১ করিন্থীয় ১২:৫-৭

৫ এবং পরিচর্যা নানা প্রকার, কিন্তু প্রভু এক; ৬ এবং ক্রিয়াসাধক গুণ নানা প্রকার, কিন্তু ঈশ্বর এক; তিনি সকলের মধ্যে সকল ক্রিয়ার সাধনকর্তা। ৭ কিন্তু প্রত্যেক জনকে হিতের জন্য আত্মার আবির্ভাব দত্ত হয়।

এটা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে প্রত্যেককে ভিন্ন ভাবে বরদান প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেক জনের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর যেভাবে কাজ করেন, সেটাকে সম্মান ও স্বীকৃতি জানান।

এই ধরণের ভিন্নতার কারণে বিভেদের প্রাচীর তৈরি করবেন না।

সামান্য বিষয়গুলিতে গুরুত্ব দেবেন না

রোমীয় ১৪:১-৫

১ বিশ্বাসে যে দুর্বল, তাহাকে গ্রহণ কর, কিন্তু তর্কবিতর্ক সম্বন্ধীয় বিষয়ের বিচারার্থে নয়। ২ এক ব্যক্তির বিশ্বাস আছে যে, সর্বপ্রকার দ্রব্যই খাইতে পারে, কিন্তু যে দুর্বল, সে শাক খায়। ৩ যে যাহা ভোজন করে, সে এমন ব্যক্তিকে তুচ্ছ না করুক, যে তাহা ভোজন করে না; এবং যে যাহা ভোজন না করে, সে এমন ব্যক্তির বিচার না করুক, যে তাহা ভোজন করে; কারণ ঈশ্বর তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। ৪ তুমি কে, যে অপরের ভৃত্যের বিচার কর? নিজ প্রভুরই নিকটে হয় সে স্থির থাকে, নয় পতিত হয়। বরং তাহাকে স্থির রাখা যাইবে, কেননা প্রভু তাহাকে স্থির রাখিতে পারেন। ৫ একজন এক দিন হইতে অন্য দিন অধিক মান্য করে; আর একজন সকল দিনকেই সমানরূপে মান্য করে; প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন মনে সুনিশ্চিত হউক।

কিছু বিষয় আছে যে বিষয়ে আমাদের তর্কবিতর্ক করা প্রয়োজন নেই। এই ধরণের বিষয়ে প্রত্যেক জন তাদের ব্যক্তিগত মতামত ও দৃঢ়প্রত্যয়কে ধরে রাখতে স্বাধীন। এই ধরণের তুচ্ছ বিষয়গুলিকে আমাদের মধ্যে বিভেদ নিয়ে আসতে অনুমতি দেব না।

ঈশ্বরের রাজ্যে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব

অংশীদারিত্ব হল ব্যবহারিক একতা

গীতসংহিতা ১৩৩:১-৩

১ দেখ, ইহা কেমন উত্তম ও কেমন মনোহর যে, ভ্রাতারা একসঙ্গে ঐক্যে বাস করে! ২ তাহা মস্তকে নিষিক্ত উৎকৃষ্ট তৈল-সদৃশ, যাহা দাড়িতে, হারোণের দাড়িতে ক্ষরিয়া পড়িল, তাঁহার বস্ত্রের গলায় ক্ষরিয়া পড়িল। ৩ তাহা হর্মোণের শিশিরের সদৃশ, যাহা সিয়োন পর্বতে ক্ষরিয়া পড়ে; কারণ তথায় সদাপ্রভু আশীর্বাদ আজ্ঞা করিলেন, অনন্তকালের জন্য জীবন আজ্ঞা করিলেন।

ঈশ্বরতত্ত্ব ভাবে অথবা একটা ধারণাগত ভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করা খুব দারুন বিষয়। কিন্তু, যখন আমরা বাস্তবে অংশীদারিত্ব করি এবং একসঙ্গে কাজ করি, তখনই আমরা একতা বাস্তবে প্রয়োগ করে থাকি। যেখানে একতা আছে, সেখানে আশীর্বাদ ও অভিষেক আছে। অংশীদারিত্ব, রাজ্যের জন্য একসঙ্গে কাজ করা, একতাকে প্রয়োগ করার একটা বাস্তবায়িক উপায়।

অংশীদারিত্ব শক্তি প্রদান করে

উপদেশক ৪:১২

১২ আর যে একাকী, তাহাকে যদ্যপি কেহ পরাস্ত করে, তথাপি দুই জন তাহার প্রতিরোধ করিবে, এবং ত্রিগুণ সূত্র শীঘ্র ছিঁড়ে না।

যে রাজ্য বিভক্ত, সেটা দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। আরেক দিকে, যে রাজ্যে একতা আছে, তার শক্তি অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। একজনের চেয়ে দুইজন উত্তম। তিনজন হলে আমাদের শক্তি আরও বাড়বে। আমরা সকলে যদি এক হয়ে যাই, তাহলে শত্রু আমাদের দমন করতে পারবে না।

অংশীদারিত্ব রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যায়

ঈশ্বরের রাজ্য এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে, দুর্বল থাকে, অকার্যকর হয়ে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রেই প্রভাব ফেলতে পারে না কারণ আমরা বিভক্ত। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা রাজ্যের মানসিকতা ও ঈশ্বরের রাজ্যের বৃদ্ধির উদ্দেশে একসঙ্গে একত্র হই, তখনই এটা পরিবর্তিত হবে। এখন যতটা কার্যসাধন করা যাচ্ছে, তার চেয়েও বেশী সাধন করা যাবে ঈশ্বরের রাজ্যে অংশীদারিত্বের মধ্যে দিয়ে।

যে বিষয়গুলি ঈশ্বরের রাজ্যে অংশীদারিত্বে বাঁধা দেয়

এখানে কিছু বিষয় উল্লেখ করা হল যা ঈশ্বরের রাজ্যে অংশীদারিত্বে বাঁধা দেয়।

আমি এবং আমার মানসিকতা

যখন আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের 'বৃহৎ চিত্রকে' দেখি না, এবং পরিবর্তে আমরা আমাদের বিষয়গুলির উপর লক্ষ্য কেন্দ্র করি, তখন আমরা ঈশ্বরের রাজ্যে অংশীদারিত্বে যুক্ত হওয়া থেকে দূরে সরে যাই।

"এখানে আমার কী লাভ আছে" – মানসিকতা

যখন আমাদের ঈশ্বরের দেওয়া কাজের একজন উত্তম ধনাধ্যক্ষ হতে হবে, আমরা যেন সকল অংশীদারিত্বে এই মানসিকতা নিয়ে প্রবেশ না করি যে "এখানে আমার কী লাভ আছে"। অনেক সময়ে, আমরা হয়তো সরাসরি কোন কিছু লাভ করব না, কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যের লাভ হবে, এবং এটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

তুলনা করা এবং প্রতিযোগিতা করা

আমাদের প্রেরণা যদি প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে, অন্যান্য পরিচর্যাকারীদের পিছনে ফেলা হয়ে থাকে, তাহলে এটা প্রকৃত ঈশ্বরের রাজ্যে অংশীদারিত্বে একটা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

অনৈক্য সৃষ্টি করা – ইচ্ছাকৃতভাবে কি অনিচ্ছাকৃতভাবে

অনেকসময়ে আমরা পরিচর্যাকারী হিসাবে সাবধান থাকি না, এবং আমাদের বাক্যের দ্বারা ও কাজের দ্বারা খ্রীষ্টের দেহে অনৈক্য সৃষ্টি করে থাকি। আমরা অন্যান্য পরিচর্যাকারীদের বিরুদ্ধে কটু মন্তব্য করি, তাদের অবর্তমানে নিন্দা করি, তাদের ছোট করি। এটা বিভেদ সৃষ্টি করে, ঈশ্বরের রাজ্যকে দুর্বল করে তোলে এবং অংশীদারিত্বে বাঁধা সৃষ্টি করি। আমরা ভুলে যাই যে ঈশ্বর তাদের ঘৃণা করেন যারা বিভেদ তৈরি করেন।

হিতোপদেশ ৬:১৬-১৯

১৬ এই ছয়টি বস্তু সদাপ্রভুর ঘৃণিত, এমন কি, সাতটি বস্তু তাঁহার প্রাণের ঘৃণাস্পদ; ১৭ উদ্ধত দৃষ্টি, মিথ্যাবাদী জিহ্বা, নির্দোষের রক্তপাতকারী হস্ত, ১৮ দুষ্ট সঙ্কল্পকারী হৃদয়, দুষ্কর্ম করিতে দ্রুতগামী চরণ, 19যে মিথ্যাসাক্ষী অসত্য কথা বলে, ও যে ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত করে।

লোক দেখানো অংশীদারিত্ব

অনেক সময়ে আমাদের কাছে সঠিক ভাষা এবং মৌখিক প্রতিজ্ঞা থাকে এক সঙ্গে কাজ করার জন্য, কিন্তু যখন বাস্তবে এই অংশীদারিত্বের দায়িত্ব পালন করার বিষয় আসে, তখন আমরা কিছুই করি না। এটা শুধুই লোক দেখানো, যেখানে বাস্তবে কোন কাজ হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শুধুই কথা বলি, কিন্তু কোন কাজ করি না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রকৃত অংশীদারিত্বকে বাঁধা দিয়ে থাকি এবং কোন অগ্রগতি দেখতে পাই না।

ব্যক্তিগত প্রয়োগ

প্রশ্ন ১ – আপনার কি প্রকৃত একটা ঈশ্বরের রাজ্যের মানসিকতা আছে? আপনার ব্যক্তিগত পরিচর্যার বৃদ্ধির ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের রাজ্যের অগ্রগতিকে প্রাধান্য দিতে পারেন?

প্রশ্ন ২ – কোন কোন বিষয়গুলি আপনাকে অন্যান্য পরিচর্যা ও পরিচর্যাকারীদের সাথে অংশীদারিত্ব করতে বাঁধা দিয়ে থাকে? কীভাবে আপনি এই বিষয়গুলিকে অতিক্রম করতে পারবেন?

THEY'LL KNOW WE ARE CHRISTIANS

Written by : Peter Scholtes

We are one in the Spirit, we are one in the Lord,
We are one in the Spirit, we are one in the Lord,
And we pray that all unity may one day be restored.

Refrain
And they'll know we are Christians by our love, by our love,
Yes, they'll know we are Christians by our love.

We will walk with each other, we will walk hand in hand,
We will walk with each other, we will walk hand in hand,
And together we'll spread the news that God is in our land.

We will work with each other, we will work side by side,
We will work with each other, we will work side by side,
And we'll guard each one's dignity and save each one's pride.

All praise to the Father, from whom all things come,
And all praise to Christ Jesus, his only Son,
And all praise to the Spirit, who makes us one.

অধ্যায় আটঃ

শহরব্যাপী মণ্ডলী ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন করে

অতএব তোমরা এই মত প্রার্থনা করিও; হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক, তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক। (মথি ৬:৯,১০)

৮

শহরব্যাপী মণ্ডলী ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন করে

শহরে প্রচুর সংখ্যায় লোকেরা বাস করে। শহরে লোকেদের কাছে সুসমাচার নিয়ে পৌঁছে যাওয়া এবং ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য শহরকে পরিবর্তিত করা শহরব্যাপী মণ্ডলীর দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরব্যাপী মণ্ডলী বলতে আমরা শহরে খ্রীষ্টের দেহকে চিহ্নিত করছি, যেখানে শহরের প্রত্যেক স্থানীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা যুক্ত আছে।

খ্রীষ্টিয় পরিচর্যাকারীরা, শহরের খ্রীষ্টিয় নেতারা ও বিশ্বাসীরা, তাদের নিজেদের স্থানীয় মণ্ডলী এবং সংস্থার ঊর্ধ্বে একটা দর্শন রাখতে হবে এবং শহরের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্যের কাজকে উপলব্ধি করতে হবে।

ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বানঃ একটা দেহ—অনেক মণ্ডলী

আমাদের প্রভু যীশু এইরূপ প্রার্থনা করেছিলেনঃ "পিতঃ, যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে, তেমনি তাহারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে; যেন জগৎ বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ" (যোহন ১৭:২১)।

শহরে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলী, সেই সকল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বাসীদের দিয়ে তৈরি, যারা শুধু তাঁকেই তাদের প্রভু এবং পরিত্রাতা বলে স্বীকার করেছে – তারা সকলে একটা দেহ। আমরা সকলে একটা দেহ, একটা শহরব্যাপী মণ্ডলী, যদিও আমরা বিভিন্ন স্থানীয় মণ্ডলীর অংশ, এবং আমাদের নিজস্ব আরাধনার ধরণ আছে। আত্মার সহভাগিতা এবং একতায়ে, আমাদের শহরে ঈশ্বরের রাজ্যের কাজে, এবং আমাদের প্রেমের প্রদর্শনে, নির্ভরতায়ে এবং একে অপরের সাহায্যে "এক" হওয়া আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাহলেই আমাদের শহরের মানুষেরা প্রকৃত ভাবে যীশুকে দেখতে পাবে এবং আমাদের মতো তারাও যীশুর উপর বিশ্বাস করবে।

শহরব্যাপী মণ্ডলী অবশ্যই যেন একটা বিশ্বাসীদের সম্প্রসারিত সম্প্রদায় রূপে গঠিত হয়, যারা তাদের প্রকৃত প্রেম, একতা, সহভাগিতা এবং অংশীদারিত্বের মধ্যে দিয়ে বাস্তবিক ভাবে খ্রীষ্টেতে এক হওয়ার অর্থ প্রদর্শন করবে, যাতে "জগত যেন বিশ্বাস করে"।

শহরব্যাপী মণ্ডলী অবশ্যই যেন একটা অর্থপূর্ণ অংশীদারিত্বে নিযুক্ত হয়, যাতে সমুদয় শহরকে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার দিয়ে শিষ্যত্ব করতে পারে, এবং সকল ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে (আত্মিক, সামাজিক, কর্মক্ষেত্রে, শারীরিক, ইত্যাদি)।

আমাদের ভিত্তিঃ

- যদিও আমরা বিভিন্ন স্থানীয় মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত, তবুও আমরা একটা দেহ, একটা শহরব্যাপী মণ্ডলী।
- আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অধীনে নিজেদের সমর্পণ করেছি এবং প্রথমে তাঁর রাজ্য এবং এই শহরে তাঁর ইচ্ছাকে অন্বেষণ করি।
- আমরা একে অপরকে মূল্য দিই, সাহায্য করি এবং তাদের সাথে অংশীদারিত্ব করি যাতে আমাদের শহরে তাঁর রাজ্য বিস্তারিত হতে পারে।

নেতৃত্ব দিয়ে শুরু করা

শহরব্যাপী মণ্ডলীকে একতায়ে এবং সহভাগিতায় একসঙ্গে আসার জন্য, আমাদের শহরের খ্রীষ্টিয় নেতাদের একত্র করতে হবে। সাধারণত, শহরের খ্রীষ্টিয় নেতারা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন থাকে, এবং এর পরিণামে দেহের অন্যান্য সদস্যরাও একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। এটা সম্ভব যে শহরে স্থানীয় মণ্ডলী এবং খ্রীষ্টিয় সংস্থাগুলির মধ্যে অনেক ভালো ও শক্তিশালী নেতৃত্ব থাকতে পারে (প্যারা মণ্ডলী সংস্থা, খ্রীষ্টিয় এনজিও), কিন্তু তারা হয়তো একে অপরের সাথে দেখা করে না অথবা একটা প্রলম্বিত সময়ের জন্য তারা একে অপরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে না। তারা শুধু একে অপরের নাম ও সংস্থার নাম জানে, এবং এটা ছাড়া তাদের মধ্যে অন্য কোন প্রকার সম্পর্ক থাকে না।

সুতরাং, প্রাথমিক ভাবে, শহরব্যাপী মণ্ডলীকে একত্র হতে গেলে আমাদের বিশ্বাস, সম্মান, সহভাগিতা এবং খ্রীষ্টিয় নেতাদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার একটা অবস্থা তৈরি করতে হবে।

মাসিক একত্র আলোচনা

এটা করার একটা পদ্ধতি হল পালকদের জন্য প্রত্যেক মাসে নিয়মিত বৈঠক আয়োজন করা, খ্রীষ্টিয় নেতাদের এবং কর্মক্ষেত্রে খ্রীষ্টিয় নেতাদের সভা আয়োজন করা এবং সহভাগিতা, আলোচনা, প্রার্থনা, শিক্ষার দ্বারা একে অপরকে সমৃদ্ধ করা। এই সভাগুলি যেন "অধিবেশন" ধরণের না হয়, যেখানে লোকেরা

আসবে, একটা প্রচার শুনবে, অল্প সময়ের জন্য সহভাগিতা করবে এবং তারপর তারা চলে যাবে। এমন একটা ব্যবস্থা বেশী কার্যকারী হবে যেখানে সকলে আলোচনা করতে পারবে, ভাগ করে নিতে পারবে এবং একে অপরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে। একটা টেবিলের চারিপাশে, যেখানে নেতারা ছোট ছোট দলে তারা কোন বিষয় নিয়ে অথবা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবে, এবং তারপর প্রত্যেক দল তাদের আলোচনার সারাংশ সকলের সাথে ভাগ করে নেবে, সেই স্থানে লোকেরা অনেক কিছু শিখতে পারবে এবং একে অপরকে সমৃদ্ধশালী করে তুলবে। আরাধনা এবং প্রার্থনার জন্য যথেষ্ট সময় অতিবাহিত করা উচিত। এই ধরণের পরিবেশে ঈশ্বর কাজ করেন ও হৃদয় ও মনকে পরিবর্তন করেন।

শহরের পরিবর্তনের জন্য অংশীদারিত্ব

অংশীদারিত্ব সহজতর করার জন্য আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে, এবং মণ্ডলী ও খ্রীষ্টিয় সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা এবং সহকারিতা বজায় রাখতে হবে যাতে শহরের সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তনের জন্য এক সঙ্গে কাজ করা যায়ঃ আত্মিক, সামাজিক, কর্মক্ষেত্রে, এবং শারীরিক পরিবর্তন।

আমাদের অংশীদারিত্ব যেন অনিয়মিত অনুষ্ঠান এবং সভার ঊর্ধ্বে যায় এবং অবশ্যই যেন মণ্ডলীগুলি এবং খ্রীষ্টিয় পরিচর্যাকারী সংস্থাগুলির মধ্যে একটা অনবরত অংশীদারিত্বে এবং সহযোগিতায় রূপান্তর হতে পারে।

যে সকল খ্রীষ্টিয় নেতারা একটা ঈশ্বরের রাজ্যের মানসিকতা ধারণ করে, আমাদের জন্য অনেক কিছু আছে যা আমরা একসঙ্গে সহযোগিতায় করতে পারিঃ

ক। শহরে যে সকল কাজ ইতিমধ্যে ঘটছে, সেই সকল কাজে অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করুন।

খ। অনেক মণ্ডলী এবং খ্রীষ্টিয় সংস্থার মধ্যে অংশীদারিত্বের মধ্যে দিয়ে নতুন প্রচেষ্টা শুরু করা।

ক, শহরে যে সকল কাজ ইতিমধ্যে ঘটছে, সেই সকল কাজে অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করুন

i. মণ্ডলীরা যারা একই ধরণের কাজ শহরে করছেন (যেমন, দরিদ্রদের খাদ্য বিতরণ, বস্তির মধ্যে সুসমাচার প্রচার কাজ, কর্মক্ষেত্রে বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষিত করা), তারা একে অপরকে সাহায্য করে একই ধরণের কাজগুলি একসঙ্গে করে, যাতে কাজগুলি আরও শক্তিশালী এবং আরও বেশী কার্যকারী হতে পারে।

এটা আমাদের সাবধানতার সাথে করতে হবে এবং পালকদেরকেও এখানে যুক্ত থাকতে হবে, এবং এই উপলব্ধি নিয়ে করতে হবে যে এই প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসীরা যেন তাদের স্থানীয় মণ্ডলীর পরিচয় অদলবদল না করে।

ii. একইভাবে, যে মণ্ডলীরা সেই ধরণের কাজ করে থাকে, যা অন্যান্য খ্রীষ্টিয় সংস্থারা (প্যারা মণ্ডলী সংস্থা, খ্রীষ্টিয় এনজিও) করে থাকে, তারা একটা একত্র প্রচেষ্টায়, একসঙ্গে কাজ করতে পারে। উদাহরণ, যদি ৫টি মণ্ডলী থাকে যাদের মধ্যে বিবাহিত লোকেদের জন্য বিশেষ পরিচর্যা আছে, এবং ৩টি খ্রীষ্টিয় সংস্থা, তারাও একই কাজ করে, তারা সকলে একসঙ্গে কাজ করতে পারে যাতে তারা বিবাহের জন্য একটা পরিচর্যা তৈরি করতে পারে যা তাদের স্থানীয় মণ্ডলী এবং শহরে খ্রীষ্টের দেহকে সেবা করতে পারে।

iii. "ধনী" মণ্ডলীদের উৎসাহিত করুন যাতে তারা তুলনামূলক "দরিদ্র" মণ্ডলীদের তাদের বিভিন্ন সরঞ্জাম ক্রয় করার জন্য অর্থ সাহায্য করে, ইত্যাদি।

iv. পরিপক্ক মণ্ডলীদের উৎসাহিত করুন যাতে তারা নতুন এবং নবীন মণ্ডলীদের আত্মিক ভাবে এবং সাংগঠনিক ভাবে প্রশিক্ষিত করতে পারে, ইত্যাদি।

চ্যালেঞ্জ

i. বিশ্বাসী এবং পালকদের মধ্যে একটা ঈশ্বরের রাজ্যের মানসিকতা তৈরি করা – যেখানে সকলে একসঙ্গে কাজ করতে পারবে এবং তারা তাদের মণ্ডলীর সদস্যদের হারানোর ভয় করবে না, এবং তারা তাদের সহ পালকদের বিশ্বাস করতে পারবে যে এই প্রক্রিয়ায় তারা অন্যান্য মণ্ডলীর লোকেদের তাদের দিকে টেনে নেবে না। আমাদের ঈশ্বরের রাজ্যের মানসিকতা গঠন করতে হবে এবং বিশ্বাসী এবং নেতাদের মধ্যে একটা ভরসার সম্পর্ক তৈরি করতে হবে।

ii. যখন অংশীদারিত্বের মধ্যে দিয়ে কাজ করা হয়, এটা সুনিশ্চিত করবেন যেন স্থানীয় মণ্ডলী এবং খ্রীষ্টিয় সংস্থার নিজেদের মিশন ও দর্শন পরিপূর্ণ হয়। এমন একটা পরিচর্যার কৌশল তৈরি করতে হবে যাতে উভয় স্থানীয় মণ্ডলী, খ্রীষ্টিয় সংস্থা এবং বৃহৎ শহরব্যাপী মণ্ডলী উপকৃত হয়, যখন মণ্ডলীরা এবং পরিচর্যাকারী সংস্থারা একসঙ্গে কাজ করে।

খ, অনেক মণ্ডলী এবং খ্রীষ্টিয় সংস্থার মধ্যে অংশীদারিত্বের মধ্যে দিয়ে নতুন প্রচেষ্টা শুরু করা

i. নতুন পরিচর্যার প্রচেষ্টা সহজতর হয় যখন মণ্ডলীরা এবং খ্রীষ্টিয় সংস্থারা অংশীদারিত্ব করে – যারা স্পষ্ট ভাবে জানে যে কীভাবে একসঙ্গে কাজ করতে হয় যাতে শহরে আরও জোরাল প্রভাব ফেলা যেতে পারে। উদাহরণঃ রাস্তার বাচ্ছাদের উদ্ধার করার জন্য একটা নতুন প্রচেষ্টা শুরু করুন, তাদের বসবাস করার জন্য ঘরের ব্যবস্থা করুন এবং তাদের যত্ন নিন, তাদের শিক্ষা দিন এবং তাদের একটা ভালো ভবিষ্যতের সুযোগ করে দিন। অনেকগুলি মণ্ডলী এবং খ্রীষ্টিয় সংস্থারা মিলে এই প্রচেষ্টা নিতে পারে যেটা প্রকৃত ভাবে শহরকে প্রভাবিত করবে।

চ্যালেঞ্জ

i. এই ধরণের প্রচেষ্টার সহযোগিতার জন্য সাংগঠনিক ভাবে অনেক শক্তিশালী হতে হবে। এই কাজের প্রশাসনিক দায়িত্বের জন্য কিছু আর্থিক নিবেশের প্রয়োজন হবে।

শহরব্যাপী ঐক্য সমাবেশ

গীতসংহিতা ৫০:৫

৫ আমার সাধুদিগকে আমার কাছে একত্র কর, যাহারা বলিদান লইয়া আমার সহিত নিয়ম করিয়াছে।

এই ঐক্য সমাবেশগুলি নিয়মিত প্রার্থনা সভা, আরাধনা সভা অথবা সুসমাচার প্রচারমূলক প্রচেষ্টা নেওয়া, যেখানে শহরব্যাপী মণ্ডলীরা এবং খ্রীষ্টিয় সংস্থারা অংশগ্রহণ করবে। আর্থিক এবং সাংগঠনিক দায়িত্ব সকল অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী ও সংস্থার মধ্যে ভাগ করে নেওয়া হবে।

চ্যালেঞ্জ

i. পালকদের মন থেকে এই ভয় দূর করতে হবে যে তারা তাদের মণ্ডলীর লোকেদের অন্য মণ্ডলীর কাছে হারিয়ে ফেলবে না। আমাদের এটা অবশ্যই সুনিশ্চিত করতে হবে যে এই ধরণের ঐক্য সমাবেশে, কোন ব্যক্তি অথবা কোন স্থানীয় মণ্ডলীকে উন্নত করা হবে না। আমরা শুধুমাত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে উচ্চকৃত করার জন্য একত্র হই।

ii. পালকদের মন থেকে এই ভয়কে দূর করতে হবে যে তাদের ঈশ্বরতত্ত্ব মতবাদ "দূষিত" হয়ে যাবে। আমাদের প্রত্যেক মণ্ডলীর পটভূমির প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে। আমরা "বিশ্বাসের একতার" কারণে একত্র হচ্ছি, "ঈশ্বরতত্ত্ব মতবাদের একতার" কারণে নয়। আমরা "ঈশ্বরের পুত্রের তত্ত্বজ্ঞান" ঘিরে একত্র হচ্ছি, যাকে আমরা সকলে আরাধনা করে থাকি।

প্রস্তাবনা

i. ঐক্য সমাবেশে প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করা খ্রীষ্টের দেহের প্রতি একটা শক্তিশালী সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়াবে।

ii. আরাধনার ধরণ ও পদ্ধিত যেন উভয় আধুনিক গান এবং স্তবগান নিযুক্ত থাকে।

iii. আমাদের এমন ভাবে আয়োজন করতে হবে যেন সেখানে কোন বিশেষ অতিথি না থাকে, কোন বিশেষ সম্মানীয় ব্যক্তি না থাকে, কোন পালক বা বিশপকে নির্দিষ্ট ভাবে সম্মান না জানানো হয়, ইত্যাদি। সকল পালকেরা, খ্রীষ্টিয় নেতারা অন্যান্য সকল বিশ্বাসীদের সাথে একই স্তরে থাকবেন। আমাদের লক্ষ্য যেন প্রভু যীশু হন যিনি একাই সেই বিশেষ ব্যক্তি হবেন প্রত্যেক ঐক্য সমাবেশে।

শহরব্যাপী মণ্ডলী শহরে কাজ করে

বিশ্বাসীরা যেন একতাকে শক্তিযুক্ত করা, সকল মণ্ডলী ও সংস্থার সহযোগিতা এবং সহভাগিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় – এবং বাস্তবিক ভাবে একসঙ্গে কাজ করার দ্বারা যীশুর জন্য শহরের মধ্যে পৌঁছে যেতে পারে। একটা শহরব্যাপী যুদ্ধকে জয় করার জন্য একটা শহরব্যাপী মণ্ডলীর প্রয়োজন। সুসমাচারের শক্তির দ্বারা আমাদের শহরকে পরিবর্তিত হতে দেখতে পাওয়া, সমস্ত মণ্ডলী ও গোষ্ঠীর বিশ্বাসীরা যেন তাদের হৃদয় ও হাত একসঙ্গে নিয়ে আসে যাতে তারা এই শহরে (ক) আত্মিক পরিবর্তন (খ) সামাজিক পরিবর্তন (গ) কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন, এবং (ঘ) শারীরিক পরিবর্তন দেখতে পায়। নিচে কিছু ক্ষেত্র দেওয়া হল যেখানে আমরা সহযোগিতা করতে পারিঃ

(ক) আত্মিক পরিবর্তন

- শহরের জন্য এবং শহরব্যাপী মণ্ডলীর জন্য সমস্ত মণ্ডলী থেকে বিশ্বাসীরা ছোট ছোট প্রার্থনার দলে একত্র হওয়া ।
- স্থানীয় মণ্ডলী এবং পরিচর্যাকারী সংস্থারা মিলিত সুসমাচার প্রচার এবং শিষ্যত্ব প্রক্রিয়ার জন্য একসঙ্গে কাজ করা ও একে অপরের পরিপূরক হওয়া।
- পালকেরা প্রার্থনায়ে একত্র হওয়া, তত্ত্বাবধানে এবং পরিচর্যার প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে শহরকে পালন করা।

(খ) সামাজিক পরিবর্তন

- সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করুন – আত্মহত্যা, মাদকাসক্তির সমস্যা, দারিদ্রতা, অত্যাচার, দুর্নীতি, ইত্যাদি।
- একাকীত্বে কাজ না করে, মণ্ডলীরা এবং পরিচর্যাকারী সংস্থারা একসঙ্গে হাতে হাত ধরে, অর্থ একত্র করে সমাজের কিছু কাজে নিবিষ্ট হওয়া যেমন ক্ষুধিত লোকেদের খাদ্য বিতরণ করা, নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের আশ্রয় প্রদান করা, তাড়িত ও নিপীড়িতদের রক্ষা করা, বিধবাদের, অনাথদের এবং কম সুবিধাভোগীদের দেখাশোনা করা।

(গ) কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন

- সকল মণ্ডলী থেকে বিশ্বাসীরা যারা কর্মক্ষেত্রে মিলিত হয়, সমাজের সকল ক্ষেত্রে (কলা ও বিনোদন, প্রচারমাধ্যম, ব্যবসা, শিক্ষা, সরকারী দপ্তর, পরিবার, ধর্ম) একসঙ্গে কাজ করার দ্বারা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধন করা একটা সৎ, সরল, ঐশ্বরিক জীবন যাপন করার দ্বারা।
- সকল মণ্ডলী থেকে বিশ্বাসীরা যারা কর্মক্ষেত্রে কাজ করে, তারা তাদের উৎকর্ষ, সততা এবং আসাধারনতার দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্যকে প্রদর্শিত করার দ্বারা।

(ঘ) শারীরিক পরিবর্তন

সকল মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা হাতে হাত মিলিয়ে নাগরিক কর্তৃপক্ষের সাথে কাজ করে নিচের দেওয়া একটা অথবা একাধিক ক্ষেত্রে কাজ করতে পারেঃ

- বস্তির লোকেদের উত্তম গৃহ প্রদান করা এবং এইভাবে বস্তি দূর করাতে সাহায্য করা।
- স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে উন্নতির জন্য শহরে অবদান করা।
- জল, জানবাহন এবং পরিকাঠামো উন্নত করার জন্য অবদান করা।
- আরও চাকরী তৈরি করার দ্বারা শহরের আর্থিক উন্নতিতে অবদান করা।

তাড়নার প্রতি একটা ঐক্যবদ্ধ প্রতিক্রিয়া

শহরব্যাপী মণ্ডলীর মধ্যে একতাকে শক্তিযুক্ত করার আরও একটা উপকার হল যে বিশেষ ভাবে তাড়নার মুখে, আমরা একে অপরকে শক্তি ও সাহায্য প্রদান করতে পারব। বাস্তবে, যে যে স্থানে ও সময়ে তাড়না প্রত্যাশিত, খ্রীষ্টিয় নেতাদের, স্থানীয় মণ্ডলী এবং খ্রীষ্টিয় সংস্থাদের জন্য এটা অনুজ্ঞাসূচক যে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

একতা এবং আনুগত্যের চুক্তি

আমরা, যারা প্রভু যীশুর দাস, এই শহরে খ্রীষ্টের দেহের সেবা করি, ঈশ্বরের রাজ্যের সহকার্যকারী হিসাবে একে অপরের সাথে একতা এবং আনুগত্যের এই চুক্তি করি। আমাদের সম্পর্কে ধার্মিকতা, শান্তি ও আনন্দ অনুধাবন করার দ্বারা আত্মার একতা বজায় রাখার চুক্তি করি। একে অপরের সাথে প্রকৃত খ্রীষ্টিয় সহভাগিতায় এবং তাদের পরিচর্যায়ে ও তাদের পরিবারে পরিদর্শন করার মধ্যে দিয়ে সময় অতিবাহিত করার চুক্তি করি। আমাদের বন্ধুত্ব পরিচর্যার ঊর্ধ্বে বিস্তারিত হবে এবং আরও বেশী ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্তরে পরিব্যাপ্ত হবে।

আমরা একে অপরের জন্য এবং একে অপরের সাথে প্রার্থনা করার চুক্তি করি। দুঃখের সময়ে ও দুর্ঘটনার সময়ে আমরা একে অপরের পাশে থাকব। বিজয়ের সময়ে, আমরা একসঙ্গে আনন্দ করব। আমরা একে অপরের পরামর্শ গ্রহণ করব, একে অপরের দ্বারা শক্তিযুক্ত হব এবং একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ

করব। আমরা একে অপরের অনন্য এবং ভিন্ন আহ্বান ও বরদানকে মর্যাদা দেব। আমরা একে অপরকে আমাদের বরদান সহকারে, অভিষেক সহকারে এবং খ্রীষ্ট যে পরিচর্যা আমাদের দিয়েছেন, সেই দিয়ে সেবা করব। আমরা একে অপরের পরিচর্যায়ে আর্থিক ভাবে নিবেশ করব এবং আমাদের উৎসাহ ও সাহায্য এগিয়ে দেবো। আমরা একে অপরের সাথে অংশীদারিত্ব করবো এবং একে অপরের মঙ্গলের জন্য ত্যাগস্বীকার করবো। লোকেরা যদি কোন একজন সহ পরিচর্যাকারীকে ঘৃণা করে, নিন্দা করে অথবা তাড়না নিয়ে আসে, তাহলে আমরা তাদের রক্ষা করতে দাঁড়াবো এবং তাদের প্রকৃত বন্ধু হব, যে তাদের ক্ষতসকল ভাগ করে নেবে।

আমাদের শহরের জন্য ঈশ্বরের হৃদয়কে আমরা একসঙ্গে অন্বেষণ করবো ও ঈশ্বরের আরাধনা করবো। আমরা একসঙ্গে কাজ করবো যাতে আমরা তাঁর রাজ্য আসতে এবং তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হতে দেখতে পারি, যাতে এই শহর জানতে পারে এবং বিশ্বাস করতে পারে যে যীশু খ্রীষ্টই প্রভু। ঈশ্বরের উপস্থিতিতে এবং এই সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে, আমরা এই পবিত্র চুক্তি করি।

ব্যক্তিগত প্রয়োগ

প্রশ্ন ১ – আপনার শহরে একটা শহরব্যাপী মণ্ডলীর মধ্যে একতা তৈরি করার কাজে আপনি কী প্রচেষ্টা নিতে পারেন অথবা অবদান করতে পারেন?

প্রশ্ন ২ – এই অধ্যায়ে যা কিছু প্রস্তুত করা হয়েছে, সেইগুলি ছাড়া, আর কোন উপায় আছে যার দ্বারা শহরব্যাপী মণ্ডলী (ক) একতা ও সহভাগিতা গঠন করতে পারবে (খ) শহরে ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন করার জন্য একসঙ্গে কাজ করতে পারবে?

শহরব্যাপী মণ্ডলীতে একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে আরও অধ্যয়ন করতে গেলে, অনুগ্রহ করে APC প্রকাশনের বিনামূল্যে এই পুস্তকটি পাঠ করুনঃ 'Divine Order in the Citywide Church.'

The Church's One Foundation

Written By : Samuel J. Stone, Lyra Fidelium

The Church's one foundation
Is Jesus Christ her Lord,
She is His new creation
By water and the Word.
From heaven He came and sought her
To be His holy bride;
With His own blood He bought her
And for her life He died.

She is from every nation,
Yet one o'er all the earth;
Her charter of salvation,
One Lord, one faith, one birth;
One holy Name she blesses,
Partakes one holy food,
And to one hope she presses,
With every grace endued.

The Church shall never perish!
Her dear Lord to defend,
To guide, sustain, and cherish,
Is with her to the end:
Though there be those who hate her,
And false sons in her pale,
Against both foe or traitor
She ever shall prevail.

Though with a scornful wonder
Men see her sore oppressed,
By schisms rent asunder,
By heresies distressed:
Yet saints their watch are keeping,
Their cry goes up, "How long?"
And soon the night of weeping
Shall be the morn of song!

'Mid toil and tribulation,
And tumult of her war,
She waits the consummation
Of peace forevermore;
Till, with the vision glorious,
Her longing eyes are blest,
And the great Church victorious
Shall be the Church at rest.

Yet she on earth hath union
With God the Three in One,
And mystic sweet communion
With those whose rest is won,
With all her sons and daughters
Who, by the Master's hand
Led through the deathly waters,
Repose in Eden land.

O happy ones and holy!
Lord, give us grace that we
Like them, the meek and lowly,
On high may dwell with Thee:
There, past the border mountains,
Where in sweet vales the Bride
With Thee by living fountains
Forever shall abide!

শহরব্যাপী মণ্ডলী ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন করে

অধ্যায় নয়ঃ

ভ্রাতারা এবং পিতারা

যে বলে, আমি জ্যোতিতে আছি, আর আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে এখনও অন্ধকারে রহিয়াছে। যে আপন ভ্রাতাকে প্রেম করে, সে জ্যোতিতে থাকে, এবং তাহার অন্তরে বিঘ্নের কারণ নাই। কিন্তু যে আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে অন্ধকারে আছে, এবং অন্ধকারে চলে, আর কোথায় যায় তাহা জানে না, কারণ অন্ধকার তাহার চক্ষু অন্ধ করিয়াছে। (১ যোহন ২:৯-১১)

৯

ভ্রাতারা এবং পিতারা (বোনেরা এবং মায়েরা)

ঈশ্বর এটা অভিপ্রায় করেন না যে আমাদের কেউই জীবনের যাত্রায় একা যাত্রা করুক। তিনি আমাদের একে অপরকে প্রদান করেছেন। আমরা তাঁরই দেহের অঙ্গ। জীবনে যখন একাকীত্বের সময় চলে অথবা আমরা ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজেদের সকলের থেকে আলাদা করে রাখি, তবুও আমাদের আমাদের পাশে আমাদের ভ্রাতাদের প্রয়োজন।

ঈশ্বরের পরিচর্যাকারী হিসাবে, একজন ভ্রাতা হওয়ার অর্থ আমরা কি প্রকৃত জানি? এবং সেই পিতারা কোথায়? সেই ঈশ্বর ভয়কারি ব্যক্তিরা কোথায়, যারা একজন পিতার প্রকৃত হৃদয় সহকারে নবীনদের উপরে দেখাশোনা করবে?

আমাদের অনেকেই প্রচারক হতে এবং পরিচর্যাকারী হতে ব্যস্ত এবং ঈশ্বরের রাজ্যে একে অপরের প্রতি একজন প্রকৃত খ্রীষ্টিয় ভ্রাতা অথবা পিতা হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ভুলে যাই।

আমরা ভ্রাতা এবং পিতা শব্দগুলি একটা সর্বব্যাপী প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করেছি, এবং ঈশ্বরের রাজ্যে বোনেরা এবং মায়েদের উল্লেখ করি।

ভ্রাতা, সহকর্মী এবং ঈশ্বরের পরিচারক

১ থিষলনীকীয় ৩:২

[২] এবং আমাদের ভ্রাতা ও খ্রীষ্টের সুসমাচারে ঈশ্বরের পরিচারক যে তীমথিয়, তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলাম, যেন তিনি তোমাদিগকে সুস্থির করেন, এবং তোমাদের বিশ্বাসের সম্বন্ধে আশ্বাস দেন,

তীমথিয় এমন একজন ব্যক্তি যাকে বিশ্বাসে পৌল একজন "পিতার" ন্যায় যত্ন নিয়েছিলেন। যখন তীমথিয় একজন ঈশ্বরের ব্যক্তি হিসাবে বৃদ্ধি পেয়েছিলেন এবং পরিপক্ক হয়েছিলেন, প্রেরিত পৌল তাকে তার ভ্রাতা বলে, ঈশ্বরের একজন পরিচারক এবং একজন সহকর্মী হিসাবে সম্বোধন করেছেন। পৌল তার পত্রগুলিতে অনেক ঈশ্বরের পরিচারকদের তার ভ্রাতা বলে সম্বোধন করেছেন।

বর্তমানে খ্রীষ্টিয় পরিচর্যায়ে, বিশেষ ভাবে নেতাদের মধ্যে, একজনের প্রতি একজন ভ্রাতা হিসাবে সম্পর্কযুক্ত করার মানসিকতাটি প্রায়ই দেখা যায় না। এটার কারণ আমাদের যোগাযোগ স্থাপনে আমরা সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার পরিবর্তে ব্যবসার মতো এবং আদানপ্রদানের মানসিকতা পোষণ করি। আমরা একে অপরের সাথে তথ্য এবং ধারণা আদানপ্রদান করি কিন্তু হৃদয় আদানপ্রদান করি না। আমাদের বন্ধুত্ব শুধুমাত্র পৃষ্ঠস্থ এবং উপর-উপর। আমরা আমাদের দুর্বলতা এবং আমাদের প্রয়োজন ভাগ করে নিই না, কারণ আমরা এটা ভয় পাই যে অপর ব্যক্তি আমার বিষয়ে নিন্দা করবে এবং চারিদিকে খবর ছড়িয়ে দেবে। আমরা নিজেদের ভেদ্য করি না এবং সেই কারণে আমরা একে অপরকে প্রকৃত ভাবে সাহায্য করতে ও শক্তিযুক্ত করতে পারি না।

ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণের কাজে, আমাদেরকে ঈশ্বরের পরিচারক এবং সহকর্মী হওয়া থেকে ঈশ্বরের রাজ্যে একে অপরের ভ্রাতা পর্যন্ত অগ্রসর হতে হবে।

কঠিন সময়ের জন্য জন্ম নেওয়া

হিতোপদেশ ১৭:১৭

[১৭] বন্ধু সর্বসময়ে প্রেম করে, ভ্রাতা দুর্দশার জন্য জন্মে।

প্রায়ই আমরা নেতা হিসাবে একাই লড়াই করি। আমরা প্রায় শত এবং সহস্র লোকেদের সেবা করি, কিন্তু যন্ত্রণার সময়ে আমরা নিজেদের একা পাই। কারণ, নেতা হিসাবে আমাদের নিকটের বন্ধু নেই, ঈশ্বরের রাজ্যে ভ্রাতারা নেই যারা আমাদের দুর্দশার সময়ে আমাদের সঙ্গে দাঁড়াবে। পরিচর্যায় আমাদের ব্যস্ততার কারণে, ঈশ্বরের অন্যান্য পরিচর্যাকারীদের সাথে প্রকৃত বন্ধুত্ব গঠন করতে ব্যর্থ হয়েছি।

একইভাবে, ঈশ্বরের পরিচর্যাকারীদের প্রতি আমাদের একজন ভ্রাতা হতে শিক্ষা লাভ করতে হবে। এমন একজন যে আমাদের বন্ধুত্বে খাঁটি থাকবে, যিনি আরেকজনের মঙ্গল কামনা করবে, যে প্রেমের সাথে সত্য কথা বলতে এবং সংশোধন করতে ভয় পাবে না। এমন একজন ভ্রাতা যাকে আমাদের হৃদয়ের বিষয়গুলি নিয়ে বিশ্বাস করা যাবে এবং এটা জানবো যে সেই ব্যক্তি গোপনে বলা বিষয়গুলি নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

একটা ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ

ঈশ্বরের আরেকজন পরিচারকের জীবনে একজন ভ্রাতা হওয়ার জন্য, আমাকে তার সাথে একসঙ্গে সময় অতিবাহিত করতে হবে, যাতে আমি তাকে প্রকৃত ভাবে জানতে পারি। আমাকে তার সাথে এবং তার পরিবারের সাথে সময় অতিবাহিত করতে হবে এবং লক্ষ্য করতে হবে যে সেই ব্যক্তি তার স্ত্রীয়ের সাথে এবং সন্তানদের সাথে কীভাবে আচরণ করে। তার মণ্ডলীতে অথবা তার কার্যালয়ে, তার সাথে সময় অতিবাহিত করতে হবে, তার কর্মচারীদের সাথে এবং লক্ষ্য করতে হবে যে সেই ব্যক্তি তার কর্মচারীদের সাথে কীভাবে আচরণ করে। তাকে আমার গৃহে এবং আমার কার্যালয়ে অথবা মণ্ডলীতে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। আমাদের একসঙ্গে সময় অতিবাহিত করতে হবে যেখানে আমরা আরাধনা, প্রার্থনা এবং একসঙ্গে ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে পারব। তার উপর হস্তার্পণ করতে হবে এবং তার জন্য প্রার্থনা করতে হবে। আমি যেন তাকে আমার উপর হস্তার্পণ করতে দিই এবং আমার জন্য প্রার্থনা করতে দিই। তার কঠিন সময়ে তার পাশে দাঁড়াতে হবে এবং সেই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে তার সাথে গমন করতে হবে। তার বিজয় এবং সাফল্যের জন্য আনন্দ করতে হবে। যখন তার পরামর্শের প্রয়োজন হবে, তখন আমাকে উপলব্ধ থাকতে হবে। একইভাবে, তার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার জন্য আমাকেও তার কাছে যেতে হবে। তার বরদান, অভিষেক এবং পরিচর্যা থেকে আমাকে গ্রহণ করতে হবে। একইভাবে, ঈশ্বর আমাকে যে পরিচর্যা, অভিষেক এবং বরদান প্রদান করেছেন, সেখান থেকে তাকেও গ্রহণ করতে হবে। ঈশ্বরেতে তার পরিচয়ের কারণে আমাকে তাকে সম্মান করতে হবে, এবং একইভাবে সেই ব্যক্তি আমাকে খ্রীষ্টেতে আমার পরিচয়ের জন্য আমাকে সম্মান করবে। বন্ধু হিসাবে আমরা যেন একে অপরের সাথে অংশীদারিত্ব করি। আমি যেন ত্যাগস্বীকার করি এবং তার ব্যক্তিগত ও তার পরিবারের মঙ্গলার্থে দিতে পারি। যখন লোকেরা তাকে ঘৃণা করবে, নিন্দা করবে, আমি যেন তার পক্ষে দ্বারাই এবং তবুও যেন তার বন্ধু হয়ে থাকি। আমাদের এইরূপ বন্ধু, ঈশ্বরের রাজ্যে এইরূপ ভ্রাতা হতে হবে।

যখন একজন ভ্রাতা পড়ে যায়

গালাতীয় ৬:১

১ ভ্রাতৃগণ, যদি কেহ কোন অপরাধে ধরাও পড়ে, তবে আত্মিক যে তোমরা, তোমরা সেই প্রকার ব্যক্তিকে মৃদুতার আত্মায় সুস্থ কর, আপনাকে দেখ, পাছে তুমিও পরীক্ষাতে পড়।

মথি ৭:৩-৫

৩ আর তোমার ভ্রাতার চক্ষে যে কুটা আছে, তাহাই কেন দেখিতেছ, কিন্তু তোমার নিজের চক্ষে যে কড়িকাট আছে, তাহা কেন ভাবিয়া দেখিতেছ না? ৪ অথবা তুমি কেমন করিয়া আপন ভ্রাতাকে বলিবে, আইস, আমি তোমার চক্ষু হইতে কুটাগাছটা বাহির করিয়া দিই? আর দেখ, তোমার নিজের চক্ষে কড়িকাট রহিয়াছে! ৫ হে কপটি, আগে আপনার চক্ষু হইতে কড়িকাট বাহির করিয়া ফেল, আর তখন তোমার ভ্রাতার চক্ষু হইতে কুটাগাছটা বাহির করিবার নিমিত্ত স্পষ্ট দেখিতে পাইবে।

প্রায়ই যখন ঈশ্বরের একজন সহকর্মী উছোট খেয়ে পড়ে যায়, পাপ করে, কোন ভুল করে, তখন অন্যান্য নেতারাই সেই প্রথম ব্যক্তি যারা তার নিন্দা করে, তার দিকে আঙুল তোলে এবং তার খবরটি চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। আমরা খুব সহজেই আমাদের ভ্রাতাদের চোখে কুটাটি দেখিয়ে দিই কিন্তু আমাদের চোখে কড়িকাটটি উপেক্ষা করি।

এটা কি উত্তম হবে না, যদি আমরা প্রথমেই পুনর্মিলনের প্রচেষ্টা করি, মৃদুতা ও নম্রতার সাথে, এটা জেনে যে আমরাও একই ক্ষেত্রে উছোট খেয়ে পড়ে যেতে পারি। এটাই একটা প্রকৃত ভ্রাতা করবে।

জ্যোতি এবং ঘৃণা একসঙ্গে মিশতে পারে না

১ যোহন ২:৯-১১

৯ যে বলে, আমি জ্যোতিতে আছি, আর আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে এখনও অন্ধকারে রহিয়াছে। ১০ যে আপন ভ্রাতাকে প্রেম করে, সে জ্যোতিতে থাকে, এবং তাহার অন্তরে বিঘ্নের কারণ নাই। ১১ কিন্তু যে আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে অন্ধকারে আছে, এবং অন্ধকারে চলে, আর কোথায় যায় তাহা জানে না, কারণ অন্ধকার তাহার চক্ষু অন্ধ করিয়াছে।

ঈশ্বরের পরিচর্যাকারী হিসাবে, আমরা খুব আত্মিক ব্যক্তি। আমরা অনেক সময় প্রার্থনা, আরাধনা, উপবাস এবং ঈশ্বরের বাক্যের ধ্যানে অতিবাহিত করে থাকি। কিন্তু, এই সকল দারুন আত্মিক অনুশাসন করার পরেও, আমরা তবুও ঈশ্বরের অন্যান্য পরিচারকদের প্রতি ঘৃণা, প্রতিশোধ, মন্দ মনোভাব এবং কটুবাক্য ব্যবহার করে থাকি।

বাইবেল আমাদের বলে যে আমরা যদি জ্যোতিতে গমনাগমন করার দাবী করে থাকি, কিন্তু আমাদের ভ্রাতাদের ঘৃণা করি, তাহবে বাস্তবে আমরা অন্ধকারে আছি। এটা একটা বিপদজনক স্থান, কারণ অন্ধকারে আমরা জানতে পারিনা যে আমরা কোন দিকে অগ্রসর হচ্ছি।

সহজভাবে এর অর্থ এই যে আমাদের হৃদয়ে ঘৃণা বহন করে চলার কোন অবকাশই নেই। কোন প্রকার আঘাত, কোন প্রকার তিক্ততা, ঈর্ষা, ঈশ্বরের আরেকজন পরিচারকের প্রতি ক্ষমাহীনতা খুব শীঘ্রই দূর করতে হবে। আমরা আমাদের হৃদয়ে ঘৃণা বহন করে দাবী করতে পারি না যে আমরা জ্যোতিতে চলাফেরা করছি।

অতীতকে আমাদের পিছনে ফেলে আসা

মথি ১৮:১৫

[১৫] আর যদি তোমার ভ্রাতা তোমার নিকটে কোন অপরাধ করে, তবে যাও, যখন কেবল তোমাতে ও তাহাতে থাক, তখন সেই দোষ তাহাকে বুঝাইয়া দেও। যদি সে তোমার কথা শুনে, তুমি আপন ভ্রাতাকে লাভ করিলে।

মথি ১৮:৩৫

[৩৫] আমার স্বর্গীয় পিতাও তোমাদের প্রতি এইরূপ করিবেন, যদি তোমরা প্রতিজন অন্তঃকরণের সহিত আপন আপন ভ্রাতাকে ক্ষমা না কর।

অতীতে হয়তো আমাদের সম্পর্কের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল, যেখানে ঈশ্বরের পরিচারকদের মধ্যে সম্পর্ক ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের সম্পর্ককে পুনঃস্থাপন করার জন্য এবং আমাদের ভ্রাতাকে জয় করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা করতে হবে। আমাদের অতীতকে পিছনে ফেলে আসতে হবে, ক্ষমা লাভ করতে ও প্রদান করতে হবে, ক্ষতসকল সুস্থ করতে হবে এবং ঈশ্বরের রাজ্যের ভ্রাতা হিসাবে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমরা যদি আমাদের ভুলের জন্য ঈশ্বরের কাজ থেকে

ক্ষমা প্রার্থনা করি, কিন্তু আমরা সেই ভ্রাতার প্রতি ক্ষমা করতে অনিচ্ছুক, যে আমাদের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে, তাহলে আমরা নিজেদের ঈশ্বরের কঠিন শাসনের অধীনে অবস্থিতি করাচ্ছি।

রাজ্যে যেন পিতারা ও মায়েরা উত্থাপিত হয়

ঈশ্বরের অন্যান্য পরিচারকদের প্রতি ভ্রাতা হওয়া ছাড়াও, ঈশ্বরের রাজ্যে এমন পুরুষদের ও মহিলাদের আন্তরিক ভাবে প্রয়োজন, যারা পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি পিতা ও মায়ের ভূমিকা পালন করবে। আমাদেরকে মহান প্রচারক, ঈশ্বরের মহান পরিচারক হওয়ার ঊর্ধ্বে গিয়ে, প্রকৃত ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারী হতে হবে। একজন ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারী ঈশ্বরের রাজ্যের কাজে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য অন্বেষণ করবে। একজন ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারী পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি একজন পিতা রূপে আচরণ করবে, যাতে সেই ব্যক্তি উদারতার সাথে সেই সকল বিষয়গুলি এগিয়ে দিতে পারেন, যা তিনি নিজে শিখেছেন।

এইটাই আমরা পরবর্তী এবং অন্তিম অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

ব্যক্তিগত প্রয়োগ

প্রশ্ন ১ – ঈশ্বরের অন্যান্য পরিচারকদের প্রতি আমি কি একজন প্রকৃত ভ্রাতা? আমি কি একজন, দুইজন, অথবা অধিক সহকার্যকারীদের চিহ্নিত করতে পারব যাদের সাথে আমি প্রকৃত বন্ধুত্ব গঠন করার জন্য অন্বেষণ করবো, এবং ঈশ্বরের রাজ্যে একজন প্রকৃত ভ্রাতা হতে পারব?

LET THERE BE LOVE SHARED AMONG US

Written by : Dave Bilbrough

Let there be love shared among us
Let there be love in our eyes
May now Your love sweep this nation.
Cause us oh Lord to arise
Give us a fresh understanding
Of brotherly love that is real,
Let there be love shared among us,
Let there be love

অধ্যায় দশঃ

ঈশ্বরের রাজ্যে সেবাকাজের জন্য পরবর্তী প্রজন্মকে উত্থাপিত করা

আমি প্রভু যীশুতে প্রত্যাশা করিতেছি যে, তীমথিয়কে শীঘ্রই তোমাদের কাছে পাঠাইব, যেন তোমাদের অবস্থা জানিয়া আমারও প্রাণ জুড়ায়। কারণ আমার কাছে এমন সমপ্রাণ কেহই নাই যে, প্রকৃতরূপে তোমাদের বিষয় চিন্তা করিবে। কেননা উহারা সকলে যীশু খ্রীষ্টের বিষয় নয়, কিন্তু আপন আপন বিষয় চেষ্টা করে। কিন্তু তোমরা ইঁহার পক্ষে এই প্রমাণ জ্ঞাত আছ যে, পিতার সহিত সন্তান যেমন, আমার সহিত ইনি তেমনি সুসমাচারের নিমিত্ত দাস্যকর্ম করিয়াছেন। (ফিলিপীয় ২:১৯-২২)

১০

ঈশ্বরের রাজ্যে সেবাকাজের জন্য পরবর্তী প্রজন্মকে উত্থাপিত করা

ঈশ্বর আমাদের সন্তান উৎপাদন করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন – উভয় শারীরিক এবং আত্মিক ক্ষেত্রে।

১ করিন্থীয় ৪:১৪,১৫

১৪ আমি তোমাদিগকে লজ্জা দিবার জন্য নয়, কিন্তু আমার প্রিয় বৎস বলিয়া তোমাদিগকে চেতনা দিবার জন্য এই সকল লিখিতেছি। ১৫ কেননা যদিও খ্রীষ্টে তোমাদের দশ সহস্র পরিপালক থাকে, তথাচ পিতা অনেক নয়; কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে সুসমাচার দ্বারা আমিই তোমাদিগকে জন্ম দিয়াছি।

কিন্তু, যখন আমরা বংশ বৃদ্ধি করি, আমরা আমাদের হুবহু প্রতিলিপি তৈরি করি না। যাদের আমরা জন্ম দিই, তারা তাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও পরিচয় ধারণ করে।

আপনি যদি আপনার উত্তরাধিকারী তৈরি না করেন তাহলে আপনি আপনার পরিচর্যায়ে সফল নন।

যে দিন আপনি যেকোনো পরিচর্যা শুরু করেছেন, সেই দিন থেকেই আপনি আপনার প্রস্থানের জন্য পরিকল্পনা করতে থাকুন।

যিশাইয় ৫৯:২১

২১ সদাপ্রভু কহেন, তাহাদের সহিত আমার নিয়ম এই, আমার আত্মা, যিনি তোমাতে অধিষ্ঠান করিয়াছেন, ও আমার বাক্য সকল, যাহা আমি তোমার মুখে দিয়াছি, সেই সকল তোমার মুখ হইতে, তোমার বংশের মুখ হইতে ও তোমার বংশোৎপন্ন বংশের মুখ হইতে অদ্যাবধি অনন্তকাল পর্যন্ত কখনও দূর করা যাইবে না; ইহা সদাপ্রভু কহেন।

ঈশ্বর প্রত্যাশা করেন যে যখন কোন একটা প্রজন্মকে অভিষেক ও প্রকাশ প্রদান করা হয়, তখন তারা যেন পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা এগিয়ে দেয়। তিনি তার উপর নতুন অভিষেক এবং নতুন প্রকাশ প্রদান করেন থাকেন, যাতে পরবর্তী প্রজন্ম সেই কাজগুলি সম্পন্ন করতে পারে, যা তাদেরকে নিরূপিত সময়ের মধ্যে সাধন করতে হবে।

১ করিন্থীয় ৪:১৭

১৭ এই অভিপ্রায়ে আমি তীমথিয়কে তোমাদের নিকটে পাঠাইয়াছি; তিনি প্রভুতে আমার প্রিয় ও বিশ্বস্ত বৎস; তিনি তোমাদিগকে খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় আমার পন্থা সকল স্মরণ করাইবেন, যাহা আমি সর্বত্র সর্ব মণ্ডলীতে শিক্ষা দিয়া থাকি।

- কাজকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন 'তীমথিয়' যদি উপস্থিত না থাকে, তাহলে বর্তমানে যে ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে, সেটা ধ্বংসাবশেষে পরিণত হবে।
- বর্তমানের 'তীমথিয়রা' আগামীকালের 'পৌল' এ পরিণত হবে।
- আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে তুলে ধরতে হবে, নয়তো বর্তমান প্রজন্ম অতীত হয়ে যাওয়ার পর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কেউ আর থাকবে না।
- প্রায়ই, মণ্ডলীতে, বর্তমান প্রজন্ম তাদের উপর সকল আকর্ষণ আকাঙ্ক্ষা করে, এবং পরবর্তী প্রজন্মকে অবহেলা করা হয়ে থাকে।
- প্রত্যেক প্রজন্ম যেন তাদের শেখা বিষয়গুলি পরবর্তী প্রজন্মকে এগিয়ে দেয়।
- বর্তমান প্রজন্ম যা কিছু পেয়েছে, পরবর্তী প্রজন্মও যেন একই বিষয়গুলি লাভ করে।
- একটা প্রজন্মের উচ্চ বিষয়গুলি যেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শুরুর স্তর হতে পারে।

কীভাবে 'তীমথিয়দের' উত্থাপিত করতে হয়ঃ 'পৌল-তীমথিয়' সম্পর্ক থেকে কিছু শিক্ষণ

প্রেরিত পৌল তীমথিয়কে বিশ্বাসে তার প্রিয় পুত্র বলে মনে করেছিলেন (২ তীমথিয় ১:২)। তিনি তীমথিয়কে ঈশ্বরের একজন পরিচর্যাকারী হওয়ার জন্য এবং ঈশ্বরের রাজ্যে একজন সহকার্যকারী হওয়ার জন্য যত্ন করেছিলেন, যাতে তীমথিয় ঈশ্বরের রাজ্যের কাজ করতে পারেন, ঠিক যেমন ভাবে পৌল করতে পেরেছিলেন। পৌল যে প্রক্রিয়ায় তীমথিয়কে একজন ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারী হওয়ার জন্য উত্থাপিত করেছিলেন, সেই সম্বন্ধে কিছু মূল বিষয় আমরা আলোচনা করবো।

১, একটা ঐশ্বরিক সংযোগ চিহ্নিত করুন

প্রেরিত ১৬:১-৩

১ পরে তিনি দর্বীতে ও লুস্ত্রায় উপস্থিত হইলেন। আর দেখ, সেখানে তীমথিয় নামে এক শিষ্য ছিলেন; তিনি এক বিশ্বাসিনী যিহূদী মহিলার পুত্র, কিন্তু তাহার পিতা গ্রীক; ২ লুস্ত্রা ও ইকনীয়-নিবাসী ভ্রাতৃগণ তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দিত। ৩ পৌলের ইচ্ছা হইল, যেন সেই ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে গমন করেন; আর তিনি ঐ সকল স্থানের যিহূদীদের নিমিত্ত তাঁহাকে লইয়া তাঁহার ত্বক্‌ছেদ করিলেন; কেননা তাঁহার পিতা যে গ্রীক, ইহা সকলে জানিত।

দর্বী এবং লুস্ত্রাতে অনেক যুবক ব্যক্তিরা হয়তো উপলব্ধ ছিল, কিন্তু তীমথিয় নামক যুবকের সাথে পৌল একটা বিশেষ সংযোগ অনুভব করেছিলেন। ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে তীমথিয়ের একটা সুখ্যাতি ছিল। পৌলের পরিচর্যার একটা অংশ হওয়ার জন্য পৌল তীমথিয়ের একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। পৌল তীমথিয়কে ত্বকছেদ করিয়েছিলেন, যাতে তীমথিয়, যখন প্রয়োজন, ইহুদীদের সাথে ভালো যোগাযোগ রাখতে পারে ও তাদের মধ্যে কাজ করতে পারে।

'ঐশ্বরিক সংযোগের' প্রতি অনুভবনশীল থাকুন, যা আপনার জীবনে ঈশ্বর নিয়ে আসবেন। ঈশ্বর আপনার জীবনে 'তীমথিয়দের' প্রেরণ করতে পারেন অথবা আপনাকে অন্য কারুর জীবনে 'পৌল' হিসাবে প্রেরণ করতে পারেন।

নিশ্চিত ভাবে সেই কাজগুলি করা শুরু করুন যা আপনার তীমথিয়ের ভবিষ্যতকে সাহায্য করবে।

আপনার তীমথিয়কে আপনার পাশে ও আপনার সাথে কাজ করার সুযোগ করে দিন। পৌলের সাথে পরিচর্যায় যাত্রা করার সুযোগ তীমথিয় পেয়েছিলেন।

প্রেরিত ১৭:১৪,১৫

১৪ তখন ভ্রাতৃগণ অবিলম্বে পৌলকে সমুদ্র পর্যন্ত যাইবার জন্য প্রেরণ করিলেন; আর সীল ও তীমথিয় সেখানে রহিলেন। ১৫ আর যাহারা পৌলকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে আথীনী পর্যন্ত লইয়া গেল; পরে, তোমরা সীলকে ও তীমথিয়কে অতি সত্বর আমার কাছে আসিতে বলিবে, এই আজ্ঞা পাইয়া প্রস্থান করিল।

প্রেরিত ১৮:৫

৫ যখন সীল ও তীমথিয় মাকিদনিয়া হইতে আসিলেন, তখন পৌল বাক্যে নিবিষ্ট ছিলেন, যীশুই যে খ্রীষ্ট, ইহার প্রমাণ যিহূদীদিগকে দিতেছিলেন।

প্রেরিত ২০:১-৪

১ সেই কোলাহল নিবৃত্ত হইলে পর পৌল শিষ্যগণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং আশ্বাস দিলেন, ও মঙ্গলবাদপূর্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া মাকিদনিয়াতে যাইবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। ২ পরে সেই অঞ্চল দিয়া গমন করিতে করিতে অনেক কথা দ্বারা শিষ্যদিগকে আশ্বাস দিয়া গ্রীস দেশে উপস্থিত হইলেন। ৩ সেই স্থানে তিন মাস যাপন করিয়া যখন তিনি জলপথে সুরিয়া দেশে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন যিহূদীরা তাঁহার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করাতে, তিনি মাকিদনিয়া দিয়া ফিরিয়া যাইতে স্থির করিলেন। ৪ আর বিরয়া নগরীয় পুর্হের পুত্র সোপাত্র, থিষলনীকীয় আরিষ্টার্খ ও সিকুন্দ, দর্ব্বী নগরীয় গায়, তীমথিয়, এবং এশিয়ার তুখিক ও ত্রফিম, ইঁহারা তাঁহার সঙ্গে গেলেন।

ফিলিপীয় ২:২২

২২ কিন্তু তোমরা ইঁহার পক্ষে এই প্রমাণ জ্ঞাত আছ যে, পিতার সহিত সন্তান যেমন, আমার সহিত ইনি তেমনি সুসমাচারের নিমিত্ত দাস্যকর্ম করিয়াছেন।

২ তীমথিয় ২:২

২ আর অনেক সাক্ষীর মুখে যে সকল বাক্য আমার কাছে শুনিয়াছ, সেই সকল এমন বিশ্বস্ত লোকদিগকে সমর্পণ কর, যাহারা অন্য অন্য লোককেও শিক্ষা দিতে সক্ষম হইবে।

- আপনার তীমথিয়কে সাবধানতার সাথে বেছে নিন।
- ক্ষমতার চেয়ে বিশ্বস্ততা বেশী গুরুত্বপূর্ণ।
- বরদানের চেয়ে হৃদয়ের অবস্থা বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

২, একটা যত্নশীল সম্পর্ক গঠন করুন

১ তীমথিয় ১:২

...বৎস তীমথিয়ের সমীপে। ২ পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশু হইতে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি বর্তুক।

২ তীমথিয় ১:২

...আমার প্রিয় বৎস তীমথিয়ের সমীপে। [২] পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশু হইতে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি বর্তুক।

১ করিন্থীয় ৪:১৭

[১৭] এই অভিপ্রায়ে আমি তীমথিয়কে তোমাদের নিকটে পাঠাইয়াছি; তিনি প্রভুতে আমার প্রিয় ও বিশ্বস্ত বৎস; তিনি তোমাদিগকে খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় আমার পন্থা সকল স্মরণ করাইবেন, যাহা আমি সর্বত্র সর্ব মণ্ডলীতে শিক্ষা দিয়া থাকি।

সেখানে একটা বিশেষ বন্ধন ছিল – একটা বিশেষ বন্ধন পৌল এবং তীমথিয়ের মধ্যে। পৌল তীমথিয়কে তার আত্মিক পুত্র বলে মনে করেছিলেন এবং তীমথিয় পৌলকে তার আত্মিক পিতা বলে মনে করেছিলেন।

৩, ঘনিষ্টতা এবং স্বচ্ছতা গঠন করুন

২ তীমথিয় ৩:১০,১১

[১০] কিন্তু তুমি আমার শিক্ষা, আচার-ব্যবহার, সঙ্কল্প, বিশ্বাস, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, প্রেম, ধৈর্য, নানাবিধ তাড়না ও দুঃখভোগের অনুসরণ করিয়াছ; [১১] আন্তিয়খিয়াতে, ইকনিয়ে, লুস্ত্রায় আমার প্রতি কি কি ঘটিয়াছিল; কত তাড়না সহ্য করিয়াছি। আর সেই সমস্ত হইতে প্রভু আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন।

প্রেরিত পৌলের পক্ষ থেকে একটা স্বচ্ছতা এবং ঘনিষ্টতা ছিল যেটা তীমথিয়কে দেখতে সাহায্য করেছিল কে পৌল বাস্তবে কে। পৌলের মধ্যে যে ধরণ দেখেছিলেন, সেই অনুযায়ী তীমথিয় প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন।

৪, নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী প্রদান করুন

১ তীমথিয় ১:১৮

[১৮] বৎস তীমথিয়, তোমার বিষয়ে পূর্বকার সকল ভাববাণী অনুসারে আমি তোমার নিকটে এই আদেশ সমর্পণ করিলাম, যেন তুমি সেই সকলের গুণে উত্তম যুদ্ধ করিতে পার,

১ তীমথিয় ৬:২০

[২০] হে তীমথিয়, তোমার কাছে যাহা গচ্ছিত হইয়াছে, তাহা সাবধানে রাখ; যাহা অযথারূপে বিদ্যা নামে আখ্যাত, তাহার ধর্মবিরোধী নিঃসার শব্দাড়ম্বর ও বিরোধবাণী হইতে বিমুখ হও;

পৌল তীমথিয়কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কী করতে হবে এবং কী করবে না, সেই বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন, কোন ধরণের গর্ত এড়িয়ে চলতে হবে, ইত্যাদি (১ এবং ২ তীমথিয়)।

৫, উৎসাহিত, প্রণোদিত, সংশোধন করুন

পৌল তীমথিয়কে অনেক ইতিবাচক উৎসাহ দিয়েছিলেন।

১ তীমথিয় ৬:১২

১২ বিশ্বাসের উত্তম যুদ্ধে প্রাণপণ কর; অনন্ত জীবন ধরিয়া রাখ; তাহারই নিমিত্ত তুমি আহূত হইয়াছ, এবং অনেক সাক্ষীর সাক্ষাতে সেই উত্তম প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়াছ।

পরিচর্যার মধ্যে কঠিন কাজের মধ্যে অন্যতম হল সংশোধন করা। কিন্তু আপনাকে প্রেমের সাথে, ইতিবাচক ও গেঁথে তোলার মানসিকতার সাথে এটা করতে শিখতে হবে। আপনি যদি আপনার তীমথিয়কে সংশোধন না করেন, তাহলে আপনি যে বিষয়টি তার জীবনে অনুমতি দেবেন, সেটাই তার জীবনে ক্যান্সার হয়ে তার জীবনকে খেয়ে নেবে। সংশোধন করা হল একটা 'আত্মিক অস্ত্রোপচার' করা – এটা যন্ত্রণা দেয়, কিন্তু এর একটা ইতিবাচক পরিণাম আছে।

৬, মূল্য সম্পর্কে অবগত করুন

একটা প্রকৃত মূল্যের সম্বন্ধে পৌল তীমথিয়কে অবগত করেছিলেন, ঈশ্বরের সেবা করতে গেলে যে মূল্য দিতে হবে সেই বিষয় তিনি তাকে জানিয়েছিলেন। পৌল তীমথিয়কে শুধু 'ভালো ভালো কথা' বলেননি। বিষয়গুলি যেমন, সেইভাবেই তিনি তীমথিয়ের কাছে তুলে ধরেছিলেন। তার কষ্টভোগের ভাগীদার হতে তিনি তীমথিয়কে আমন্ত্রণ করেছিলেন।

২ তীমথিয় ১:৮

৮ অতএব আমাদের প্রভুর সাক্ষ্যের বিষয়ে, এবং তাঁহার বন্দি যে আমি, আমার বিষয়ে তুমি লজ্জিত হইও না, কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি অনুসারে সুসমাচারের সহিত ক্লেশভোগ স্বীকার কর;

২ তীমথিয় ২:৩-৫

৩ তুমি খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম যোদ্ধার মত [আমার] সহিত ক্লেশভোগ স্বীকার কর। ৪ কেহ যুদ্ধ করিবার সময়ে আপনাকে সাংসারিক ব্যাপাররূপ পাশে বদ্ধ হইতে দেয় না, যেন তাহাকে যে ব্যক্তি যোদ্ধা করিয়া নিযুক্ত করিয়াছে, তাহারই তুষ্টিকর হইতে পারে। ৫ আবার কোন ব্যক্তি যদি মল্লযুদ্ধ করে, সে বিধিমত যুদ্ধ না করিলে মুকুটে বিভূষিত হয় না।

৭, মর্যাদা দিন, গঠন করুন, সম্মানের সাথে আচরণ করুন

১ তীমথিয় ৬:১১

১১ কিন্তু তুমি, হে ঈশ্বরের লোক, এই সকল হইতে পলায়ন কর; এবং ধার্মিকতা, ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম, ধৈর্য, মৃদুভাব, এই সকলের অনুধাবন কর।

২ করিন্থীয় ১:১

১ পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত, এবং তীমথিয় ভ্রাতা- করিন্থে ঈশ্বরের যে মণ্ডলী আছে, এবং সমস্ত আখায়া দেশে যে সকল পবিত্র লোক আছে, তাঁহাদের সর্বজন সমীপে।

ফিলীমন ১:১-২

১ পৌল, খ্রীষ্ট যীশুর বন্দি, এবং ভ্রাতা তীমথিয়- ২ আমাদের প্রেম-পাত্র ও সহকারী ফিলীমন, আপ্পিয়া ভগিনী ও আমাদের সহসেনা আর্খিপ্প এবং তোমার গৃহস্থিত মণ্ডলী সমীপে।

রোমীয় ১৬:২১

২১ আমার সহকারী তিমথীয় এবং আমার স্বজাতীয় লুকিয়, যাসোন ও সোষিপাত্র তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন।

তীমথিয়ের প্রতি একটা উচ্চ ধারণা সহকারে পৌল যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি তীমথিয়কে "ঈশ্বরের লোক" বলে, একজন ভ্রাতা বলে, একজন সহকারী হিসাবে সম্বোধন করেছিলেন। তিনি তীমথিয়ের প্রকৃত মূল্যকে, তার আহ্বানকে, তার বরদানগুলিকে এবং তার অভিষেককে বুঝতে পেরেছিলেন।

আপনি আপনার তীমথিয়ের সাথে কীভাবে আচরণ করবেন, সেটা নির্ধারণ করবে যে আপনি একজন ভৃত্যকে তৈরি করছেন অথবা আপনার সন্তানকে গেঁথে তুলছেন। আপনি যদি তাকে একজন দাসের মতো আচরণ করেন, তাহলে আপনি একজন দাসকেই গেঁথে তুলবেন। আপনি যদি তার সাথে একজন পুত্রের মতো আচরণ করেন, তাহলে আপনি আপনার পুত্রকে গেঁথে তুলবেন।

ঈশ্বরের গৃহে আমাদের প্রকৃত পিতা/মাতা হওয়া শিখতে হবে, ঈশ্বরের লোকেদের উপর প্রভু/কর্তা হিসাবে নয়। পিতা ও মাতাদের পুত্র ও কন্যা থাকে। প্রভু এবং কর্তাদের দাস থাকে। আমরা যা, সেটাই নির্ধারণ করবে ঈশ্বরের গৃহে আমরা কি ধরণের ব্যক্তিদের যত্ন করছি ও লালনপালন করছি।

একজন দাস গৃহে কাজ করে পুরষ্কার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়ে, কিন্তু একজন পুত্র গৃহে কাজ করে কারণ সে সেখানে বাস করে।

একজন দাসের প্রতিশ্রুতি পরিবর্তিত হতে পারে এবং একটা গৃহ ত্যাগ করে আরেকটি গৃহে কাজ শুরু করতে পারে। একজন পুত্র তার অঙ্গিকারে দৃঢ় থাকে। সে জানে যে তার স্থান কোথায়। এমনকি যদিও একজন পুত্র বাড়ি থেকে বেরিয়ে তার নিজের বাড়ি নির্মাণ করে, তাকে তার পিতা সর্বদা স্মরণ করবেন।

একজন দাস তার কাজের জন্য পুরষ্কার লাভ করে, কিন্তু একজন পুত্র সম্পত্তির ভাগীদার হয় কারণ সে সেখানেই থাকে এবং সেই গৃহ তার।

৮, দায়িত্ব দিন এবং ক্ষমতা প্রদান করুন

পৌল তীমথিয়কে বিশেষ মিশনে প্রেরণ করেছিলেন। তীমথির প্রতি পৌলের অনেক বিশ্বাস ও আস্থা ছিল এবং সেই কারণেই তিনি তাকে এই দায়িত্বগুলি প্রদান করেছিলেন।

১ করিন্থীয় ৪:১৭

১৭ এই অভিপ্রায়ে আমি তীমথিয়কে তোমাদের নিকটে পাঠাইয়াছি; তিনি প্রভুতে আমার প্রিয় ও বিশ্বস্ত বৎস; তিনি তোমাদিগকে খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় আমার পন্থা সকল স্মরণ করাইবেন, যাহা আমি সর্বত্র সর্ব মণ্ডলীতে শিক্ষা দিয়া থাকি।

ফিলিপীয় ২:১৯

১৯ আমি প্রভু যীশুতে প্রত্যাশা করিতেছি যে, তীমথিয়কে শীঘ্রই তোমাদের কাছে পাঠাইব, যেন তোমাদের অবস্থা জানিয়া আমারও প্রাণ জুড়ায়।

১ থিষলনীকীয় ৩:১,২

১ এই জন্য আর ধৈর্য ধরিতে না পারাতে আথীনীতে একাকী থাকা আমরা বিহিত বুঝিয়াছিলাম, ২ এবং আমাদের ভ্রাতা ও খ্রীষ্টের সুসমাচারে ঈশ্বরের পরিচারক যে তীমথিয়, তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলাম, যেন তিনি তোমাদিগকে সুস্থির করেন, এবং তোমাদের বিশ্বাসের সম্বন্ধে আশ্বাস দেন,

লোকেদের দায়িত্ব প্রদান করলে তারা বৃদ্ধি পায় ও পরিপক্ক হয়। লোকেদের ভুল করার অনুমতি দিন এবং যখন তারা ভুল করে তখন তাদের সাথে অনুগ্রহের সাথে আচরণ করুন। ভুলগুলিকে শিক্ষা লাভ করা এবং বৃদ্ধি পাওয়ার একটা সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করুন।

৯, ইতিবাচক ভাবে সুপারিশ করুন

১ করিন্থীয় ১৬:১০

১০ তীমথিয় যদি আইসেন, তবে দেখিও, যেন তিনি তোমাদের কাছে নির্ভয়ে থাকেন, কেননা যেমন আমি করি, তেমনি তিনি প্রভুর কার্য করিতেছেন; অতএব কেহ তাঁহাকে হেয়জ্ঞান না করুক।

ফিলিপীয় ২:১৯-২৩

১৯ আমি প্রভু যীশুতে প্রত্যাশা করিতেছি যে, তীমথিয়কে শীঘ্রই তোমাদের কাছে পাঠাইব, যেন তোমাদের অবস্থা জানিয়া আমারও প্রাণ জুড়ায়। ২০ কারণ আমার কাছে এমন সমপ্রাণ কেহই নাই যে, প্রকৃতরূপে তোমাদের বিষয় চিন্তা করিবে। ২১ কেননা উহারা সকলে যীশু খ্রীষ্টের বিষয় নয়, কিন্তু আপন আপন বিষয় চেষ্টা করে। ২২ কিন্তু তোমরা ইঁহার পক্ষে এই প্রমাণ জ্ঞাত আছ যে, পিতার সহিত সন্তান যেমন, আমার সহিত ইনি তেমনি সুসমাচারের নিমিত্ত দাস্যকর্ম করিয়াছেন। ২৩ অতএব আশা করি, আমার কি ঘটে, তাহা দেখিতে পাইলেই তাঁহাকে তোমাদের নিকটে পাঠাইয়া দিব।

পৌল তীমথিয়কে আগ্রহের সাথে এবং ইতিবাচক ভাবে সুপারিশ করেছিলেন। পৌল তার পরিচর্যায় তীমথিয়কে তার সহকার্যকারী এবং এক বলে সম্বোধন করেছেন।

১০, ঈশ্বরের আহ্বানে তাদের মুক্ত করুন

পৌল অবশেষে ইফিষীয় মণ্ডলীর তত্ত্বাবধান করা ও মেষদের দেখাশোনা করার জন্য তীমথিয়কে মুক্ত করেছিলেন।

১ তীমথিয় ১:৩

৩ মাকিদনিয়ায় যাইবার সময়ে যেমন আমি তোমাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, তুমি ইফিষে থাকিয়া কতকগুলি লোককে এই আদেশ দেও, যেন তাহারা অন্যবিধ শিক্ষা না দেয়,

প্রয়োগমূলক প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে, তীমথিয় একজন ঈশ্বরের লোক হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

তীমথিয়কে পৌলের সহকার্যকারী হিসাবে দেখতে পাওয়া একটা সম্মানের বিষয়। এটা আরও আনন্দের কারণ হবে যদি একজন তীমথিয়কে আমাদের ঊর্ধ্বে ছাড়িয়ে যেতে দেখি। আমরা আমাদের মিশন সম্পন্ন করেছি। আমরা উত্তম আত্মিক পিতা হতে পেরেছিলেম।

সমস্যা তখন সৃষ্টি হবে যখন পুত্র বৃদ্ধি পাবে না অথবা একজন সহদায়াদের পরিবর্তে, পিতা সবসময় তাকে একজন পুত্র হিসাবেই আকাঙ্ক্ষা করবেন।

যখন আপনি বৃদ্ধ এবং পক্ক-কেশযুক্ত হবেন

গীতসংহিতা ৭১:১৭,১৮

১৭ হে ঈশ্বর, তুমি বাল্যকালাবধি আমাকে শিক্ষা দিয়া আসিতেছ; আর এই পর্যন্ত আমি তোমার আশ্চর্য ক্রিয়া সকল প্রচার করিতেছি। ১৮ হে ঈশ্বর, বৃদ্ধ বয়স ও পক্বকেশের কাল পর্যন্তও আমাকে পরিত্যাগ করিও না, যাবৎ আমি এই বর্তমান লোকদিগকে তোমার বাহুবল, ভাবী লোক সকলকে তোমার পরাক্রম, জ্ঞাত না করি।

যিশাইয় ৪৬:৪

৪ আর তোমাদের বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত আমি যে সেই থাকিব, পক্বকেশ হওয়া পর্যন্ত আমিই তুলিয়া বহন করিব; আমিই নির্মাণ করিয়াছি, আমিই বহন করিব; হাঁ, আমিই তুলিয়া বহন করিব, রক্ষা করিব।

ঈশ্বরের শক্তি প্রদর্শন করতে থাকুন। বয়সের সাথে ঈশ্বরের অভিষেক কমে যায় না!

(ক) ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ভাগ করে নিন

ঈশ্বরের রাজ্যে আমরা যখন পরিপক্ক হয়ে উঠি, তখন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা আমরা করতে পারি, সেটা হল ঈশ্বরের সাথে গমনাগমন করার মধ্যে দিয়ে যে প্রজ্ঞা আমরা অর্জন করেছি, সেটা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এগিয়ে দেওয়া।

(খ) আপনার অভিষেককে সতেজ রাখুন। অভিষেকের আগুন অবসর নেয় না!

গীতসংহিতা ৯২:১০

১০ কিন্তু তুমি আমার শৃঙ্গ গবয়ের শৃঙ্গবৎ উন্নত করিয়াছ; আমি নব তৈলে অভিষিক্ত হইয়াছি।

(গ) ফল উৎপাদন করতে থাকুন

গীতসংহিতা ৯২:১৪

১৪ তাহারা বৃদ্ধ বয়সেও ফল উৎপন্ন করিবে, তাহারা সরস ও তেজস্বী হইবে;

(ঘ) সম্মান ও মর্যাদা সহকারে প্রস্থান করুন

১ বংশাবলি ২৯:২৮

২৮ পরে তিনি আয়ু, ধন ও গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া শুভ বৃদ্ধাবস্থায় মরিলেন, এবং তাঁহার পুত্র শলোমন তাঁহার পদে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

ব্যক্তিগত প্রয়োগ

প্রশ্ন ১ – নবীন পরিচর্যাকারীদের যত্ন নেওয়ার বিষয়ে আপনার কেমন অভিজ্ঞতা হয়েছে? আপনার সাফল্য ও চ্যালেঞ্জগুলি কী কী?

প্রশ্ন ২ – নবীন পরিচর্যাকারীদের কাছে আপনি কীভাবে একজন উত্তম আত্মিক পিতা হতে পারবেন এবং তাদের প্রকৃত সাহায্য ও যত্ন নিতে পারবেন?

Onward, Christian Soldiers

Written by : Sabine Baring-Gould

Onward, Christian soldiers, marching as to war,
with the cross of Jesus going on before.
Christ, the royal Master, leads against the foe;
forward into battle see his banners go!

Refrain:
Onward, Christian soldiers, marching as to war,
with the cross of Jesus going on before.

At the sign of triumph Satan's host doth flee;
on then, Christian soldiers, on to victory!
Hell's foundations quiver at the shout of praise;
brothers, lift your voices, loud your anthems raise.
(Refrain)

Like a mighty army moves the church of God;
brothers, we are treading where the saints have trod.
We are not divided, all one body we,
one in hope and doctrine, one in charity.
(Refrain)

Crowns and thrones may perish, kingdoms rise and wane,
but the church of Jesus constant will remain.
Gates of hell can never gainst that church prevail;
we have Christ's own promise, and that cannot fail.
(Refrain)

Onward then, ye people, join our happy throng,
blend with ours your voices in the triumph song.
Glory, laud, and honor unto Christ the King,
this through countless ages men and angels sing.
(Refrain)

All Peoples Church মণ্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব করুন

All Peoples Church তার স্থানীয় মণ্ডলীর সীমার বাইরে গিয়ে সমস্ত দেশব্যাপী পরিচর্যা করে থাকে, বিশেষ ভাবে উত্তর ভারতে, যেখানে বিশেষ জোর দেওয়া হয়ে থাকে (ক) নেতাদের শক্তিযুক্ত করা, (খ) পরিচর্যার জন্য যুবক/যুবতীদের প্রশিক্ষিত করা, এবং (গ) খ্রীষ্টের দেহকে গেঁথে তোলা। যুবকদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক সেমিনার, এবং খ্রীষ্টিয় নেতাদের জন্য সম্মেলন সমস্ত বছর ধরে আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও, কয়েক হাজার পুস্তক ইংরাজি ভাষায় এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়, যাতে বিশ্বাসীরা বাক্যে এবং আত্মায়ে গঠিত হয়।

আমরা আপনাদের আমাদের সাথে আর্থিক ভাবে অংশীদারিত্ব করার জন্য আহ্বান করি, একবার মাত্র একটা উপহারের দ্বারা অথবা মাসিক কিছু আর্থিক উপহারের দ্বারা। যেকোনো অর্থ মূল্য আপনারা আমাদের দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন, সেটা আমাদের কাছে মূল্যবান এবং সেটাই আমাদের দেশে পরিচর্যা কাজে সাহায্য করবে।

আপনারা আপনাদের উপহার চেক অথবা ড্রাফট "All Peoples Church, Bangalore" এর নামে, আমাদের দপ্তরের ঠিকানায় পাঠাতে পারেন। অথবা আপনি সরাসরি আমাদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে পাঠিয়ে দিতে পারেনঃ

Account Name: All Peoples Church
Account Number: 0057213809,
IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A., No. 5 M.G Road, Bengaluru, Karnataka—560001

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেনঃ All Peoples Church এর FCRA অনুমোদন নেই এবং সেই কারণে শুধুই ভারতীয় নাগরিকদের থেকেই আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করতে পারে। আপনি যখন আর্থিক উপহার আমাদের উদ্দেশে পাঠাবেন, যদি চান, তাহলে আপনি উল্লেখ করে দিতে পারেন যে APC পরিচর্যার কোন ক্ষেত্রের জন্য আপনার অবদানকে ব্যবহার করতে চান।

অবশ্যই মনে রাখবেন, আমাদের জন্য এবং আমাদের পরিচর্যার জন্য প্রার্থনা করতে, যখনই আপনি পারবেন।

ধন্যবাদ, ঈশ্বর আপনাদের আশীর্বাদ করুক!

All Peoples Church এর পক্ষ থেকে বিনামূল্যে প্রকাশন

A Church in Revival
Ancient Landmarks
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change
Code of Honor
Divine Order in the Citywide Church
Divine Favor
Don't Compromise Your Calling
Don't Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God's Purpose for Your Life
Giving Birth to the Purposes of God
God Is a Good God
God's Word
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders (2nd Edition)
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance
Open Heavens
Our Redemption
Revivals, Visitation and Moves of God
Shhh! No Gossip
The Conquest of the Mind
The House of God
The Kingdom of God
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner's Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power
The Wonderful Benefits of speaking in Tongues
Understanding the Prophetic
We Are Different
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work—Its Original Design

বিনামূল্যে ই-পুস্তকঃ

উপরের সবকটা প্রকাশনের PDF সংস্করণও বিনামূল্যে ডাউনলোড করার জন্য উপলব্ধ, যা আপনারা আমাদের মণ্ডলীর ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন, www.apcwo.org/publications। এর মধ্যে অনেক প্রকাশনই অন্যান্য ভাষায়ে উপলব্ধ। এই প্রকাশনের পুস্তকগুলি বিনামূল্যে পেতে গেলে আমাদের সাথে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, ডাকের মাধ্যমে অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে।

প্রচারের audio এবং video বিনামূল্যে পাওয়ার জন্য, প্রচারের টীকার জন্য আমাদের মণ্ডলীর ওয়েবসাইট দেখুন (apcwo.org/sermons), এবং দূরদর্শনে প্রোগ্রামের জন্য (apcwo.org/tv) ওয়েবসাইট দেখুন।

একটা সপ্তাহান্তিক স্কুলে অংশগ্রহণ করুন

সপ্তাহান্তিক স্কুল, যা বেঙ্গালুরুতে আয়োজন করা হয়, বিশ্বাসীদের জীবনে ও পরিচর্যার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত করা হয়। এইগুলি সুবিধাজনক ভাবে সপ্তাহান্তিক কালে (শনিবার/রবিবার) আয়োজন করা হয়ে থাকে। সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। এই সপ্তাহান্তিক স্কুল সমস্ত মণ্ডলীর, সকল বিশ্বাসীদের জন্য উপলব্ধ, যারা প্রশিক্ষিত হওয়ার জন্য ইচ্ছুক। নিম্নলিখিত কয়েকটা সাপ্তাহান্তিক স্কুলের উল্লেখ দেওয়া হল, যেইগুলি বর্তমান কালে চলছে।

ভাববানী পরিচর্যার সাপ্তাহান্তিক স্কুল
সুস্থতা এবং উদ্ধারের সাপ্তাহান্তিক স্কুল
আত্মার বরদানের সাপ্তাহান্তিক স্কুল
প্রার্থনা এবং মধ্যস্থতার সাপ্তাহান্তিক স্কুল
অন্তরের পরিপূর্ণতার সাপ্তাহান্তিক স্কুল
জীবনশৈলী সুসমাচার প্রচারের সাপ্তাহান্তিক স্কুল
কর্মক্ষেত্রে ঈশ্বর—এর সাপ্তাহান্তিক স্কুল
শহরে মিশন এবং মণ্ডলী স্থাপনের সাপ্তাহান্তিক স্কুল
খ্রীষ্টিয় এপলোজেটিক্স এর সাপ্তাহান্তিক স্কুল

বর্তমানের সাপ্তাহান্তিক স্কুলের সময় তালিকা জানার জন্য apcwo.org/weekendschool ওয়েবসাইটে যান এবং নিজের নাম তালিকাভুক্ত করুন।

একটা খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলন আয়োজন করুন

All Peoples Church পালকদের জন্য, স্থানীয় মণ্ডলীর নেতাদের জন্য, খ্রীষ্টিয় সংস্থার নেতাদের জন্য এবং অন্যান্য ব্যক্তি, যারা খ্রীষ্টিয় পরিচর্যার সাথে যুক্ত আছে, তাদের জন্য আত্মায় অভিষিক্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করে। অভিষিক্ত শিক্ষা, আত্মা দ্বারা পরিচালিত পরিচর্যা ছাড়াও, আমাদের দলের লোকেরা অংশগ্রহণকারীদের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনা ও কথোপকথন করে। প্রত্যেকটা খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলন সাধারণত ২-৩ দিনের জন্য আয়োজন করা হয় এবং একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর লক্ষ্য করে। অংশগ্রহণকারীরা প্রশিক্ষিত হয় এবং শক্তিযুক্ত হয়ে, পরিচর্যার জন্য আরও কার্যকারী হয়ে সম্মলন থেকে বেরিয়ে আসে। খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলন সাধারণত কোন একটা স্থানীয় মণ্ডলীর দ্বারা, খ্রীষ্টিয় সংস্থার দ্বারা, অথবা কোন মিশন সংস্থার দ্বারা আয়জিত হয়। যে সংস্থা অথবা মণ্ডলী এই সভাতি আয়োজন করে, তারাই সমস্ত খরচ বহন করে ও সকল অংশগ্রহণকারীদের আমন্ত্রণ জানায়। All Peoples Church তাদের পরিচর্যাকারী দলকে প্রেরণ করবে যাতে তারা খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলনের অংশগ্রহণকারীদের পরিচর্যা করতে পারে।

যে বিষয়গুলি আমাদের পরিচর্যাকারী দল শিক্ষা দেয়ঃ

- Revivals, Visitations and Moves of God
- Presence and Glory
- Kingdom Builders (ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারী)
- Level Ground
- The House of God
- Apostolic and Prophetic Ministry
- Ministering Healing and Deliverance
- Gifts of the Spirit
- Marriage and Family
- Equipping The Saints and Marketplace Transformation

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য এবং খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলনের বিষয়গুলির তালিকার জন্য, apcwo.org/CLC ওয়েবসাইট দেখুন।

একটা খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলন আয়োজন করতে গেলে, আমাদের ইমেইল করুনঃ contact@apcwo.org

All Peoples Church এর সম্বন্ধে একটা ভূমিকা

All Peoples Church (APC) তে, আমাদের দর্শন হল বেঙ্গালুরু শহরে একটা লবন ও জ্যোতির ন্যায় হতে এবং সমুদয় ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে একটা রব হতে।

APC তে, পবিত্র আত্মার অভিষেক ও প্রকাশ সহকারে সম্পূর্ণ এবং আপোসহীন ঈশ্বরের বাক্য উপস্থাপনা করার জন্য সমর্পিত। আমরা বিশ্বাস করি যে ভালো সঙ্গীত, সৃজনশীল উপস্থাপনা, অসাধারণ এপোলোজেটিক্স, সমসাময়িক পরিচর্যার পদ্ধতি, আধুনিক প্রযুক্তি, ইত্যাদি, কোন কিছুই পবিত্র আত্মার বরদান, আশ্চর্য কাজ, চিহ্ন সহকারে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করাকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না (১ করিন্থীয় ২:৪,৫; ইব্রীয় ২:৩,৪)। আমাদের কেন্দ্র স্থান হল যীশু, আমাদের বিষয়বস্তু হল ঈশ্বরের বাক্য, আমাদের পদ্ধতি হল পবিত্র আত্মার শক্তি, আমাদের আকাঙ্ক্ষা হল মানুষেরা, এবং আমাদের লক্ষ্য হল খ্রীষ্টের মতো পরিপক্কতা।

বেঙ্গালুরুতে আমাদের প্রধান কার্যালয় থাকা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে All Peoples Church এর অনেক মণ্ডলী স্থাপিত আছে। All Peoples Church এর মণ্ডলীর তালিকা এবং যোগাযোগ নম্বর পেতে গেলে, আমাদের ওয়েবসাইটে www.apcwo.org/locations দেখুন, অথবা contact@apcwo.org এ ই-মেইল পাঠান।

আপনি কি সেই ঈশ্বরকে জানেন যিনি আপনাকে প্রেম করেন?

প্রায় ২০০০ বছর আগে, ঈশ্বর মানব রূপ ধারন করে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাঁর নাম হল যীশু। তিনি একটা নিষ্পাপ জীবন যাপন করেছিলেন। যেহেতু যীশু মানব রূপে ঈশ্বর ছিলেন, তিনি যা কিছু বলেছে ও করেছেন, তার দ্বারা তিনি ঈশ্বরকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। যে কথাগুলি তিনি বলেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কথা। তিনি যে কাজগুলি সাধন করেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কাজ। এই পৃথিবীতে যীশু অনেক আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলেন। তিনি অসুস্থদের ও পীড়িতদের সুস্থ করেছিলেন। তিনি অন্ধ মানুষদের দৃষ্টিদান করেছিলেন, যারা শুনতে পেত না, তিনি তাদের শ্রবণ শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, খঞ্জদের চলতে সাহায্য করেছিলেন এবং প্রত্যেক ধরণের অসুস্থতা ও ব্যাধি সুস্থ করেছিলেন। আশ্চর্য ভাবে কয়েকটি রুটি দিয়ে তিনি অনেক ক্ষুধিত ব্যক্তিদের খাদ্য যোগান দিয়েছিলেন, ঝড় থামিয়েছিলেন এবং অনেক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন।

এই সকল কিছু আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে ঈশ্বর উত্তম, যিনি চান যে লোকেরা যেন সুস্থ হয়, সম্পূর্ণ হয়, স্বাস্থ্যকর হয় এবং খুশী থাকে। ঈশ্বর তার লোকেদের প্রয়োজন মেটাতে চান।

তাহলে কেনই বা ঈশ্বর একটা মানব রূপ ধারণ করে আমাদের এই পৃথিবীতে এসেছিলেন? যীশু কেন এসেছিলেন?

আমাদের সকলে পাপ করেছে এবং সেই সকল কাজ করেছে যা আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছে অগ্রহণীয়। পাপের পরিণাম আছে। পাপ হল ঈশ্বর এবং আমাদের মাঝে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর। পাপ আমাদের ঈশ্বর থেকে পৃথক করে রেখেছে। এটা আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে জানতে ও তাঁর সাথে একটা অর্থপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে বাঁধা দেয়। সুতরাং, আমাদের অনেকেই এই শূন্য স্থানটি অন্যান্য বিষয় দিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টা করি।

পাপের আরও একটা পরিণাম হল ঈশ্বরের থেকে অনন্তকালের জন্য পৃথক হয়ে যাওয়া। ঈশ্বরের আদালতে, পাপের বেতন মৃত্যু। মৃত্যু হল নরকে যাওয়ার দ্বারা ঈশ্বরের থেকে চিরকালের জন্য পৃথক হয়ে যাওয়া।

কিন্তু, আমাদের জন্য একটা সুসংবাদ আছে যে আমরা পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি এবং ঈশ্বরের সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। বাইবেল বলে, "কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন" (রোমীয় ৬:২৩)। যীশু তাঁর ক্রুশিয় মৃত্যু দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর পাপের মূল্য পরিশোধ করে দিলেন। তারপর, তিন দিন পর তিনি আবার বেঁচে উঠলেন, তিনি নিজেকে জীবিত অবস্থায়ে অনেক মানুষের কাছে দেখা দিলেন এবং তারপর তিনি স্বর্গে চলে গেলেন।

ঈশ্বর প্রেমের ও দয়ার ঈশ্বর। তিনি চান না যে একটা মানুষও নরকে শাস্তি না পাক। এবং সেই কারণে, তিনি এসেছিলেন, যাতে তিনি সমুদয় মানবজাতির জন্য পাপ থেকে ও পাপের পরিণাম থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা পথ প্রস্তুত করতে পারেন। তিনি পাপীদের

উদ্ধার করতে এসেছিলেন – আপনার এবং আমার মতো মানুষদের পাপ থেকে ও অনন্তকালীন মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন।

পাপের এই ক্ষমাকে বিনামূল্যে গ্রহণ করতে গেলে, বাইবেল আমাদের বলে যে আমাদের একটা বিষয় করতে হবে – প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর কী করেছিলেন তা স্বীকার করা এবং তাঁকেই সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে বিশ্বাস করা।

"...যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে তাঁহার নামের গুণে পাপমোচন প্রাপ্ত হয়" (প্রেরিত ১০:৪৩)।

"কারণ তুমি যদি 'মুখে' যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং 'হৃদয়ে' বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে" (রোমীয় ১০:৯)।

আপনি যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনিও আপনার পাপের ক্ষমা লাভ করতে পারেন ও শুচিকৃত হতে পারেন।

নিম্নলিখিত একটা সহজ প্রার্থনা লেখা আছে যা আপনাকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার তিনি ক্রুশের উপর কী করেছেন, সেটা সম্বন্ধীয় একটা সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি যীশুর বিষয়ে আপনার অঙ্গীকারকে ব্যক্ত করতে ও পাপ থেকে ক্ষমা ও শুচিকরণ লাভ করতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি একটা রূপরেখা। এই প্রার্থনাটি আপনি আপনার নিজের ভাষাতেও করতে পারেন।

প্রিয় প্রভু যীশু, আজ আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশের উপর কী সাধন করেছো। তুমি আমার জন্য মারা গিয়েছিলে, তুমি তোমার বহুমূল্য রক্ত আমার জন্য ঝরিয়েছিলে এবং আমার পাপের মূল্য মিটিয়ে দিয়েছিলে, যাতে আমি ক্ষমা লাভ করতে পারি। বাইবেল আমাকে বলে যে যে কেউ তোমার উপর বিশ্বাস করবে, সে তার পাপের ক্ষমা লাভ করবে।

আজ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করার এবং তুমি আমার জন্য কী করেছো, তা গ্রহণ করার একটা সিদ্ধান্ত নিই, এবং বিশ্বাস করি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশে মারা গিয়েছিলে এবং আবার মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেছিলে। আমি বিশ্বাস করি যে আমি আমার উত্তম কাজ দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করতে পারব না, অথবা অন্য কোন মানুষও আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। আমি আমার পাপের ক্ষমা অর্জন করতে পারি না।

আজ, আমি আমার হৃদয়ে বিশ্বাস করি এবং আমার মুখে স্বীকার করি যে তুমি আমার জন্য মারা গিয়েছিলে, তুমি আমার পাপের মূল্য মিটিয়েছিলে, তুমি মৃতগণদের মধ্যে থেকে বেঁচে উঠেছিলে, এবং তোমার উপর বিশ্বাস করার মধ্যে দিয়ে, আমি আমার পাপের ক্ষমা ও শুচিকরন লাভ করি।

যীশু তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে সাহায্য কর যেন আমি তোমাকে প্রেম করতে পারি, তোমাকে আরও জানতে পারি এবং তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারি। আমেন।

টীকাঃ

DOWNLOAD THE FREE APP!

Search for
"All Peoples Church Bangalore"
in the App or Google play stores.

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

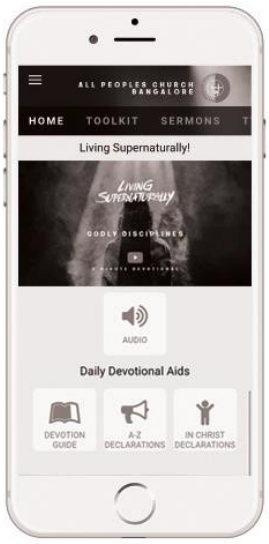

A daily 5-minute video devotional.
A daily Bible reading and prayer guide.
5-minute Sermon summary.
Toolkit with Scriptures on various topics to build faith and information to share the Gospel.
Resources with sermons, sermon notes, TV programs, books, music and more.

IF YOU LOVE IT, TELL OTHERS ABOUT IT!

All Peoples Church
বাইবেল কলেজ এবং পরিচর্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

All Peoples Church বাইবেল কলেজ এবং পরিচর্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (APC-BC), যা বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত, আত্মায় পরিপূর্ণ, অভিষিক্ত এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে অলৌকিক ভাবে পরিচর্যা করার ক্ষমতা প্রদান করার মধ্যে দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়, এবং তার সাথে নিরাময় ঈশ্বরের বাক্য শেখানো হয়। আমরা পরিচর্যার জন্য একটা ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ভাবে গঠন করাতে বিশ্বাস করি, যেখানে আমরা একটি ঐশ্বরিক চরিত্রে, ঈশ্বরের বাক্যে গভীরে প্রবেশ করা, এবং আশ্চর্য কাজ ও চিহ্ন কাজ দ্বারা পরিচর্যা করায় জোর দিই - যা প্রভুর সাথে একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক থেকে উত্থাপিত হয়।

APC-BC তে, নিরাময় বাক্য শেখানোর সাথে সাথে আমরা ঈশ্বরের প্রেমকে কাজে প্রকাশিত করার উপর গুরুত্ব দিই, পবিত্র আত্মার অভিষেক ও উপস্থিতি এবং ঈশ্বরের কাজের অলৌকিক কাজের উপর গুরুত্ব দিই। অনেক যুবক যুবতীরা প্রশিক্ষিত হয়ে ঈশ্বরের আহ্বান পূর্ণ করার জন্য প্রেরিত হয়েছে।

নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলি আমরা প্রদান করিঃ
এক বছরের Certificate in Theology and Christian Ministry (C.Th.)
দুই বছরের Diploma in Theology and Christian Ministry (D.Th.)
তিন বছরের Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.)

সপ্তাহের পাঁচ দিন ক্লাস নেওয়া হয়, সোমবার থেকে শুক্রবার, সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত। কর্মজীবী লোকেরা, গৃহবধূরা এই কোর্সগুলি করতে পারে, এবং দুপুর ১টার পর তাদের প্রতিদিনের কাজকর্ম করতে পারে। আলাদা হস্টেলের ব্যবস্থা আছে সেই সকল শিক্ষার্থীদের জন্য, যারা সেই স্থানে থেকে এই কোর্সগুলি করতে চায়। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিচর্যার জন্য অংশগ্রহণ করে, বিশেষ সেমিনারে, প্রার্থনা ও আরাধনার সময়ে অংশগ্রহণ করে প্রতিদিন দুপুর ২ টো থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। দুপুরের অধিবেশনগুলি তাদের জন্য অনিবার্য নয়, যারা অন্যান্য কাজ করে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের কোন না কোন স্থানীয় মণ্ডলীতে সেবাকাজের জন্য উৎসাহিত করা হয়।

কলেজের সম্বন্ধে, পাঠ্যক্রমের সম্বন্ধে, যোগ্যতা, মূল্য সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত ভাবে জানতে গেলে apcwo.org/biblecollege. ওয়েবসাইটে যান।

যোগ্য শিক্ষার্থীদের জন্য APC বেতন সহকারে Ministry Intern program আয়োজন করে, যারা APC র সাথে কাজ করার জন্য প্রশিক্ষিত হতে চায়। APC র Ministry Intern program সম্বন্ধে আরও জানতে গেলে apcwo.org/ministryintern ওয়েবসাইট দেখুন।

বর্তমানে খ্রীষ্টিয় পরিচর্যায় যে বিষয়টি একেবারে প্রয়োজনীয়, তা হল একটা ঈশ্বরের রাজ্যের মানসিকতা গঠন করা। ঈশ্বর আমাদের নিজেদের পরিচর্যা, অথবা আমাদের নিজেদের মণ্ডলীকে নির্মাণ করার জন্য আহ্বান করেন নি। তিনি আমাদের তাঁর রাজ্য নির্মাণ করার জন্য আহ্বান করেছেন।

আমাদের রাজার সাথে একজন সহ-কার্যকারী হওয়ার অর্থ আবিষ্কার করুন। একজন ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারীর হৃদয় তৈরি করুন।

ঈশ্বর কীভাবে আমাদের প্রত্যেককে নেন ও তাঁর রাজ্য বিস্তারের দর্শন ও স্বপ্নকে পূর্ণ করেন, সেই বিষয়ে বুঝুন।

ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণ করা হল মানুষদের গঠন করা! আত্মায়ে মানুষদের গঠন করতে শিখুন।

ঈশ্বরের রাজ্যে স্বপ্ন এবং দর্শনগুলি একে অপরের সাথে সংযুক্ত আছে! ঈশ্বরের রাজ্যে অংশীদারিত্ব করতে শিখুন।

আমরা যদি সকলেই ঈশ্বরের রাজ্যের নির্মাণকারী হিসাবে কাজ করি, তাহলে যেকোনো শহরে, অঞ্চলে অথবা দেশে খ্রীষ্টের দেহের মধ্যে আত্মিক বিষয়ের মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারব!

All People Church & World Outreach
#319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560043
Karnataka, INDIA

Phone: +91-80-25452617
Email: contact@apcwo.org
Website: www.apcwo.org